১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী
নরওয়েজীয় লেখক

নুট হ্যামসুন

প্যান্

BanglaBook.org

ন্যুট হ্যামসুন বিশ্বাস করতেন মানবজীবনের পরিপূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে মাটির সাথে তার সংস্পর্শের উপর। এই পুরনো বিশ্বাস এবং আধুনিকতার প্রতি তার বিরূপ মনোভাব পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তার অসাধারণ গ্রন্থ 'দ্য গ্রোথ অব সয়েল'-এ। প্রথম জীবনে তিনি তার রচনায় মূল চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজ বিতাড়িত এবং প্রথাবিরোধী ভবঘুরে হিসেবে এবং তার ভাষা ছিল আধুনিক সভ্যতার প্রতি তীব্র আক্রমণাত্মক। কিন্তু শেষ জীবনে তার আক্রমণাত্মক ভাষা রূপ নেয় যৌবন নিঃশেষিত জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছানো মানুষের বিষাদময় কান্নায়। 'দ্য গেম অফ লাইফ' (১৮৯৬), 'সানসেট' (১৮৯৮), 'আণ্ডার দ্য অটাম স্টার' (১৯০৬) ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি শেষ জীবনের বিষাদ ফুটিয়ে তুলেছেন।

www.BanglaBook.org

প্যান্ গ্রীক-দেবতা–বনের-দেবতা; সঙ্গীতপ্রিয়। বাংলায় এর ঠিক প্রতিশব্দ নেই। প্রতিশব্দ মিললেও প্রতিমূর্তি মেলে না।

টমাস্ গ্লাহ্ন নামে এক শিকারী–তার একমাত্র সহচর কুকুর ঈশপ্–ঘন অরণ্যে তার ছোট কুটিরে একা দিনযাপন করত বিস্তীর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় উদার বন্ধুতায়। উপন্যাসের ঘটনাস্থল নর্ডল্যান্ড। নর্ডল্যান্ড-এর প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে যে অনির্বচনীয় রহস্য আছে গ্লাহ্নের আবেগাকুল জীবনে তা মিশে গেছে, –গ্লাহ্ন প্রকৃতির দুলাল! তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রকৃতির প্রতি স্পন্দনে কম্পনে উন্মুখ ব্যগ্রতায় ছন্দিত হয়ে উঠে–প্রচুর সৌন্দর্য-মদধারা সে তার প্রাণপাত্র পরিপূর্ণ করেই পান করে। তার কামনা যেমন বস্তুজগতের সমগ্রতার জন্য, –তেমনি আবার সে ছোট একটি পাতার মর্মরে, নির্জীব প্রস্তরের বন্ধুর মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে অপূর্ব ও অতীন্দ্রিয় আনন্দ-ইঙ্গিত পাঠ করতে শিখেছে। তার ভালোবাসার মধ্যে যে প্রবল আত্ম-উৎসর্গের ভাব আছে তাতেই মহিমান্বিত হয়ে রয়েছে তার সমস্ত না পাওয়া! হ্যাম্সুন্-এর রচনায় যে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতা আছে, যে উচ্ছ্বসিত কল্পনা ও কবিতার প্রাচুর্য আছে ও সমস্ত বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে ধ্যানলোকের প্রতি যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে-তা 'প্যান্'-এর প্রতি পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান দেখা যায়।

www.BanglaBook.org

ন্যুট হ্যামসুন ১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম নরওয়েজিয়ান লেখক। জন্ম ১৮৫৯ সালে নরওয়ের লোমে। কিন্তু কৈশোরকাল কেটেছে নর্ডল্যাণ্ডের হ্যামারয়ে সীমাহীন দারিদ্র্যের মাঝে। সতের বছর বয়সে একজন দড়ি প্রস্তুতকারীর সহকারী হিসেবে জীবিকার অন্বেষণ শুরু করেন এবং একই সাথে তিনি লেখালেখির প্রতিও ঝুঁকে পড়েন। কিছুদিন পরে তিনি আমেরিকা ভ্রমণে যান এবং সেখানেই তার রচনাগুলো প্রকাশে আগ্রহী হন। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত তার 'দ্য ইন্টেলেকচুয়াল লাইফ অফ মডার্ন আমেরিকা' গ্রন্থের মূল উপপাদ্য বিষয় ছিল তৎকালীন আমেরিকার জীবনযাপন প্রণালী। মূলত ১৮৯০ সালে প্রকাশিত উপন্যাস 'হাঙ্গার' এবং ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 'প্যান্' তাকে নরওয়েজিয়ান সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্বসমাজে পরিচিত করে তোলে।

জার্মানীর প্রতি হ্যামসুনের সমবেদনা ছিল। ১৯৪০ সালে নরওয়েতে নাজি বাহিনীর আগ্রাসন তিনি সমর্থন করেছিলেন। আর তাই যুদ্ধের পরে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে প্রাথমিকভাবে তাকে কিছুদিনের জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে রাখা হয়। জীবনের শেষটাও তাকে কাটাতে হয় অসম্ভব দারিদ্র্যের মাঝে।

১৯৫২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ন্যুট হ্যামসুন মৃত্যুবরণ করেন।

www.BanglaBook.org

প্যান্

Pan

Knut Hamsun

১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী নরওয়েজীয় লেখক

ন্যুট হ্যামসুন

প্যান্

অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সন্দেশ

ISBN-984-8471-10-3

প্যান্
ন্যুট হ্যামসুন
অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

Pan by Knut Hamsun
Copyright © Gyldendal Norsk Forlag AS 1894

অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০০৫

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৫

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ : *সোহেল কম্পিউটার* ৫৬ বড় মগবাজার (কাজী হাউস), ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : *বুক ক্লাব* ৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ ।

Website: www.sandeshgroup.com

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৮০.০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এই কদিন ধরে আমি শুধু নর্ডল্যাণ্ড-এর গ্রীষ্মের কথা ভাবছি, তার অক্লান্ত দিনগুলির কথা। এইখানে বসে বসে ভাবি–আমার সেই কুটির, আর তার পেছনে সেই বনবীথি। আর সময় কাটাবার জন্য আবোল তাবোল লিখছি, নিজেকে খুশি রাখবার জন্যে–আর কিছু নয়। সময় ভারি আস্তে যাচ্ছে ; যেমনটি চাই তেমনি তাড়াতাড়ি কাটছে না, যদিও দুঃখ করবার আমার কিছুই নেই এতে ; –আর আমি বেশ ভালোই তো আছি। সব কিছুতেই আমি খুশি, আর আমার ত্রিশ বছর বয়েস তো কিছুই নয়।

কদিন আগে কে আমাকে দুটি পালক পাঠিয়েছিল। একটি চিঠির কাগজে শিলমোহর-করা একটি ধুক্‌ধুকির সঙ্গে দুটি পাখীর পালক। অনেক দূর থেকে পাঠিয়েছি। এগুলোকে ফিরিয়ে দেবার কোনো দরকার ছিল না। এ-ও আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল, –ঐ দুটি ছোট্ট সবুজ পালক-গুছি। তাছাড়া আমার কোনোই কষ্ট নেই। শুধু অনেকদিন আগের একটা গুলির ঘায়ের দরুণ বাঁ পায়ে মাঝে মাঝে বাতের ব্যথা টের পাই একটু। এই যা–

দু'বছর আগে, আমার বেশ মনে আছে, সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটেছিল–অন্তত এ দিনগুলির তুলনায়! আমাকে না জানিয়েই গ্রীষ্ম বিদায় নিয়েছিল। দু'বছর আগে–১৮৫৫ সনে–আমার জীবনে যা ঘটেছিল, বা যা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, নিজেকে একটু আমোদ দেবার জন্য এইখানে তা লিখে রাখি। এখন আমি তখনকার অনেক কথাই ভুলে গেছি। কিন্তু, বেশ মনে করতে পারছি, সে-বছরের রাত্রিগুলি ছিল ভারি হালকা। আর অনেক জিনিসই অপরূপ ও আশ্চর্য লাগত আমার কাছে। বছরে বারোটি মাস, –কিন্তু রাত্রি ছিল দিনেরই মতো, আকাশে একটি তারাও দেখা যেত না। আর যে-সব লোকের দেখা পেতাম, –অদ্ভুত ; যাদের চিনতাম এরা যেন তাদের থেকে ঢের আলাদা ; এরা যেন এক রাতেই শৈশব থেকে গৌরবান্বিত প্রৌঢ়তায় বিকশিত হয়েছে। কোনো জাদুই এতে নেই ; কেবল আমিই এমনটি আর দেখিনি। না, দেখিনি!

সমুদ্রের ধারে শাদা প্রকাণ্ড বাড়িটায় একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে খানিকক্ষণের জন্য আমার মন তোলপাড় করে দিয়েছিল। আমি এখন সব সময় আর তার কথা মনে করি না, –না, ভাবি না আর ; তাকে ভুলে গেছি। কিন্তু আর সব কথা ভাবি, সমুদ্র-পাখীদের কান্না, বনে বনে আমার শিকার, আমার রাত্রি, আর সেই নিদাঘের তপ্ত মধুর মুহূর্তগুলি। শুধু একদিন আচমকা তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে একটি দিনের জন্যও তার কথা মনে পড়ত না।

BanglaBook.org

যে-কুটিরে থাকতাম, তার থেকে এলোমেলো দেখা যেত পাহাড়, জাহাজের পাল, দ্বীপের টুকরোগুলি, সাগরের খানিকটা জল আর নীলাভ পাহাড়ের চূড়ার একটুখানি। আর আমার কুঁড়ের পেছনে ছিল বন, –অগাধ, প্রকাণ্ড। আমার সারা মন খুশিতে ভরে উঠত শিকড় আর পাতার গন্ধ পেয়ে ; ফার-গাছের ভারী গন্ধ আমার নাকে এসে লাগত–চর্বি-গন্ধের মতো মিষ্টি! শুধু এই অরণ্য আমার সমস্ত মন জুড়িয়ে দিত মা'র মতো ; আমার মন শান্ত হত, চাঙ্গা হয়ে উঠত! দিনের পর দিন ঈশপ্‌কে পাশে নিয়ে এই বুনো পাহাড় মাড়িয়ে যেতাম। এ ছাড়া আর কিছুই চাইতাম না, –থাক্ না বরফে আর নরম কাদায় সমস্ত মাটি ঢেকে। ঈশপ্ ছাড়া আমার আর কোনো সাথী ছিল না। এখন কোরা আমার সহচর ; তখন ছিল কিন্তু ঈশপ্–আমার কুকুর, আমি তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছি। সারাদিন গুলি ছুঁড়ে সন্ধ্যায় কুঁড়েয় যখন ফিরতাম, অনুভব করতাম, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনুকম্পায় আর্দ্র একখানি স্নেহস্পর্শ কেঁপে কেঁপে বয়ে যাচ্ছে–মধুর স্নিগ্ধ ক্ষণিক একটি শিহরণ। সে-কথা ঈশপ্‌কেও বলতাম, আমরা কী আরামেই না আছি! "এখন একটা গুলি ছুঁড়ব, আর একটা পাখী ভেজে ফেলব উনুনে।" –ওকে বলতাম, "তুমি কি বল?" তারপর রান্না শেষ হলে আমরা খেতাম। উনুনের পেছনে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে ঈশপ্ গুড়ি মেরে শুয়ে পড়ত, আমি পাইপটা জ্বেলে বেঞ্চিটার ওপর শুয়ে শুয়ে গাছের মৃদু মর্মর শুনতাম। একটি ঝিরিঝিরি হাওয়া কুঁড়ের দিকে বয়ে আসত, শুনতাম ঐ পাহাড়ের পেছনে একটা বুনো মোরগ ডাকছে। তাছাড়া আর সব নিঝুম।

শুয়ে থাকতে থাকতে অনেক সময় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। সারা গায়ে পোশাক, খেয়াল নেই, সমুদ্র-পাখীদের কলরব শুরু না হওয়া পর্যন্ত ঘুম আর ভাঙে না। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি বড় বড় কারখানার দালান, সিরিল্যাণ্ড-এর বন্দর-ঘাট–ঐখান থেকেই তো রুটি নিয়ে আসি রোজ। আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে ভালো লাগে, আশ্চর্য হয়ে ভাবি এইখানে নর্ডল্যাণ্ড-এ কি করে এলাম!

তারপর ঈশপ্ উনুনের ধার থেকে তার লম্বা কৃশ দেহটি মুড়ি দিয়ে বখ্‌লশ্‌টিতে একটু আওয়াজ করে হাই তুলে লেজ নেড়ে উঠে দাঁড়াত, আর আমিও লাফিয়ে উঠতাম–তিন চার ঘণ্টা বিশ্রামের পর তো বটেই। নিবিড় আনন্দে তা ভরা... নিবিড় আনন্দে ভরা তো সবই।

এমনি করে, আমার অনেক রাত কেটে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঝড় আর বৃষ্টি –এমন কিছু নয় যাতে বিশেষ কিছু আসে যায়। বাদলা দিনের সঙ্গে প্রায়ই অল্প একটুখানি আনন্দ ভেসে আসে, মানুষকে তার আনন্দ নিয়ে একলা কোথাও উধাও হয়ে চলে যাবার জন্যে উতলা করে তোলে। কোথাও গিয়ে একটু দাঁড়াও, মাথার ওপরে সোজা তাকিয়ে থাক খানিকক্ষণ, ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃদু একটু হাসো আর চারিদিকে চোখ ফেরাও। কি ভাববার আছে আর? জানলাতে ফর্সা একখানি পর্দা, পর্দার ওপর রৌদ্রের একটু ঝিকিমিকি, একটি ছোট্ট ঝর্ণার করতালি বা হয়ত মেঘের মাঝখানে নীল আকাশের ছোট্ট একটি ফালি। এর বেশি কিছু চাইনে আর–দরকার হয় না।

আর আর সময় অপ্রত্যাশিত জমকালো আনন্দও মানুষকে তার নির্জীবতা ও বিষণ্নতা থেকে বাঁচাতে পারে না। নাচঘরে বসে কেউ আরাম পেতে পারে বটে, কিন্তু উদাসীন–কিছুই দোলা দিতে পারে না যে। দুঃখ আর আনন্দ নিংড়ে বের করতে হয় আপনার অন্তর থেকে।

এবার আমার একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। সমুদ্রের পারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একেবারে না বলে কয়ে বৃষ্টি নেমে এল, খানিকক্ষণ মাথা গোঁজবার জন্যে একটা খোলা নৌকাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গুন্‌গুনিয়ে একটা সুর ভাঁজছিলাম, মন খুশি ছিল বলে নয়, এমনি–সময় কাটাবার জন্যে। ঈশপ্ আমার সঙ্গেই ছিল, বসে বসে শুনছিল। আমিও আমার গুন্‌গুন্ বন্ধ করে শুনতে পেলাম বাইরে গলার আওয়াজ–সামনে কারা জানি আসছে। ভাগ্যের কারসাজি ; মামুলি মোটেই নয়। একটি ছোট দল–দুটি পুরুষ আর একটি মেয়ে। যেখানে বসেছিলাম, হুড়মুড়িয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে আর হাসছে।

–"শিগ্‌গির। যতক্ষণ না ধরে, এখানেই বসে পড়।"

উঠে দাঁড়ালাম।

একজনের শাদা শার্টটার সমুখটা একেবারে ভিজে ফুলে উঠেছে, সেই ভিজা জামাটার সামনে একটা হীরার বোতাম। পায়ে লম্বা ধারালো-মুখ জুতো–তাতে একটু কেমনতর যেন দেখাচ্ছিল। তাকে শুভ দিনের অভিনন্দন জানালাম–সে ম্যাক্, ব্যবসাদার ; রুটির দোকান থেকে ওকে কত দিন দেখেছি ; ও আমাকে কতদিন ওর বাড়িতে যেতে বলেছে, যখন খুশি–আমি যাইনি।

–"আরে, তুমি যে!" আমাকে দেখে ম্যাক্ হেঁকে উঠল। "আমরা কারখানায় যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফিরে আসতে হল। এমন বিশ্রী দিন করেছে যে–কি হে লেফ্‌টেনেন্ট, কবে সিরিল্যাণ্ড-এ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?'

BanglaBook.org

তার সঙ্গী ছোট কালো দাঁড়িওয়ালা মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে–ডাক্তার ; ঐ গির্জার কাছেই থাকে।

মেয়েটি তার ঘোমটা নাক পর্যন্ত অল্প একটুখানি তুললে, ফিস্‌ফিসিয়ে ঈশপের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। তার জ্যাকেটটি দেখলাম, জামার লাইনিং আর বোতামের গর্তগুলি দেখে বোঝা যায় রং-করা এই জ্যাকেটটি। ম্যাক্ তার সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিল ; তার মেয়ে–এড্‌ভার্ডা।

ঘোমটার আড়াল থেকে এড্‌ভার্ডা আমাকে একটি ভাঙ্গা চাউনি উপহার দিল, আবার কুকুরটার সঙ্গে আলাপ শুরু করেছে, ওর কলারের লেখা পড়ছে।

–"ও! তোমাকে ঈশপ্ বলে ডাকে! ডাক্তার ঈশপ্ কে ছিল? আমি তো জানি–অনেক গল্প লিখেছিল। ফ্রিজিয়ান্ ছিল, না? কিছুই মনে নেই।"

খুকি, পাঠশালার মেয়ে! ওর দিকে চাইলাম–দীর্ঘ, বয়স পনেরো-ষোলো হবে, পেলব দুখানি হাত, দস্তানা নেই। হয়ত সেই সন্ধ্যায় ঈশপের অর্থটা ভালো করে জানতে অভিধান খুঁজেছিল। কে জানে!

ম্যাক্ জিজ্ঞেস করলে কি খেলায় মেতে আছি আজকাল? কি কি বেশি শিকার করি? আমার যখনই দরকার তখনই ওর নৌকা পেতে পারি–ওকে আগে একটু জানাতে হবে মাত্র। ডাক্তার কিছুই বলল না। যখন ওরা চলে গেল, দেখলাম ডাক্তারের হাতে একটা লাঠি, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

আগের মতনই ফাঁকা মন নিয়ে পায়চারি করি, উদাসীনভাবে গুন্‌গুনাই। নৌকা-ঘরের এই পরিচয় আমার মনে কোনো পরিবর্তন আনেনি, শুধু মনে পড়ছে ম্যাকের সেই ভিজা শার্টটা, হীরার সেই চাক্‌তিটা–হীরাটাও ভিজা, তেমন চাকচিক্যও আর তাতে নেই।

BanglaBook.org

আমার কুঁড়ের পেছনে একখানি পাথর আছে–একটি ধূসর পাথর। বন্ধুর মতন আমার চোখের পানে তাকায়, –আমি যখন যাই তখন ও যেন আমাকে দেখেছে, এখন ফিরে আসবার সময় ফের দেখছে। ভোরবেলা বেরুবার সময় এই পাথরের পাশ দিয়েই হেঁটে গেছি, একটি বন্ধু যেমন পেছনে ফেলে এলাম ; জানি, আবার যখন ফিরে যাব আমার সেই বন্ধুটিই তেমনি সেখানে প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে। তারপর বনে বনে মৃগয়ায় মাতোয়ারা, –হয়ত শিকার মিলল, হয়ত বা কিছুই না। ঐ দ্বীপগুলির পেছনে সমুদ্র গভীর শান্তিতে সূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে! কতবার পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে উঁচু থেকে ঐ সমুদ্রকে আমি দেখেছি। শান্ত নিশুতি দিনে জাহাজগুলি যে চলে মনে হয় না, তিন দিন ধরে বকের পালকের মতো সাদা একই পাল যেন আমি দেখতে পাই। তারপর হয়ত যদি-বা বাতাস একবার মেতে ওঠে, দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলি মেঘে মেঘে কালো হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঈশান কোণ থেকে ঝড় ক্ষেপলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি আর দেখি। আমার এ চমৎকার খেলা। সমস্ত কিছুই একটি বিস্তীর্ণ কুয়াশায় গা ঢেকেছে। মাটি আর আকাশের মিলন ; রূপকথার রাজপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার চেহারা নিয়ে সাগরের ঢেউ লাফালাফি শুরু করে–বাতাসে সর্বনাশের নিশান ওড়ায়। ঝুলে-পড়া পাহাড়ের কোটরে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাবি–আমার সমস্ত হৃদয় ভরা। ভাবি, এ কি দেখছি আমি এখানে, এই সমুদ্র আমার সম্মুখে তার অতল রহস্যের ভাণ্ডার উন্মোচন করেই বা দেখাবে কেন? হয়ত আমি মাটির মস্তিষ্কের যন্ত্র-চালনাই দেখছি–টগ্‌বগিয়ে ফুটছে আর ফেনায় ফেনায় শিউরে উঠছে। কে জানে! ঈশপ্ ভারি চঞ্চল হয়ে ওঠে ; বেচারা তার পা দুটো কষ্টে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নাক সিঁটকে খালি হাঁচে। তারপর আমাকে কিছু জানতে না দিয়েই কখন যে আমার পায়ের তলায় শুয়ে আমারই মতন সমুদ্রের পানে অনিমেষে চেয়ে থাকে, কিছুই জানিনে। আর একটিও রা নেই, কোথা থেকেও মানুষের একটি আওয়াজ শোনা যায় না, খালি দুরন্ত বাতাসের গোঙানি আমার মাথার চারদিক দিয়ে ডুকরে চলেছে। দূরে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায় ; সমুদ্র রাগে যখন ওদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মনে হয় জলের দানব ভিজা বাতাসে উঠে এসে গর্জন করছে। ওর জটায় শ্মশ্রুতে সমস্ত দিক অন্ধকার কালো হয়ে গেল বলে। আবার ও ঢেউয়ের মাঝে এসে ডুব দেয়। সেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কয়লার মতো কালো একটি জাহাজ পথ বেয়ে...

BanglaBook.org

বিকেলবেলা জাহাজঘাটে যখন পৌঁছলাম, কয়লা-কালো জাহাজটা এসে পারে ভিড়েছে। –চিঠির জাহাজ। এই দুষ্প্রাপ্য অতিথিটিকে সম্বর্ধনা করবার জন্য ঘাটে লোক জমেছে বিস্তর। লক্ষ্য করলাম সবারই চোখ নীল, –থাক্‌গে অন্য সব পার্থক্য, নীল তাদের চোখ! একটি মেয়ে মাথায় সাদা পশমের রুমাল বেঁধে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, কালো নিবিড় চুলের গুচ্ছ, তার পাশে সাদা রুমালটিকে ভারি সুন্দর অদ্ভুত মানিয়েছিল কিন্তু। মেয়েটি আমার পানে আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছে, –আমার এই পোশাক, এই বন্দুকটা। তার সঙ্গে যেই কথা কইলাম, একটু থতমত হয়ে মাথাটি সরিয়ে নিলে। বললাম–"তুমি সব সময়েই এমনি সাদা রুমাল পরো, কেমন? তোমাকে সুন্দর মানায়।"

আইস্‌ল্যাণ্ড-এর ফতুয়া-পরা একটা মোটা লোক ওর কাছে এসে ওকে এভা বলে ডাকল। তবে তারই মেয়ে ও নিশ্চয়। আমি এই মোটা লোকটাকে চিনি, পাড়ার কামার। এই কদিন আগেই তো আমার বন্দুকটা মেরামত করে দিয়েছে।

বাতাস বৃষ্টি তাদের কাজ করে দিয়ে গেল, সমস্ত বরফ গলে গেছে। কদিন ধরেই একটা নিরানন্দ গুমোট পৃথিবীর বুক চেপে বসে ছিল, পচা ডালপাতাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল, কাকেরা দল বেঁধে নালিশ করছিল। কিন্তু বেশি দিন নয়। সূর্য কাছেই ছিল, –একদিন বনের পেছন থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল। যখনি সূর্য উঠে আসে, আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি মধুর আনন্দের শিহরণ অনুভব করি, নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় কাঁধের ওপর বন্দুকটা তুলে নিই... আমার বন্দুক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এ দিনগুলিতে আমার শিকারের কমতি হয়নি, যা চাই তাই মারি ; খরগোস, বনমোরগ, পাহাড়ে-পাখী। আর কোনো দিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়লে যদি সাগর-পাখী নজরে পড়ে তাকেও গুলি করতে ছাড়ি না। ভারি সুন্দর যাচ্ছে এ সময় ; দিনগুলি ক্রমেই বড় হয়, বাতাস আরো স্বচ্ছ হয়ে আসে। জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন দুয়েকের জন্য পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠি, ল্যাপ্‌দের দেখা পাই, ওরা আমাকে মাখন খেতে দেয়, –চমৎকার মাখন, ঠিক শাকের মতো স্বাদ। সেই পথ দিয়ে কতবার হেঁটে গেছি। তারপর ফের বাড়ি ফিরে কোনো পাখী মেরে ঝোলাটার মধ্যে পুরে রেখেছি। ঈশপ্‌কে সামনে নিয়ে আমি বসে পড়ি। আমার কত মাইল নীচে সমুদ্র পড়ে আছে, পাহাড়ের গা-গুলি ভিজা, জলের ছোঁয়া লেগে লেগে কালো হয়ে এসেছে, একটি অনবিচ্ছিন্ন মধুর কলরব উঠছে। আমার এই চেয়ে-থাকার সময়টি কত সংক্ষেপ করে দিয়েছে এই পাহাড়ের নীচেকার জলধারার অস্ফুট কলতান! এখানে আমি বসে বসে ভাবি, এই অশ্রান্ত মধুর গানটি নিজের খেয়ালেই বেজে চলেছে ; কেউ ত শোনে না, কেউ ভাবেও না এর কথা, তবু নিজের মনে গান গেয়ে যাচ্ছে সব সময়! বেশ অনুভব করি, যখন আমি এই মৃদুল গানটি শুনি তখন এই পাহাড়গুলি আর নির্জন নেই, ভরে উঠেছে। আবার আচমকা কিছু ঘটে ওঠে। বজ্রের করতালি শুনে পৃথিবীর বুকে চমক লাগে, পাহাড়গুলি সমুদ্রের বুকের মধ্যে পিছলে পিছলে ডুব দেয়, ধোঁয়াটে ধূলোয় দিগ-দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঈশপ্‌ বাতাসে নাক বাড়িয়ে হাঁচে।

এক ঘণ্টা কেটে যায় হয়ত–হয়ত তারও বেশি, –সময়ের বুঝি পাখা আছে! ঈশপ্‌কে ছেড়ে দিই, ঝোলাটা কাঁধে তুলে বাড়ির দিকে পা ফেলি। দেরি হয়ে যায়। নীচে বনের কাছে এসে আমার পুরানো অতি পরিচিত পথ ধরি, ফিতের মতো সরু আঁকা-বাঁকা পথ। আর প্রত্যেকটি বাঁক আর মোড় ঘুরে চলি সময় কাটাবার জন্যে–কোন তাড়াতাড়ি তো নেই, কেউই তো নেই অপেক্ষা করে বাড়িতে। শাসনকর্তার মতো স্বাধীন, ইচ্ছা-মতো এই প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ বনে বনে আমি ঘুরে বেড়াই, –আমার যেমন খুশি। সমস্ত পাখীর কণ্ঠে গান থেমে গেছে, অনেক দূর থেকে শুধু একটা বুনো মোরগ ডেকে উঠছিল–ও সব সময়েই খালি ডাকে।

বন থেকে বেরিয়ে এসেই সামনে দুটি চেহারা দেখলাম, দুটি লোক হাঁটছে। দেখেই চিনলাম। একজন জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা–তাকে অভিনন্দন জানালাম–সঙ্গে তার ডাক্তার। তাদের আমাকে বন্দুকটা দেখাতে হ'ল, আমার ঝোলা আর কম্পাসটাও নেড়ে চেড়ে দেখলে। আমার কুঁড়ে ঘরে তাদের আমন্ত্রণ করলাম, তারা একদিন আসবে বললে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে গিয়ে উনুন জ্বালালাম, একটা পাখী সিদ্ধ করে খেলাম। কালকে আবার আর একটি দিন আসবে। ...

সমস্ত দিক নিঝুম নীরব হয়ে আসে। জানলা দিয়ে চেয়ে সেই সন্ধ্যায় চুপ করে পড়ে থাকি। বন আর মাঠের ওপর সে সন্ধ্যায় যেন পরীস্থানের আলো ঝিলমিল করে, সূর্য ডগডগে লাল আলোয় আকাশ রাঙিয়ে ডুবে গেছে। সমস্ত আকাশ ভারি স্বচ্ছ নির্মেঘ ; সমুদ্রের পানে তাকাই, মনে হয় যেন সৃষ্টির গভীরতম রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি ; আমার প্রাণে দ্রুত স্পন্দন উঠছে, ভারি আরাম অনুভব করছি কিন্তু। ঈশ্বর জানেন, আপন মনে ভাবি, ঈশ্বর জানেন, কেন আজকের এই আকাশ সোনালি আর বেগুনি রঙে রঙিয়ে উঠেছে, ঈশ্বর জানেন, পৃথিবীতে কোনো উৎসব আজ জমে উঠল কি না, তারায় তারায় কোনো আনন্দের মূর্চ্ছনা বাজল কি না, কোনো নদীতে নৌকা নাচল কিনা, ঈশ্বর জানেন। ... চোখ বুজি, নৌকা চালাই, আর চিন্তার পর চিন্তা মনের গাঙে ভেসে বেড়াতে থাকে।

আরো কত দিন চলে যায়।

বেড়াই, দেখি বরফ কেমন করে জল হয়ে গলে পড়ে। কত দিন–ঘরে যখন খাবার থাকে–একটা গুলিও ছুঁড়িনি। শুধু অগাধ মুক্তির উল্লাসে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর সময় চলে গেছে। যে দিকেই তাকাই, সবখানেই কিছু না কিছু দেখবার ও শোনবার পাই, রোজই প্রত্যেক জিনিস একটু না একটু বদলে যাচ্ছে। ওসিয়ার আর জুনিপার-এর ঝোপ বসন্তের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। একদিন কারখানায় গিয়েছিলাম ; তখনো বরফে সব ঢাকা–তবুও তার চারপাশের জমি বছরের পর বছর মানুষের পায়ের ভারে ক্লেশ পাচ্ছে ; বোঝা যায়, কত লোকের পর লোক তাদের কাঁধে শস্যের বোঝা নিয়ে এই পথ দিয়ে এসেছে ঐ কারখানায় গুঁড়ো করবার জন্যে। ওখানে যাওয়া মানে মানুষের দলের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে হাঁটা ; শুনেছি, ওখানকার দেয়ালে নাকি অনেক কথা আর তারিখ খোদা আছে।

বেশ, বেশ...

BanglaBook.org

আরো লিখব? না, না। শুধু নিজেকে একটুখানি আনন্দ দিতে ; আর দু'বছর আগে আমার বসন্ত কী রূপ নিয়ে এসেছিল, কি রকম দেখিয়েছিল সমস্ত সৃষ্টির চাউনি–তা লিখতে লিখতে আমার সময় বেশ সুখে কেটে যায়। মাটি আর সমুদ্র সুগন্ধের নিশ্বাস ফেলছে, বনের মরা পাতা থেকে একটা পচা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। টুনটুনিরা নীড় বাঁধবার জন্যে ঠোঁটে করে খড়কুটো নিয়ে ফুরফুরিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আরো দুদিন কাটল, ঝর্ণাগুলি ভরে ভরে ফেনিল হয়ে উঠেছে, দু'একটা প্রজাপতি দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে, জেলেরা ইস্টিশান থেকে বাড়ি ফিরে চলেছে। সওদাগরের নৌকা দুটো মাছে বোঝাই হয়ে শুকনো ডাঙায় এসে ভিড়ল ; যেখানে মাছগুলো শুকোতে দেওয়া হবে তাকে ঘিরে প্রকাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল হঠাৎ। আমার জানলা দিয়ে আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

কোনো কোলাহলই এই কুঁড়ের কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে না কিন্তু। আমি একা, এই একলাই আমাকে থাকতে হ'ল। মাঝে মাঝে কেউ সমুখ দিয়ে চলে যায়। এভাকে দেখলাম, সেই কামারের মেয়ে ; দেখলাম তার নাকে দুটি ব্রণ উঠেছে।

জিগ্‌গেস করলাম, –"কোথায় যাচ্ছ?"

"জ্বালানি-কাঠের খোঁজে।" ও মৃদুস্বরে বললে। কাঠ বেঁধে নেবার জন্যে হাতে ওর একটা দড়ি, মাথায় সাদা একটি রুমাল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলাম, কিন্তু ও ফিরে চাইল না।

তারপর অনেকদিন আর কাউকে আমি দেখিনি!

বসন্ত ডাকছে, সমস্ত বন কান পেতে সেই ডাক শুনছে। ভারি সুখ হয় যখন দেখি পাখীরা গাছেরা আগ্‌ডালে বসে রৌদ্রের দিকে চেয়ে গান করছে। কোনো কোনোদিন আমি রাত দুটোতেই জেগে উঠি, ভোরবেলা পশু-পাখীরা যে নির্মল আনন্দটি অনুভব করে তারই স্বাদ পাবার জন্যে।

বসন্ত হয়ত আমারও মনের দুয়ারে এসেছে, বারে বারে আমার রক্ত বার দুটি পা ফেলার তালের মতো দুলে দুলে উঠছে। আমি আমার কুটিরেই বসে থাকি, ছিপ সূতো বঁড়শিগুলি নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে দেখব ভাবি, কিন্তু কাজ করবার জন্য একটি আঙুলও নাড়তে ইচ্ছা করে না, –একটি রহস্যময় আনন্দদায়ক চাঞ্চল্য আমার মনের আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হঠাৎ ঈশপ্‌টা লাফিয়ে উঠে গা মুড়ি দিয়ে একটুখানি ঘেউ করলে। কেউ কুঁড়ের দিকে এগিয়ে আসছে বুঝি। তাড়াতাড়ি টুপিটা টেনে ফেলে দিলাম, দোরের কাছে

BanglaBook.org

জোমফ্রু এড্‌ভার্ডার গলা শোনা যাচ্ছে। কোনো শিষ্টাচারের দাবী না করে ও আর ডাক্তার ওদের কথা মতো করুণায় আমার বাড়ি বেড়াতে এসেছে।

"হ্যাঁ" –আমি ওকে বলতে শুনলাম–"বাড়িতেই আছে সে।"

এই বলে ও এগিয়ে এসে আমার হাতে ওর হাতখানি শিশুর অপার সরলতায় তুলে দিল। বললে–"আমরা কালকেও এসেছিলাম, কিন্তু তুমি বাড়ি ছিলে না তখন।" আমার কাঠের তক্তপোষের ওপর ছেঁড়া ময়লা কম্বলটার ওপর বসে ও কুঁড়ের চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল, ডাক্তার লম্বা বেঞ্চিটার ওপর আমার পাশেই বসল। আমরা কথা কইতে শুরু করলাম। খুব আরামের সঙ্গে গালগল্প চলতে লাগল। কত কথা শোনালাম ওদের–এই বনে কত রকম জানোয়ার আছে, এই শীতে আমি কি কি জোগাড় করতে পারিনি। খালি বনমোরগই মিলল।

ডাক্তার বেশি কিছুই বললে না, শুধু আমার বন্দুকের ওপর প্যান্‌-এর একটি ছোট্ট ছবি আঁকা দেখে তার পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যাখ্যা শুরু করল।

এড্‌ভার্ডা আচম্‌কা জিজ্ঞেস করলে–"কিন্তু যখন কোনো শিকার জোটে না, কি করে চালাও?"

"মাছ। মাছই বেশি। সবসময়ই কিছু না কিছু খাবার জুটে যায়।"

"কিন্তু খাওয়ার জন্য আমাদের ওখানেও তো যেতে পার। এইখানে এই কুঁড়েতেই গেল-বছর এক ইংরেজ ভাড়াটে ছিল, সে প্রায়ই আমাদের ওখানে খেতে যেত।"

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল, আমিও তাকালাম ওর দিকে। মনে হল একটি মধুর অভিনন্দনের ইঙ্গিত যেন আমার হৃদয় স্পর্শ করছে। এই-ই যেন বসন্তের নির্মল উজ্জ্বল প্রভাত! কি সুন্দর ওর ভুরু দুটির ভঙ্গিমা!

আমার এই ঘর সাজানো সম্বন্ধে কিছু বললে ও। দেখালে, পাখীর ডানা আর নানান রকম চামড়া টাঙিয়েছি, ভেতর থেকে এই ঘরটাকে একটা নোংরা গুহার মতোই দেখায়। ওর কিন্তু ভারি পছন্দ হয়েছে। বললে–"হ্যাঁ, গুহাই বটে।"

এই অভ্যাগতদের দেবার মতো আমার কিছুই তো নেই। ভাবলাম, আমোদ করে একটা পাখী ওদের সিদ্ধ করে দিই, আঙুল দিয়ে শিকারীদের মতো ওরা খাক। আমোদ পাবে।

পাখী একটা রাঁধলাম।

এড্‌ভার্ডা সেই ইংরেজদের কথা বলতে লাগল, –বুড়ো, সঙ্কীর্ণচিত্ত, আপন মনে বিড়বিড় করে বকে। সে ছিল রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌, যখন যেখানে যেত লাল কালো আখরভরা একটা শোলোকের পুঁথি পকেটে নিয়ে।

ডাক্তার বললে– "সে তাহলে আইরিশ ছিল বল?"

"আইরিশ?"

"হ্যাঁ। কেননা সে যে রোমান্‌ ক্যাথলিক।"

এড্‌ভার্ডার মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল, থতমত খেয়ে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলে।

BanglaBook.org

"হয়ত আইরিশ-ই হবে।"

তারপর ও কিন্তু ওর প্রফুল্লতাটি হারিয়ে ফেললে। ওর জন্য আমার বড় দুঃখ হল। ব্যাপারটাকে সোজা করে দেবার জন্য বললাম–"না, তুমিই ঠিক বলেছ। ইংরেজ-ই ছিল সে। আইরিশরা নরওয়েতে বেড়াতে আসে না।"

একদিন নৌকায় করে মাছ শুকোবার ক্ষেতগুলি সবাই দেখে আসব ঠিক হল... যাবার পথে ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে মাছ ধরবার যন্ত্রগুলো নিয়ে বসলাম। দরজার ধারে পেরেকে আমার ঝাঁকি-জালটা ঝুলছে, মরচেতে অনেক জায়গার গেরোগুলি ছিঁড়ে গেছে। সূঁচ বার করে মেরামত করতে বসলাম, অন্য জালগুলির পানে তাকাতে লাগলাম। আজকে কাজ করা কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী শক্ত লাগছে। এই কাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই–এমনি নানান আজগুবি চিন্তা মনে খালি ভিড় করে আসছে যাচ্ছে ; মনে হচ্ছে, জোমফ্রু এড্‌ভার্ডাকে বেঞ্চিতে জায়গা না দিয়ে সমস্তক্ষণ বিছানায় বসিয়ে রেখে অন্যায় করেছি। ওকে হঠাৎ ফের দেখে ফেললাম–সেই রক্তাভ মুখখানি, সেই গলা, কোমর সরু করবার জন্য ও ঘাঘরাটি সামনের দিকে খানিকটা নীচু করে দিয়েছে ; ওর বুড়ো আঙুলটিতে খুকির সারল্যের স্নিগ্ধতা যেন আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে। ওর আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চামড়ার ছোট ছোট কুঁচকানিগুলি যেন করুণায় ভরা! ওর মুখখানি ডাগর একটা গোলাপের মতো, লাবণ্যময়।

উঠে দরজা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, শোনবার কিছুই ছিল না হয়ত। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। ঈশপ্ ওর বিশ্রামস্থান থেকে উঠে এল, বুঝল–আমি কিছুর জন্য ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

হঠাৎ মনে হল, ছুটে গিয়ে জোমফ্রু এড্‌ভার্ডার পিছু ধরে ওর কাছ থেকে কিছু রেশমের সূতো চাই গে, আমার ছেঁড়া জাল সেলাই করবার জন্যে! তাতে কোনই তো ফাঁকি বা ছল থাকবে না, আমি এই জালটা নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাব, মরচেতে একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার মাছ-ধরার মশলা রাখার বাক্সের মধ্যেই রেশমের সূতো আছে, –যা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি। ধীরে ধীরে ফিরে এলাম। নিজের কাছেই রেশম-সূতো আছে বলে মনটা ভারি দমে গেল।

ঘরে যখন ফিরে এলাম, কিসের একটি নিশ্বাস আমাকে স্পর্শ করল। মনে হল, এখানে আর আমি একলা নই।

BanglaBook.org

গুলি ছোঁড়া ছেড়ে দিয়েছি কি না একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলে। দুদিন মাছ ধরতে বেরোলেও, পাহাড়ে পাহাড়ে আমার গুলি ছোঁড়ার সাড়া তার কানে পৌঁছোয়নি। গুলি আর ছুঁড়িনি বটে। যতদিন খাবার ছিল ঘরেই বসেছিলাম।

তৃতীয় দিনে বন্দুক কাঁধে নিয়ে বেরুলাম। অরণ্যানী সবুজ হয়ে আসছে, মাটি আর গাছের গন্ধ পাচ্ছি, স্যাঁৎসেঁতে শ্যাওলার আবরণ ফুঁড়ে তরুণ তৃণ মাথা তুলেছে। মনটা খুব ভারী, খালি বসে থাকতে ইচ্ছা করে।

কাল সেই জেলেটার সঙ্গে দেখা হওয়া ছাড়া এ তিনদিন একটি মুখও দেখিনি। ভাবি, যেখানে, বনের যে-ধারটায় আগে একদিন জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা আর ডাক্তারকে দেখেছিলাম, আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরবার মুখে সেইখানেই কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে হয়ত। হয়ত ওরা সেই পথ ধরেই আবার বেড়াতে বেরিয়েছে, হয়ত–হয়ত বা নয়। আর সব ছেড়ে ওদের দু'জনের কথাই বা কেন ভাবি? দুটো পাখী মেরে তখুনি রেঁধে ফেললাম। কুকুরটা বেঁধে রাখলাম তারপর।

শুকনো মাটিতে শুয়ে শুয়ে খাই। পৃথিবীকে কে ঘুম পাড়িয়েছে। খালি খোলা হাওয়ার মৃদুল একটি নিশ্বাস আর এখানে সেখানে পাখীদের গুঞ্জন। শুয়ে শুয়ে দেখি, হাওয়ায় গাছের ডালপালাগুলি আস্তে আস্তে দুলছে ; দুষ্টু হাওয়া শাখায় শাখায় পরাগ চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে আর যত সরল কিশোরী-কুসুমের মর্মকোষ পরিপূর্ণ করছে। সমস্ত বন আনন্দে ভরে গেছে।

গাছের ডালে শুঁয়োপোকা নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে–অবিশ্রান্ত ওর চলা, বিরাম নেই ওর। কিছুই যেন দেখে না, ওপরে মাথা তুলে কি যেন ধরতে চায়, মাঝে মাঝে মনে হয় একটা নীল সূতোর গুটি দিয়ে ডালটার বরাবর কে তুর্কি-সেলাই করছে। হয়ত সন্ধ্যাশেষে ও ওর চলার শেষ পাবে।

সুষুপ্ত! উঠি, চলি, ফের বলি, ফের উঠে পড়ি। প্রায় চারটে হ'ল। ছ'টার সময় বাড়ি গেলেই চলবে, দেখি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কি না। আরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এমনিই অস্থির হয়ে উঠেছি, –জুতোর থেকে ধূলো ঝাড়ি। জামার থেকে খড়কুটোগুলো। যেসব জায়গা দিয়ে হাঁটি, সবার সঙ্গেই আমার চেনা আছে। গাছ আর পাথরগুলি তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, পায়ের নীচে পাতাগুলি খস্‌খস্ ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে। এই একঘেয়ে নিশ্বাসের ওঠা-পড়া, এইসব পরিচিত গাছপালা পাথর আমার কাছে অনেকখানি। আমার সমস্ত অন্তরে অব্যক্ত ধন্যবাদ পুঞ্জিত হয়ে উঠে–সবাই আমার প্রতি প্রসন্ন, সব যেন আমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে–সব কিছুকেই ভালোবাসি আমি।

BanglaBook.org

একটা ছোট মরা ডাল কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বসে বসে ওর দিকে চেয়ে থাকি, আর নিজের কথা ভাবি। ডালটা প্রায় পচে এসেছে, ওর জীর্ণ বাকল আমাকে স্পর্শ করছে, সমস্ত হৃদয় করুণায় ভরে উঠেছে। ফের যখন উঠে পড়ি, ডালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলি না, ধীরে ধীরে শুইয়ে রাখি, আর ওকে ভালোবাসি–এমন চোখে ওর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একেবারে চলে যাবার আগে আর একবার ওর দিকে ভিজা চোখে তাকাই–হয়ত ওখানে ও একলা পড়ে থাকবে।

পাঁচটা। রোদ আজ আর আমাকে সময় ঠিক করে বলে দিতে পারছে না। সমস্ত দিনই তো পশ্চিমমুখে হাঁটছি। কুটিরের কাছে রৌদ্রের যে-চিহ্নটি আমার চেনা, সে-চিহ্নটি পড়বার আধ ঘণ্টা আগেই এসে পড়ি যেন। জানি, তবু মনে হয়, ছ'টা বাজতে আরো এক ঘণ্টা বাকি। তাই ফের উঠে পড়ি, একটু হাঁটি। পায়ের তলে, পাতাগুলি তেমনি কথা কয়ে ওঠে। এমনি করে এক ঘণ্টা কাটে।

ছোট ঝর্ণাটির পানে তাকাই–আর সেই কারখানাটার দিকে। সারা শীত বরফেই ঢাকা ছিল ওটা। কারখানা চলছে, ওর গোলমাল আমাকে নাড়া দিল, তক্ষুণিই থামলাম।

"অনেকক্ষণ বাইরে আছি।" জোরে বলি। সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যথার শিখা যেন ধেয়ে চলে, তক্ষুণি ফিরি, ঘরমুখো পাড়ি দিই। অনেকক্ষণ বাইরে কাটালাম–এই কেবল মনের মধ্যে গুমরে ওঠে। জোরে চলি, তারপর দৌড়ুই। কি যেন কি একটা কিছু হয়েছে, ঈশপ্ বোঝে, দড়িটা টানে–আমাকে টেনে নিয়ে চলে, মাটি শোঁকে আর সন্দেহে নিশ্বাস ফেলে–চঞ্চল হয়ে উঠেছে যেন। শুক্‌নো পাতা চারিদিকে মর্মরিত হচ্ছে। যখন বনের ধারে এলাম, কেউই নেই সেখানে, না–না, সব নিঝুম, সেখানে কেউ নেই।

"এখানে কেউই নেই।" নিজেকে বলি। আশা মিটল না বলে খুব খারাপ লাগে না কিন্তু।

বেশিক্ষণ দেরি করলাম না, চললাম, কুটির পেরিয়ে গেলাম–একেবারে সিরিল্যাণ্ড-এ। সঙ্গে ঈশপ্, আমার ব্যাগ আর বন্দুক–যা কিছু আমার সম্পত্তি।

ম্যাক্ আন্তরিক বন্ধুতায় আমাকে আপ্যায়িত করলে। খাবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললে।

আমার চার পাশের লোকদের মন হয়ত পাঠ করতে পারি একটু একটু–এমনি মনে হয়–কিন্তু মোটেই হয়ত তা নয়। যখন আমার দিন ও মন ভালো থাকে, মনে হয় অনেক দূর পর্যন্ত যেন ওদের প্রাণের তল খুঁজে পাই–আমি নাই-বা হলাম বিদ্বান নাই-বা চতুর! একটি ঘরে সবাই বসি–কয়েকজন পুরুষ, কয়েকটি মেয়ে আর আমি, ওদের মনের মধ্যে কি হচ্ছে, ওরা আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে সব যেন দেখতে পাই, বুঝি। ওদের চোখের দীপ্তির দ্রুত অল্প একটু পরিবর্তনের মধ্যে কি যেন আছে ; মাঝে মাঝে রক্তের ছোপে ওদের গাল রঙিন হয়ে ওঠে, কখনো কখনো বা অন্যদিকে চাইবার ভান করে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখে। বসে বসে এইসব লক্ষ্য করি।

BanglaBook.org

কেউ কিন্তু স্বপ্নেও ভাবে না, আমি ওদের সমস্ত হৃদয় আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে ফিরছি–সব দেখে ফেলেছি। অনেকদিন পর্যন্ত তাই মনে হত–যার সঙ্গে দেখা তারই অন্তরখানি আমার চোখের কাছে খোলা রয়েছে। কিন্তু হয়ত তা নয়, নয়। ...

সমস্ত সন্ধ্যাটা ম্যাক্-এর বাড়িতেই কাটালাম। তক্ষুণি চলে যেতে পারতাম, ওখানে বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভালো লাগছিল না বটে–কিন্তু আমার সমস্ত মন এদিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলেই কি এখানে আসিনি? এখুনিই চলে যাই কি করে? হুইষ্ট্ খেললাম আমরা, খাওয়ার পর তাড়ি খেলাম। ঘরের খানিকটা আমার পেছনে, মাথা সমুখের দিকে নোয়ানো–আমার পেছনে এড্ভার্ডা যাওয়া-আসা করছিল। ডাক্তার বাড়ি চলে গেছে। ম্যাক্ তার নতুন বাতিগুলির ঢং আমাকে দেখাতে লাগল–উত্তর-জেলায় এই প্রথম মোমবাতির লণ্ঠন। চমৎকার ওগুলো, তলায় ভারী সিসের পা। ম্যাক্ রোজ সন্ধ্যায় নিজেই ওগুলো জ্বালায়, পাছে দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা হয়। সে দু'একবার তার ঠাকুরদা কন্সাল-এর গল্প করলে।

আঙুল দিয়ে ওর জামার হীরেটা দেখিয়ে বললে–"এই ব্রুচটা কার্ল জোহান্ নিজের হাতে আমার ঠাকুরদা কন্সাল ম্যাক্কে দিয়েছিলেন।"

ওর স্ত্রী মরে গেছে, একটা ঘরে তার চিত্রিত ফটোটা দেখালো। মেয়েটিকে দেখতে খুব সম্ভ্রান্ত, মাথায় লেস-ওয়ালা টুপি, মুখের হাসিটি ভারি অকুণ্ঠ। সেই ঘরের একটা বইয়ের তাকে কতকগুলি পুরানো ফরাসী বই, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি হয়ত। সোনালিতে মোরা অনেক মালিকই গায়ে গায়ে তাঁদের নাম খুদেছেন। কতগুলি শিক্ষাসম্বন্ধীয় বইও দেখা গেল–ম্যাক্-এর বিদ্যাবুদ্ধি বলে কিছু আছে তাহলে।

গুদাম-ঘর থেকে ওর দুই সহকারীকে ডাকা হল হুইষ্ট্-এর খেড়ু হতে। ওরা ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে খেলে, ভয়ে ভয়ে হিসাব রাখে, গোনে অথচ ভুল করে। একজনকে এড্ভার্ডা নিজের হাতে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

আমি গ্লাশটা উল্টে দিলাম, দাঁড়িয়ে পড়লাম লজ্জায়।

"ঐ যা–গ্লাশটা উল্টে গেল।" বললাম।

এড্ভার্ডা খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে–"যাক গে, তাতে আর কী।"

সবাই হেসে আমাকে আশ্বস্ত করলে যে ওতে কিছুই হয়নি। গা-টা মুছে ফেলবার জন্য একটা তোয়ালে দিলে ; ফের খেলা চলল। এগারোটা বেজে গেল দেখতে দেখতে।

এড্ভার্ডার হাসিতে মনে অস্পষ্ট একটা ব্যথা বোধ হচ্ছিল। ওর মুখের দিকে চাইলাম, ওর মুখ যেন আর তত সুন্দর নয়, যেন নেহাৎ বাজে হয়ে গেছে। সহকারীদের ঘুমুতে যাবার সময় হয়েছে বলে ম্যাক্ খেলা ভেঙে দিলে। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে বসে আমার সঙ্গে পরামর্শ শুরু করলে–বাড়ির সমুখে কি রকম সাইন-বোর্ড দেওয়া যায়। আমার মতে কি রঙ সব চেয়ে ভালো মানাবে?

ভালো লাগছিল না এ-সব, কিছু না ভেবেই বললাম–"কালো।"

BanglaBook.org

ম্যাক্ তক্ষুণিই তাতে রাজি হল। বললে–"কালো? হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। ঘন কালো হরপে 'নুন আর পিপে'–চমৎকার দেখাবে। ... এড্ভার্ডা, তোমার ঘুমুতে যাবার সময় হয়নি?"

এড্ভার্ডা উঠে আমাদের হাত নেড়ে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমরা বসেই রইলাম। গেল বছরে যে রেল-লাইন খোলা হয়েছে তারই গল্প শুরু হ'ল–প্রথম টেলিগ্রাফ-লাইনের গল্প।

"যখন এখানে টেলিগ্রাফ আসবে, সে ভয়ানক আশ্চর্য কাণ্ড হবে কিন্তু।"

চুপচাপ।

"এইরকমই হয়।" ম্যাক্ বললে–"সময় ভেসে চলেছে। আজ আমার ছেচল্লিশ বছর বয়সে চুল দাড়ি পেকে উঠেছে। তুমি আমাকে দিনের বেলায় দেখলে যুবক বলেই ভাববে নিশ্চয়, কিন্তু সন্ধ্যাকালে একলা বসে আমি আমার যৌবনকে বেশি করে অনুভব করি। একা বসে বসে 'পেশান্স্' খেলি। চারদিকে একটুখানি অগোছাল করে রাখলেই বেশ বোঝা যায়। হা হা!"

"অগোছাল করে রাখলে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ।"

মনে হল ওর চোখে যেন পড়তে পারি...

জায়গা ছেড়ে উঠে ও জানলার কাছে গিয়ে বাইরের পানে তাকাল। একটুখানি নীচু হল, ওর লোমশ ঘাড়টা দেখলাম। আমিও উঠলাম। চারিদিকে চেয়ে ও ওর লম্বা ধারালো-মুখ জুতো বাড়িয়ে আমার কাছে হেঁটে এল, ওয়েস্টকোটের পকেটে দুটো বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে বাহু দুটো একটু দোলালে, যেন ও দুটো ওর পাখা, –তারপর হাসল। দরকার হলে ওর নৌকা নেবার কথা ফের বললে। পরে হাত বাড়িয়ে দিলে।

"দাঁড়াও একটু, আমিও যাব।" বলে বাতিগুলি নিবিয়ে দিলে। "হ্যাঁ, একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে ; এখনো রাত তো বেশি হয়নি।"

আমরা বেরুলাম।

কামারের বাড়ির ধারের রাস্তা দেখিয়ে ও বললে–"এই পথে–সোজা হবে।"

"না–ঐ ঘাটের রাস্তা ঘুরেই সোজা হবে।"

এই নিয়ে একটু তর্ক হ'ল, কেউ কারু কথায় রাজি হই না। জানতাম, আমারটাই সোজা, তবুও ও কেন যে বারে বারে ঐ রাস্তার পক্ষ নিচ্ছে বোঝা কঠিন। ও বললে, যে যার রাস্তায় যাক, যে আগে যাবে সে কুঁড়েতে অপরের জন্য অপেক্ষা করবে।

দুজনে রওনা হলাম। ও দেখতে না দেখতেই বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। যেমন হাঁটি তেমনি হাঁটছিলাম। মনে হ'ল নিশ্চয়ই পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে পৌছুব। কুঁড়েয় গিয়ে দেখি ও আগেই এসেছে কিন্তু। আমাকে দেখেই হেঁকে উঠল–"কি বলেছিলাম হে? আমি বরাবর এ পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করি–এই সব চেয়ে সোজা।"

BanglaBook.org

বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম। ও শ্রান্ত হয়নি, দৌড়ে এসেছে এমনিও মনে হয় না কিন্তু। বেশিক্ষণ দাঁড়াল না, বন্ধুর মতো শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল সেই পথ দিয়েই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এ ভারি অদ্ভুত তো! দূরত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা ছিল বলেই তো জানতাম–দু'পথ দিয়েই তো বহুবার যাতায়াত করেছি। তবে? তুমি ফের ভাল মানুষ সেজে এমনি করে দুষ্টুমি করছ, ম্যাক্! সমস্ত জিনিসই কি ফাঁকি?

বনের মধ্যে মিলিয়ে যেতে-না-যেতে ওর পিঠটা আবার দেখলাম।

ওর পেছনে পেছনে চলেছি তাড়াতাড়ি, কিন্তু অতি সন্তর্পণে। সমস্ত রাস্তা ও ওর মুখ মুছছে ; দৌড়ে আসেনি–এ কথা আর বিশ্বাস করব না! আবার খুব আস্তে আস্তে চলি, আর সতর্ক হয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করি। কামারের বাড়ির কাছে ও থামল। লুকিয়ে পড়লাম, –দরজা খুলে গেল ; ম্যাক্ বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

সমুদ্র আর ঘাসের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি রাত একটা হয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নিশ্চিন্তে আরো ক'টা দিন কাটল, অরণ্য আর এই অসীম নির্জনতাই আমার বন্ধু। একাকী থাকা কাকে বলে আগে জানিনি। এখন ভরা বসন্তের দিন, নানান গুল্মের জন্মোৎসর, কলকণ্ঠে পাখীর দল বেরিয়ে এসেছে, –সব পাখীকেই চিনি। নির্জনতা ভাঙবার জন্য মাঝে মাঝে পকেট থেকে দুটো মুদ্রা বার করে বাজাই। ভাবি, যদি ডাইডেরিক্ আর ইসেলিন্ এসে দাঁড়ায় চোখের কাছে।

রাত ফের ছেয়ে আসে, সূর্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হয়ে ওঠে, যেন জল খেতে ডুব দিয়েছিল। এ রাতগুলি ভরে যা-তা সব ভাবছি, কেউ বিশ্বাস করবে না। প্যান্ কি তরুশাখায় বসে আমাকে লক্ষ্য করছে–কি করি আমি? ওর উদর বুঝি উন্মুক্ত, নীচু হয়ে বসে নিজের উদর থেকেই বুঝি পান করছে ও? তবু ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখছে, সারা গাছ ওর নিঃশব্দ হাসির আলোড়নে কাঁপছে–আমার মায়াবী চিন্তাস্রোত দেখে।

বনের সবখানে মর্মরধ্বনি জেগেছে, পশুগুলি জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। পাখীরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে, ওদের ইশারায় বাতাস যেন ভরে গেল। মে-বাগ্ পাখীর বিদায় নেবার তারিখ এল, ওর অস্পষ্ট গুঞ্জন রাতের পোকার গুন্‌গুনানির সঙ্গে মিশে গেছে–যেন বনের আনাচে-কানাচে ফিস্‌ফিসিয়ে আলাপ চলেছে কাদের। এত শোনবার রয়েছে এখানে। দিন-রাত আমি ঘুমুইনি–খালি ডাইডেরিক্ আর ইসেলিন্-এর কথা ভেবেছি।

ভাবি, "হয়ত ওরা এসে পড়বে।" ইসেলিন্ ডাইডেরিক্‌কে হয়ত একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বলবে : "খাড়া থাক এখানে, পাহারা দাও। এই শিকারীকে দিয়ে আমি আমার জুতোর ফিতে বেঁধে নেব।"

সেই শিকারী তো আমিই। আমার দিকে এমন করে ও চাইবে যে, সে দৃষ্টির মানে আমি বুঝব। কখন সে আসে আমার হৃদয় তা জানে, তখন হৃদয় আর দোলে না, ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে। ওর পোশাকের তলায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া ও নগ্ন ; ওর গায়ের ওপর আমার হাত রাখি।

"জুতোর ফিতে বেঁধে দাও" –রাঙা গালে ও আমাকে বলে। খানিক বাদে আমার মুখের, ঠোঁটের কাছে ওর মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলে : "বাঃ, তুমি আমার জুতোর ফিতে বাঁধছ না, তুমি বাঁধছ না, বাঁধছ না আমার..."

কিন্তু সূর্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হয়ে ওঠে, যেন জল খেতে ডুব দিয়েছিল। বাতাস অস্ফুট গুঞ্জরণে ভরা।

এক ঘণ্টা বাদে মুখের কাছে এসে ফের বলে : "এবার তোমাকে ছেড়ে চললাম।"

ফিরে ফিরে আমার পানে হাত নাড়ে, মুখ ওর এখনো রাঙা, কোমল, খুশিতে উছলে ওঠা। আবার ফেরে, আবার হাত নাড়ে।

BanglaBook.org

কিন্তু ডাইডেরিক্ গাছের তআ থেকে বেরিয়ে এসে শুধোয় ; "ইসেলিন্, কি করেছ? আমি তো দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিন্ বলে : "কি দেখলে? কিছুই করিনি তো।"

"দেখেছি, কি করছ।" ফের বলে : "দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিন্-এর হাসির তরঙ্গ বনে বনে প্রতিধ্বনিত হয় তারপর, ডাইডেরিক্-এর সঙ্গে যায়, –ওর সর্বদেহ আতুর, আনন্দে হিল্লোলিত হচ্ছে। কোথায় চলেছে ও? আর কোন্ মৃত্যুপিপাসু মানুষের দুয়ারে, কোন্ বনের শিকারীর কাছে?

মাঝ রাত। ঈশপ্ দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে নিজের মনে শিকার খুঁজছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওর চীৎকার শুনলাম। ওকে যখন পাকড়াও করলাম, রাত তখন একটা। একটি মেয়ে ছাগল চরিয়ে আসছে, পায়ে মোজা বাঁধা, গুন্‌গুনিয়ে সুর ভাঁজছে আর চারদিক চাইছে। বনে এই মাঝরাতে কি করছিল ও? না না, কিছুই না। অস্থির হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল বুঝি, হয়ত বা সুখেই, কে জানে! ভাবলাম, নিশ্চয় ও বনে বনে ঈশপের আর্তনাদ শুনেছে, আর নিশ্চয় ভেবেছে–আমি বাইরে বেরিয়েছি।

কাছে আসতেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম–ভারি পাত্‌লা টুকটুকে মেয়েটি!

ঈশপ্-ও দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে।

"কোত্থেকে আসছ?" শুধোই।

"কারখানা থেকে।" মেয়েটি বলে।

কিন্তু এত রাতে কারখানায় ও কী কাজ করে?

"এত রাতে বনে বেরিয়ে আসতে ভয় করে না তোমার?" বলি–"তুমি এত হালকা, এত ছোট্টটি।"

মেয়েটি হাসে, বলে–"আমি আর ছোট্টটি নই–আমার বয়স উনিশ।"

কিন্তু উনিশ তো হতে পারে না, নিশ্চয়ই দু'বছর মিথ্যা করে বেশি বলছে, ও মোটে সতেরো। বয়েস বাড়িয়ে ওর কি হবে?

বলি–"বোস, তোমার নাম কি?"

ও আমার পাশে বসে লজ্জায় একটু রাঙা হ'ল, বলল–"আমার নাম হেন্‌রিয়েট্।"

শুধোই–"তোমাকে কি কেউ ভালোবাসে হেন্‌রিয়েট্? সে কি তোমাকে কখনো বাহুর মাঝে নিজে জড়িয়েছে?"

"হ্যাঁ।" লজ্জায় একটু হাসে মেয়েটি।

"ক'বার?"

মেয়েটি কথা কয় না।

"ক'বার?" আবার শুধোই।

"দু'বার।" আস্তে বলে।

ওকে টেনে আনলাম বুকের কাছে। বলি–"কেমন করে জড়াত? এমনি করে?"

"হ্যাঁ!" ও ফিসফিস করে ভয়ে ভয়ে বলে।

তাড়াতাড়ি চারটে বাজে।

BanglaBook.org

এড্‌ভার্ডার সঙ্গে খানিক কথা হ'ল।

"শিগ্‌গিরই বৃষ্টি এসে পড়বে।" বললাম।

"ক'টা বেজেছে?" ও শুধোল।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললাম–"পাঁচটা হবে।"

"রোদ দেখে সময় ঠাহর করতে পার?"

"পারি।"

চুপচাপ।

"আর যখন রোদ থাকে না, কি করে বল তখন?"

"তখন আর আর সব জিনিস দেখে বলি। জোয়ার-ভাটা দেখে, ঘাসের রং বদলানো দেখে, পাখীর গান শুনে–এক পাখীর দল বিদায় নেয়, অন্য পাখীর দল গান ধরে। সন্ধ্যায় যে-সব ফুল চোখ বোজে, তাদের দেখে বলতে পারি–ঘাসেরা কখনো তাজা সবুজ, কখনো ফ্যাকাশে। তাছাড়া, আমি অনুভবই করতে পারি।"

"ও!"

বৃষ্টি এসে পড়বে বুঝি, এড্‌ভার্ডাকে বেশিক্ষণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হবে না, টুপিটা তুললাম। কিন্তু তক্ষুণি ও কি একটা প্রশ্ন করে আমাকে বাধা দিলে। দাঁড়ালাম। ও লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে আমি এখানে এসেছি কেন? কেন গুলি ছুঁড়ি, এ ও তা। খাবার যা দরকার তার বেশি কেন মারি না কেন কুকুরটাকে আলসে করে রাখি?...

ওকে ভারি রাঙা, নম্র দেখাচ্ছে। মনে হল, কেউ কিছু আমার বিষয় ওকে বলে থাকবে, নিজের থেকে ও এ-সব কিছু জিজ্ঞেস করছে না। কি জানি কেন, ওর প্রতি স্নেহে মন আর্দ্র হয়ে এল, ওকে ভারি অসহায় দুঃখী মনে হচ্ছে ; মনে হচ্ছে, বেচারীর মা নেই, ওর শীর্ণ বাহু দুটি দেখে মনে হয়, ওকে কেউ যত্ন করে না। ওর জন্য মন যেন গলে যায়।

আমি গুলি ছুঁড়ি হত্যা করতে নয়, জীবনধারণ করতে মাত্র। আজকে আমার শুধু একটা বিল-মোরগের দরকার ছিল, তাই দুটো মারিনি, কালকে আরেকটা মারব। বেশি মেরে কি হবে? বনে থাকি বনের ছেলের মতো।

জুন্‌-এর গোড়ায় খরগোশ, পাহাড়ি মোরগ পাওয়া যেত এখন মারবার কিছুই নেই দেখছি! বেশ, এবার জাল নিয়ে বেরুব, মাছ খেয়েই দিন যাবে। মেয়েটির বাপের কাছ থেকে নৌকা ধার নিয়ে দাঁড় টানতে লেগে যাব। সত্যি সত্যিই, হত্যা করবার আনন্দে নয়, শুধু বনে থাকতে হবে বলেই গুলি ছুঁড়ি।

BanglaBook.org

বন আমার বেশ জায়গা। খাবার সময় সোজা হয়ে চেয়ারে বসতে হয় না, মাটিতে গা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে খাই–এখানে গ্লাশ উল্টে ফেলি না আর। যা খুশি তাই করি এ বনে, ইচ্ছা করলে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে থাকি, যা খুশি নিজের মনে আওড়াই। কখনো কখনো কারো কোনো কথা চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করতে পারে, –মনে হয় যেন বনের ঘুমন্ত হৃদয় থেকে বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।

ওকে জিজ্ঞেস করি ও এসব কিছু বুঝবে কি না। ও হাঁ বলে।

ওর চোখ দুটি আমার মুখের ওপর, তাই আরো বলে চলি–

"এই বনে যা সব দেখি তা যদি শোন!' বলি, "শীতকালে বরফের ওপর পাহাড়ি মোরগের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে চলি। হঠাৎ আর পথ চেনা যায় না, পাখীটা ডানা মেলে পালিয়েছে! শিকার কোন্ দিকে ভেগেছে, ডানার চিহ্ন দেখে বুঝি, তাকে ধরি। সবসময়েই কিছু না কিছু নতুন জুটে যায়। শরৎকালে উল্কা দেখা যায়। একা বসে বসে ভাবি–কি এটা? কোনো জগতের সহসা বুঝি ওলোপ-পালোট হয়ে গেল? আমার চোখের সামনে একটা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে গেল বুঝি! ভাবতে কী সুখ লাগে যে জীবনে এই উল্কাপাত দেখতে দৃষ্টি পেয়েছিলাম। তারপর গ্রীষ্ম যখন আসে, মনে হয় প্রত্যেকটি পাতায় যেন একটি করে পোকা বাসা বেঁধেছে। দেখি কারো কারো পাখা নেই, তাদের দিয়ে পৃথিবীতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না বটে, কিন্তু ঐ একটুখানি ছোট পাতার পৃথিবীতে ওরা বাঁচে আর মরে যায়।

"মাঝে মাঝে নীল মাছি-ও দেখি। কি ও নেহাৎ-ই এত ছোট যে ওর বিষয় কি আর কইব? যা বলছি তুমি সব বুঝছ তো?"

"হাঁ হাঁ, বুঝছি।"

"বেশ। মাঝে মাঝে ঘাসের দিকেই তাকাই, ও-ও হয়ত আমাকে দেখে, কে বলতে পারে? নিরালা ঘাসের ডগাটি দেখি, একটু একটু কাঁপছে, ও হয়ত আমার সম্বন্ধে কিছু ভাবে। এখানে ছোট একটি তৃণাঙ্কুর কাঁপছে–এই খালি ভাবি। যদি কখনো ফার-গাছের দিকে চোখ পড়ে, ওর একটি শাখা আমার মনকে একটু নাড়া দেয় হয়ত। কখনো ওপারে ঐ জলা-জায়গাটায় কারো সঙ্গে দেখা হয়, –মাঝে মাঝে।"

ওর দিকে তাকালাম, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুনছে। ওকে যেন চিনি না। এত তন্ময় হয়ে গেছে যে নিজের সম্বন্ধে কোন চেতনা নেই–ভারি কুৎসিত বোকার মতন দেখাচ্ছে ওকে, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে।

"বেশ।" ও উঠে পড়ল।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা টপটপ করে পড়তে শুরু করেছে।

"বৃষ্টি এল।" বললাম।

"ও! হাঁ, বৃষ্টি এসে গেল।" বলেই চলে গেল ও।

বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসা হ'ল না, নিজের পথে নিজেই গেল। কুঁড়ের দিকে তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগলাম। কয়েক মিনিট বাদে জল জোরে নেমে এল। কে যেন আমার পেছনে ছুটে আসছে, হঠাৎ শুনতে পেলাম, এড্‌ভার্ডা–দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল ও–"ভুলে গেছলাম বলতে, আমরা দ্বীপগুলিতে বেড়াতে যাচ্ছি–শুক্‌নো ডাঙায়, জান? ডাক্তার কাল আসবে। তোমার সময় হবে?"

"কাল? হাঁ, খুব। ঢের সময় আছে আমার!"

"বলতে ভুলে গেছলাম।" ও ফের বললে, হাসলে ও।

চলে গেল, ওর পায়ের শীর্ণ সুন্দর পেছন দুটি দেখলাম, গোড়ালি থেকে শুরু করে সবটা ভিজা। ওর জুতো ছিঁড়ে গেছে।

BanglaBook.org

আরেক দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সেদিন আমার গ্রীষ্ম এসেছিল। রাত থাকতেই রোদ উঠে পড়ল, ভোরবেলাকার ভিজা মাটি শুকিয়ে গেল। গেলদিনের বৃষ্টির পর বাতাস হালকা হয়ে এসেছে।

জলা-মাটিতে বিকেলের দিকে এসে পৌঁছুলাম। জল একটুও নড়ছে না, দ্বীপ থেকে ওদের কথা ও হাসির টুকরো ভেসে আসছিল, পুরুষ ও মেয়েরা মাছ ধরছে! সুখ-সন্ধ্যা–

সুখের সন্ধ্যাই নয় কি? দুই নৌকায় দল বেঁধে চলেছি, সঙ্গে ঝুড়ি-ভরা খাবার আর মদ, আর তরুণী মেয়েরা–পরনে পাতলা ফুর্‌ফুরে পোশাক। এত স্ফূর্তি লাগছিল যে গুন্‌গুনাতে শুরু করলাম।

নৌকায় বসে ভাবছিলাম এসব তরুণ তরুণীদের বাড়ি কোথায়? লেন্সমেণ্ড-এর আর জেলা-ডাক্তারের মেয়েরা, একটি শিক্ষয়িত্রী, আর মঠের কয়েকটি মহিলা–আগে এদের কাউকে দেখিনি। আমার অচেনা সবাই, কিন্তু এমন বন্ধুতা বোধ করছিলাম যে আমাদের যেন বহু বছর আগের থেকেই চেনা আছে। কয়েকটা ভুলও করে বসলাম, এত ঘনিষ্ঠতা লাগছিল যে মাঝে মাঝে যুবতী মহিলাদের 'তুমি' বলে ফেলেছি, কিন্তু তারা তাতে কোনো দোষ নেয়নি। একবার 'আমার প্রিয়া' পর্যন্ত বলে ফেলেছিলাম, ওরা আমাকে তাও ক্ষমা করেছে–যেন শোনেনি।

ম্যাক্-এর গায়ে সেই ইস্ত্রি-না-করা শার্টটা–বুকের কাছে সেই হীরেটা। মেজাজ খুব স্ফুর্তিবাজ–পাশের নৌকার সঙ্গে ডাকাডাকি করছে।

"ঐ পাগলারা, বোতলের ঝুড়ি দেখছ তো? ডাক্তার, মদের জন্য দায়ী কিন্তু তুমি।"

"ঠিক।" ডাক্তার চেঁচাল। পাশাপাশি নৌকা দুটোর আলাপ শুনতে ভারি মিঠা লাগছিল।

কালকের সেই জামাটা এড্‌ভার্ডা আজো পরে এসেছে, যেন ওর আর জামা নেই, বা যেন আর কিছু পরতে চায় না ও। জুতো জোড়াও তেমনি। মনে হল ওর হাত দুখানি আজকে আর তেমন পরিষ্কার নয়, কিন্তু মাথায় ওর আনকোরা নতুন টুপি, তাতে পালক গোঁজা। সঙ্গে সেই রঙ্-করা জ্যাকেটটা নিয়ে এসেছে, সেটা পেতে তার ওপর ও বসল।

ম্যাক্ অনুরোধ করতে ডাঙায় নামবার আগে একটা গুলি ছুঁড়লাম ; দুটোই পাখী–ওরা হুল্লোড় করে উঠল। দ্বীপটা সবাই ঘুড়লাম, মজুরেরা আমাদের অভিনন্দন করল–ম্যাক্ তার স্বজনবর্গের সঙ্গে আলাপ শুরু করল। ডেজি আর গাঁদাফুল বোতামের গর্তে গুঁজলাম, কেউ কেউ বা ঘেঁটুফুল।

BanglaBook.org

আর, সমুদ্র-পাখীদের চীৎকার এপারে আর ওপরে–

ঘাসের ওপর তাঁবু ফেললাম, কয়েকটা বেঁটে ভুর্জগাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বাকলগুলি সব শাদা। ঝুড়ি খোলা হ'ল, ম্যাক্ বোতলের তদারক করতে লাগল। ফুরফুরে পোশাক, নীল চোখ, গ্লাশের রিন্‌ঝিন্, সমুদ্র, সাদা পালা। একটু গানও হ'ল। গালগুলি সব রাঙা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক ঘণ্টা বাদে। আমার মন তাজা হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট জিনিসগুলি পর্যন্ত আমাকে নাড়া দেয়। টুপির থেকে একটি ওড়না হাওয়ায় দোলে, একটি মেয়ের চুল নীচের দিকে নেমে এসেছে, হাসির চোটে দুটি ডাগর চোখের পাতা বুজে আসছে–সব আমাকে ছোঁয়। সেই দিন, সেই দিন!

"শুনেছি আপনার ওখানে অদ্ভুত একটি কুঁড়ে আছে।"

"হাঁ, পাখীর-বাসা। সেই আমার 'সব-পেয়েছি'র দেশ। একদিন চলুন না–ধারে পারে কোথাও এমন কুঁড়ে নেই। ওর পেছনে অগাধ বিশাল বন।"

আরেক জন আসে, মিষ্টি করে বলে : "উত্তরে এদিকে আর আসেননি কোনোদিন?"

বলি–"না। সবই জানতাম বটে আগে। রাত্রি আমি পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়াই, পৃথিবীর, সূর্যের। যাক্, কবিত্ব করব না। কী চমৎকার গ্রীষ্ম এখানে! আমাদের ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ও জন্ম নেয়, সকালবেলা ওর ছোঁয়া পেয়ে আমরা চমকে উঠি। সেদিন জানলা দিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে ওকে দেখে ফেললাম। আমার ঘরে ছোট্ট দুটি জানলা আছে।"

আরেক জন আসে। মিষ্টি গলা, ছোট দুটি হাত, –সুন্দর মেয়েটি। বলে : "ফুল বদল করবে? –বরাত খোলে।"

হাত বাড়িয়ে বলি–"করব। তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি কি সুন্দর, কি মিষ্টি গলা, সমস্ত ক্ষণ শুনেছিলাম।"

তক্ষুণি ঘেঁটু ফুলের গুছিটা সরিয়ে নেয়, বলে : "কি বলছেন আপনি? আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি।"

আমাকে জিজ্ঞেস করেনি? ভুল করে কথাগুলি বললাম বলে দুঃখ হ'ল। ইচ্ছে হ'ল, আমার সেই অনেক দূরের কুঁড়ের তলায় ফিরে যাই, –খালি হাওয়ার কথা শুনি। বলি–"আপনার কাছে ক্ষমা চাই, ক্ষমা করুন।"

মহিলারা পরস্পরের দিকে তাকায়, চলে যায়–অবশ্যি আমাকে অপমান করতে নয়। কে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সবাই দেখতে পেলে–এড্‌ভার্ডা। একেবারে আমারই কাছে এসে কি যেন বললে, হঠাৎ ওর বাহু দুটি দিয়ে আমার গ্রীবা বেষ্টন করে ঠোঁটের ওপর চুম্বন বৃষ্টি করতে লাগল। প্রত্যেকবারই কি যেন বলে, শুনতে পাই না। কিছুই বুঝলাম না, আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে–খালি ওর ক্ষুধার্ত দৃষ্টির তাপ বোধ করছি। তারপর নিজেকে ও মুক্ত করে নিলে, ওর ছোট বুকখানি দুলছে। ও কিন্তু তবু দাঁড়িয়েই আছে, ওর মুখ গ্রীবা কটা, দীর্ঘ ও কৃশ

BanglaBook.org

দেহলতা, দুটি উদাস উজ্জ্বল চোখ–সবারই চোখ ওর দিকে। এই দ্বিতীয় বার ওর ঘন ভ্রূর মাধুর্যে মুগ্ধ হলাম–ভ্রূ-রেখা দুটি কেমন বেঁকে কপালের ওপর উঠে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য–সবাইর সামনে আমাকে ও চুম্বন করল!

"এ কি এড্‌ভার্ডা?" জিজ্ঞেস করে ফেললাম। আমার রক্ত তখনো ফুটছে শুনতে পাচ্ছি, আমার গলা দিয়ে যেন নেমে আসছে, কথা কইতে পারছি না।

ও বলে–"কিছুই না। ইচ্ছে হয়েছিল–ও কিছু না।"

টুপিটা তুলে চুলগুলি যন্ত্রচালিতের মতো হাত দিয়ে আঁচড়ে নিয়ে ওর দিকে তাকাই, –"কিছু না?..."

ম্যাক্ দূরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে জানি কথা কইছে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছিল। ভাগ্যিস কিছুই দেখেনি, কিছু জানেও না এর। ভাগ্যিস এ সময়টা ও দলের থেকে একটু বাইরে ছিল। নিশ্চিন্ত হলাম যেন, আর সবাইর কাছে গিয়ে উদাসীনের মতো বলি–"আশা করি আগের মুহূর্তের বে-টপ্‌কা ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি তার জন্য নিতান্ত দুঃখিত। এড্‌ভার্ডা একান্ত করুণায় আমার সঙ্গে ফুল-বদল করতে চেয়েছিলেন, আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম। আরি ওঁর, আপনাদেরও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমার অবস্থায় নিজেদের দাঁড় করান ; আমি একা থাকি, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। তাছাড়া, এতক্ষণ মদ খেয়েছি, তাতেও অভ্যস্ত নই। এসব কথা মনে করে আমাকে মার্জনা করুন।"

হাসলাম, বাইরে ঔদাসীন্যের ভান-ও করলাম–যেন এটা একটা সামান্য ব্যাপার, সহজেই ভুলে যাওয়া যাবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা ভারী হয়ে উঠছিল। আমার কথা এড্‌ভার্ডাকে একটুও মুগ্ধ করল না কিন্তু, লুকোবারো কিছু চেষ্টা করল না, এই আকস্মিক আচরণের পর কিছু সাফাই পর্যন্ত না, সারাক্ষণ আমার পানে চেয়েই রইল। মাঝে মাঝে দু'টি একটি কথাও কইল। তারপর যখন 'এঙ্কি' খেলা শুরু হ'ল, ও বললে–"আমি লেফ্‌টেনেন্ট গ্লাহ্‌নকে চাই, –আর কেউ আমার খেড়ু নয়।"

"দুষ্টু মেয়ে, চুপ কর।" পা ঠুকে বললাম।

ও অবাক হল, ওর মুখ শুকিয়ে এসেছে, যেন আঘাত পেয়েছে, পরে লজ্জায় একটু হাসলে ; মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল কিন্তু–ওর সেই দুটি অসহায় আতুর দৃষ্টি ওর পাতলা শীর্ণ তনুলতা! আমাকে কে যেন টানছিল, ওর লম্বা পাতলা হাতটি মুঠির মধ্যে টেনে এনে বললাম–এখন না, পরে। কালকে তো ফের দেখা হবে।

BanglaBook.org

রাতে হঠাৎ শুনতে পেলাম ঈশপ্ ওর কুঁড়ের কোণটি ছেড়ে চেঁচাতে শুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে থেকে শুনলাম, গুলি ছোঁড়ার স্বপ্ন দেখছিলাম তখন, তাই কুকুরের ডাকটা স্বপ্নের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল ; তাই তখুনি জাগিনি বুঝি। রাত দুটোয় যখন কুঁড়ে ছেড়ে বেরুলাম, দেখি ঘাসের ওপর দুটি পায়ের চিহ্ন! কে যেন এসেছিল, আগে প্রথম-জানলাটায় এসে শেষে শেষেরটায় এসেছিল। পদচিহ্ন পথের ধূলায় হারিয়ে গেছে।

গাল দুটি গরম, মুখখানি উজ্জ্বল–এসেই বললে–"আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছ বুঝি? তখুনি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত দাঁড়িয়ে থাকবে।"

আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকিনি। ও তো পথের ওপর, আমার আগে।

"রাতে ভালো ঘুমিয়েছ তো?" –কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না।

"না, ঘুম আসেনি। জেগেই ছিলাম।" বললে–ও সে-রাতে নাকি একটুও ঘুমোয়নি, চোখ বুজে একটা চেয়ারে পড়ে ছিল। একটুখানি ঘুরে আসবার জন্য ঘরের বাইরে এসেছিল একবার।

বললাম–"কাল রাতে আমার কুঁড়ের বাইরে কে যেন এসেছিল। সকালবেলা ঘাসের ওপর তার পায়ের দাগ দেখলাম।"

ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, আমার হাত ও টেনে নিল রাস্তার ওপরেই ; কোন কথা বললে না। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম–"তুমিই কি?"

"হ্যাঁ," আমার বুকের কাছে এগিয়ে এল ও, "আমিই। তোমার ঘুম ভেঙ্গে দিইনি তো? যদ্দুর সম্ভব চুপি চুপি এসেছিলাম। হ্যাঁ, আমিই। তোমার কাছে এসেছিলাম আবার। তোমাকে এত ভালোবাসি।"

রোজ, রোজ ওর সঙ্গে দেখা হয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভারি খুশি হতাম ওকে দেখে, আমার হৃদয় যেন উড়ত। দু'বছরের পুরানো কথা, এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে, সমস্তটা কাহিনী আনন্দও দেয়, বিভ্রান্তও করে। সেই দুটি সবুজ পালকের কথা–সময়-মতো বলব।

নানান জায়গায় আমাদের দেখা হয়–কারখানায়, রাস্তার ওপরে, এমন কি আমার কুটিরেও। যেখানে বলি সেখানেই আসে। "শুভদিন!" ও-ই প্রথম বলে, আমিও বলি–"শুভদিন!"

"তোমাকে ভারি খুশি দেখাচ্ছে।" ও বলে। ওর চোখ চক্‌চক্ করে।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, খুশি বৈ কি।" বলি–"তোমার ঘাড়ের ওপর কিসের একটা দাগ, ধূলো হয়ত, রাস্তার কাদার দাগ হবে-ও বা। ঐ ছোট্ট দাগটিতে আমি চুমু দেব। না, না, এস, –দেব। তোমার সব কিছু আমাকে এমন ছোঁয়, আমি যেন মূর্চ্ছিত হয়ে থাকি। জান, কাল সারা রাত ঘুমুইনি।"

সত্যি সত্যিই। অনেক রাত–অনেক রাতই শুয়ে থাকি বটে, ঘুম আসে না।

পাশাপাশি হাঁটি।

"তুমি আমাকে কি ভাব, বল না? যেমনটি চাও ঠিক তেমনটি?" ও জিজ্ঞেস করে–"আমি বড্ড বেশি বকি, না? বল না আমাকে কি ভাব তুমি? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে কিছুই সুফল হবে না।"

"কি সুফল হবে না?" প্রশ্ন করি।

"এই আমাদের মধ্যে–কোনো সুফল হবে না। তুমি বিশ্বাস কর না কর আমার সমস্ত গা কালিয়ে আসছে ; যখুনিই তোমার কাছে আসি আমার সারা পিঠটায় ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে। আনন্দে হয়ত।"

"আমারো তাই।" বলি–"তোমাকে দেখলেই থরথর করে ওঠে বুকে। কিন্তু কিছু না কিছু সুফল এর হবেই। এস, তোমার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিই, গরম হয়ে উঠবে।"

একটুখানি অনিচ্ছা থাকলেও পিঠ পেতে দেয়। একবার জোরে একটু চড়ের মতো করে মারি ঠাট্টা করে, হাসি–নিশ্চয়ই এখন ওর খুব ভালো লাগছে, জিজ্ঞেস করি।

"যখন না বলব, তখন আর দিয়ো না।" ও বলে।

ঐ ক'টি কথা। ওর বলার মধ্যে এমন অসহায় একটি সুর : যখন না বলব, তখন দিয়ো না আর। ...

ফের রাস্তা ধরে চললাম দুজনে। আমার এ-ঠাট্টায় ও রাগ করেনি তো? ভাবলাম, দেখা যাক! বললাম–"আমার একটা কথা মনে পড়ছে। একবার এক পার্টিতে গেছলাম ; একটি তরুণী তার ঘাড়ের থেকে একটি সিল্কের রুমাল খুলে আমার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছিল।

বিকেলে তাকে বললাম–"কাল তুমি তোমার রুমাল ফিরে পাবে, –ওটা ধুয়ে দেব।"

মেয়েটি বললে–"না। এই দাও। তোমার পরার পর যেমনি আছে, তেমনিই ওকে রেখে দেব।" আমি ওকে দিয়ে দিলাম।

তিন বছর পর সেই মেয়েটির সঙ্গে ফের দেখা। বললাম, "সেই রুমাল?" মেয়েটি তখুনি তা বের করে দেখাল ; একটা কাগজের মতো তেমনি ভাঁজ করা রয়েছে–ধোয়া হয়নি। আমি নিজে দেখলাম।

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

"সত্যি? তারপর?"

BanglaBook.org

"তারপর আবার কি?" বললাম–"তারপর আর কিছু নেই। কিন্তু মনে হয়, কি সুন্দর!"

চুপচাপ।

"সেই মেয়েটি এখন কোথায়?"

"বিদেশে।"

আর কোনো কথা হল না... বাড়ি যাবার সময় ও বললে–"আচ্ছা...যাই। কিন্তু তুমি ঐ মেয়েটির কথা আর ভাববে না, বল। আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবি না।"

ওকে আমার ভারি বিশ্বাস হ'ল। ও যেন মনের কথাই বলছে। আমাকে ছাড়া আর কাউকে ও ভাবে না, –সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ওর পেছনে হাঁটতে লাগলাম।

"তোমাকে ধন্যবাদ, এড্‌ভার্ডা!" তারপর সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলাম–"তোমরা সবাই আমার কাছে অপূর্ব, অতুলনীয়, –আমি সবার চেয়ে তুচ্ছ। কিন্তু, তুমি আমাকে নেবে–ভাবতে, ধন্যবাদে আমার সকল প্রাণ ভরে উঠেছে–বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের কারুর মতোই আমি সুন্দর নই, কখনো না ; কিন্তু আমি তোমার, একেবারে তোমার, –অনন্ত জীবনের জন্যে তোমার। কি ভাবছ? তোমার চোখে জল এসে পড়ছে কেন?"

"কিছু না।" ও বল্লে। "ভারি অদ্ভুত লাগছিল শুনতে–'বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।' তুমি এমন সব কথা বল যে–। আমি তোমাকে এত ভালবাসি।" হঠাৎ ও ওর বাহু দুটি আমার গলার ওপর মালার মতো করে ফেলে আমাকে নিবিড় তৎ চুম্বন করলে–রাস্তার মাঝখানেই।

ও চলে গেলে বনের ভিতর গিয়ে লুকোলাম–আমার আনন্দ নিয়ে একা থাকতে। কেউ আবার দেখে ফেললে কি না, –তাই তাড়াতাড়ি ফের রাস্তায় এসে একটু দাঁড়ালাম। কেউ নেই।

BanglaBook.org

নিদাঘ রাত্রি, ঘুমন্ত জল, আর–অনন্ত কালের জন্য সুষুপ্ত অরণ্য। কোনো কোলাহল নেই–রাস্তা থেকে কোনো পদশব্দ আসে না–আমার হৃদয় যেন মদিরায় ভরা।

রাঁধা মাছের গন্ধ পেয়ে রাতের পোকারা আওয়াজ করতে করতে আমার জানলা দিয়ে আসে উনুনের আগুনে লুব্ধ হয়ে। ছাতের গায়ে ধাক্কা খায়, আমার কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে ঘুরে যায়–আমার বুক কেঁপে ওঠে, তারপর দেয়ালের সাদা বারুদ-দানের উপর বসে। ওদের দেখি, ওরা কাঁপে আর আমার দিকে তাকায়। কারু কারু পাখা দেখতে ঠিক প্যানসির মতো।

কুটিরের বাইরে আসি, শুনি। কিছু নেই, একটি রা-ও নেই–সব ঘুমিয়েছে। উড়ন্ত পোকায় বাতাস ছেয়ে গেছে। বনের ধারে ছোট ছোট ফুল ফুটেছে–ঐ ছোট ফুলগুলিকে ভালোবাসি। যে কয়েকটি ফুলন্ত মাঠ দেখলাম তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ–ওরা যেন আমার পথের ধারের টুকটুকে রাঙা গোলাপ, ওদের প্রতি ভালোবাসায় আমার চোখে জল আসে। কাছেই কোথায় বুনো কারনেশান ফুটেছে–দেখতে পাই না, তবু গন্ধ আসে।

রাতে হঠাৎ সাদা ফুলগুলি ওদের হৃদয় খুলে দিয়েছে, ওরা নিশ্বাস ফেলছে। লোমশ ধূসর পোকারা ওদের পাপড়িতে মুখ গোঁজে–ছোট গাছটা কাঁপে। আমি এক ফুল থেকে আরেক ফুলে যাই–ওরা সব মাতাল, কামাতুর–কি করে ওদের নেশা জমে তাই দেখি।

লঘু পদপাত, মানুষের নিশ্বাস নেওয়ার হালকা শব্দ, আনন্দিত 'শুভসন্ধ্যা'।

আর আমিও উত্তর দিই–রাস্তার ওপর নুয়ে পড়ি, দুটি হাঁটু আর একটি জীর্ণ জামা জড়িয়ে ধরি।

"শুভসন্ধ্যা, এড্‌ভার্ডা!" আবার বলি। আনন্দে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

"তুমি আমাকে এত স্নেহ কর।" ও আস্তে বলে ফিস্‌ফিস্‌ করে। আর আমি বলি–"তুমি যদি জানতে তোমার কাছে আমি কি কৃতজ্ঞ! আমার বুকের মধ্যে আমার হৃদয় সারাদিন স্তব্ধ হয়ে থাকে, যখন ভাবি–তুমি আমার, এই ধূলার পৃথিবীতে তুমি সব চেয়ে সুন্দর, তোমাকে আমি চুম্বন করেছি। আমি তোমাকে চুম্বন করেছি এই কথা যখন ভাবি, মাঝে মাঝে আনন্দে আমি অবশ আত্মহারা হই।"

"আজকে সন্ধ্যায় তুমি আমাকে কেন এত আদর করছ?" ও শুধোয়।

তার ঢের কারণ আছে ; ও বুঝুক যে আমি আদর করছি ওকে–এইটুকুই শুধু বুঝাতে চাই। বাঁকানো ভুরুর অন্তরাল থেকে ওর সেই চাউনি ; –আর ওর গায়ের চামড়া–উজ্জ্বল, উগ্র।

BanglaBook.org

"আদর করব না, তোমাকে? তুমি সুস্থ আর সবল এই কথা ভাবি, আর আমার পথের প্রত্যেকটি গাছকে অভিবাদন করি। একবার এক নাচে একটি তরুণী মেয়ে প্রত্যেকটি নাচের পর নিরালায় বসে জিরোচ্ছিল, আমি ওকে চিনতাম না, কিন্তু ওর মুখখানি আমার হৃদয় স্পর্শ করল–আমি ওকে নমস্কার করলাম। তারপর? না, না, ও শুধু মাথা নাড়ল। 'আমার সঙ্গে নাচবে?'–ওকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললে–'তুমি ভাবতে পার এ-কথা? আমার বাবা সুন্দর কান্তিমান পুরুষ, মা সেরা সুন্দরী, আমার বাবা ঝড়ের মতো তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আর আমি খোঁড়া–জন্ম থেকেই।"

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

"এস, বসি।" বললে।

বুনো মাঠটায় দুজনে বসলাম।

"আমার বন্ধু তোমার বিষয় আমাকে কি বলে, জান?" ও বলতে শুরু করল–"তোমার চোখ নাকি জানোয়ারের মতো। মেয়েটি বলে–যখন তুমি ওর দিকে তাকাও, ওকে পাগল করে দাও নাকি। তুমি যেন ওকে স্পর্শ করছ–ও বলে।" শুনে অপূর্ব সুখে চঞ্চল হয়ে উঠলাম, আমার জন্যে নয়, এড্‌ভার্ডার। ভাবলাম, পৃথিবীতে তো মাত্র একজনকে ভালোবাসি, আমার চোখ দেখে সে কি বলে? বললাম–"কে সে তোমার বন্ধু?"

"তা বলব না।" ও বললে–"সেদিন দ্বীপে যারা গিয়েছিল তাদেরই একজন।"

"তাহলে তো বেশ।"

তারপর আর সব বিষয়ে কথা হল।

"বাবা দু'একদিনের মধ্যেই রাশ্যায় যাচ্ছেন।" ও বললে–"আমি একটা পার্টি দিচ্ছি। তুমি কখনো কোরহোলমার্ন-এ গেছ? এবার কিন্তু আমাদের দুই ধামা মদ চাই, মঠ থেকে সেই মেয়েরাও আসছেন, বাবা আমাকে এর মধ্যে মদ দিয়েই দিয়েছেন। বল, সত্যি করে বল, তুমি সেই বন্ধু-মেয়েটির দিকে ফিরেও চাইবে না? সত্যিই চেয়ো না কিন্তু লক্ষীটি। তাহলে ওকে কখ্‌খনো নিমন্ত্রণ করব না।"

আর কোনো কথা না বলে ও আমার ওপর নিজেকে নিবিড় আবেগে সমর্পণ করলে, আমার মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল–জোরে নিশ্বাস ফেলছে। ওর দৃষ্টি যেন ঘোর অন্ধকার।

আচমকা উঠে পড়লাম, তাড়াতাড়ি বললাম–"তোমার বাবা তাহলে রাশ্যায় যাচ্ছেন?"

"তুমি ও রকম করে হঠাৎ উঠে পড়লে কেন?"

"দেরী হয়ে গেছে, এড্‌ভার্ডা," বললাম–"সাদা ফুলগুলি বুজছে, সূর্য উঠছে, দেখতে পাচ্ছ না এখুনি ভোর হয়ে যাবে!"

বনের মধ্য দিয়ে ওকে নিয়ে এগোলাম। যদ্দুর চোখ যায় ওকে দেখতে লাগলাম ; অনেক দূর গিয়ে ও পেছন ফিরে অতি ধীরে 'শুভরাত্রি' জানালে। ... তারপর

BanglaBook.org

হারিয়ে গেল। তক্ষুণি কামারের বাড়ির দরজা খুলে গেল, সাদা-সার্ট পরা একটি লোক বেরিয়ে এল, চারদিকে চাইতে লাগল, টুপিটা কপালের ওপর আরো একটু টেনে দিল–তারপর সিরিলাণ্ড-এর পথ ধরে পাড়ি দিল।

এড্‌ভার্ডার 'শুভরাত্রি' এখনো আমার কানে লেগে আছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মানুষ আনন্দে মাতাল হয়ে যেতে পারে। গুলি ছুঁড়ি, পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগে—সে-ধ্বনি ভোলা যায় না, —সমুদ্রের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, কোনো ঘুমন্ত মাঝির কানে বেজে ওঠে হয়ত। কি জন্যেই বা আনন্দ করব? কি কথা যেন মনে হয়, ক্ষণিকের স্মৃতি, বনের একটি অস্ফুট শব্দ, একটি মেয়ে। ওর কথা ভাবি, চোখ বুজে রাস্তার ওপর দাঁড়াই, মুহূর্ত গুনি।

পিপাসা পায়, ঝরণা থেকে জল খাই। ইচ্ছে হলে সামনের দিকে একশো পা হাঁটি, পেছনের দিকেও ; নিশ্চয় এতক্ষণে আসবার সময় ফুরিয়ে গেছে, মনে মনে বলি : কোনো বিপদ হয়নি তো? এক মাস কেটে গেছে—এক মাস আর কি-ই বা সময়—না, কোনো বিপদ হয় নি। ঈশ্বর জানেন এই মাসটা ভারি স্বল্পায়ু। কিন্তু রাত্রি ভারি দীর্ঘ, যতক্ষণ ওর আশায় পথ চেয়ে থাকি, টুপিটা ঝরণার জলে ভিজিয়ে খালি শুকোই, —এই, সময় কাটাবার জন্যে।

রাত দিয়ে সময়ের হিসেব কষি। কোনো কোনো রাতে এড্‌ভার্ডা আসত না, একবার একসঙ্গে দু'রাতও দেখা দেয়নি। দু'রাত! না, কোনো বিপদ হয়নি ওর। কিন্তু তখুনি মনে হল আমার সুখ চরম চূড়ায় পৌঁছেছে।

তাই কি নয়?

"এড্‌ভার্ডা, শুনতে পাচ্ছ, আজকের বন কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তৃণে, আগাছায়, কী অবিশ্রান্ত কোলাহল—বড় বড় পাতাগুলি কাঁপছে। কী যেন চোঁয়াচ্ছে ; হবে, থাক সে কথা। ওপরে, পাহাড়ে একটা পাখীর আওয়াজ শুনছি, —ওখানে বনে দু'রাত ধরে ও আলাপ করছে। তুমি সেই, সেই পুরানো চেনা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি। কেন জিজ্ঞেস করছ এ-কথা?"

"এমনি। দু'রাত ধরে ও ওখানে—শুধু এইটুকু। আজ যে এসেছ তার জন্য ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। এখানে বসে আজ সন্ধ্যায় তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম ; হয়ত বা কাল সন্ধ্যা পর্যন্তও করতাম—কতক্ষণে তুমি আসবে।"

"আমিও তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি। খালি তোমার কথা ভাবি। —সেই যে গ্লাশটা ভেঙে দিয়েছিলে—মনে আছে? তার সেই ভাঙা টুকরোগুলি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। বাবা কাল রাতে চলে গেলেন। আমি আসতে পারিনি, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা নিয়ে মহা হাঙ্গামা—সব জিনিস গুছিয়ে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছিল তাঁকে। আমি জানতাম তুমি বনে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছ—জিনিসপত্র বাঁধছি, আর কাঁদছি।"

BanglaBook.org

কিন্তু দুটো রাত, –নিজের মনেই ভাবলাম। প্রথম রাতে কি করছিল ও? ওর চোখের কোণে খুশির ছোপ আগের চেয়ে কম কেন?

এক ঘণ্টা কাটল। পাহাড়ের সেই পাখীটা চুপ করে গেছে, বন যেন মরে আছে। না, না, কিছুই বদলায়নি ; সবই যে-কে-সে। শুভরাত্রি জানাতে ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিল, স্নেহে আমার দিকে তাকাল।

"কাল? কেমন?" বললাম।

"না। কাল হবে না।"

কেন নয়, জিজ্ঞেস করলাম না।

"কাল আমাদের পার্টি।" হেসে ও বললে। "তোমাকে অবাক করে দেব ভাবছিলাম, কিন্তু তুমি এমনি মন-মরা হয়ে আছ যে বলে ফেললাম। তোমাকে কাগজে লিখে নিমন্ত্রণ করে পাঠাব ভেবেছিলাম।"

আমার মন একেবারে হালকা হয়ে গেল।

ও চলে গেল ঘাড় নেড়ে বিদায় জানিয়ে।

"আরেক কথা।" যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকেই বললাম, –"সেই যে গ্লাশের ভাঙা টুকরোগুলো গুছিয়ে রেখেছিলে–কত দিন হ'ল?"

"কেন? এক হপ্তা আগে, ... দিন পনেরো আগে হয়ত। হ্যাঁ, দিন পনেরো আগেই। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ? যাঃ সত্যি কথা বলছি তোমাকে, –কাল।"

কাল! কাল-ও ও আমার কথা ভেবেছে। সব আমার ঠিক হয়ে গেল।

নৌকা দুটো তৈরীই ছিল, সবাই চেপে বসলাম। হল্লা আর গান। দ্বীপ ছাড়িয়ে কোরহোলমার্ন, –দাঁড় বেয়ে যেতে অনেকক্ষণ কেটে গেল, পথে এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় তেমনি গল্পগুজব করছি। মেয়েদের মতো ডাক্তারও পাতলা পোশাক পরেছে, এর আগে ওকে এত খুশি কোনোদিন দেখিনি। চুপ করে কিছুই শুনছে না, সবারই সঙ্গে খালি কথা কইছে। বোধ হয় বেশ একটু টেনেছে, তাই আজ ও এত দিলখোলা। পারে যখন ভিড়লাম, ও সবাইর মনোযোগ আকর্ষণ করে হঠাৎ আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা করলে। বুঝলাম, এড্‌ভার্ডা ওকে আজ অতিথি-সৎকারের ভার দিয়েছে।

খুব বিনয়ের সঙ্গেই ও মেয়েদের আনন্দবর্ধন করতে লাগল। এড্‌ভার্ডার কাছে ও তো নেহাতই নম্র, স্নেহশীল–বাপের মতো ; আগের মতোই বিদ্যা ফলিয়ে উপদেশ দিচ্ছে। এড্‌ভার্ডা হয়ত কোনো তারিখের কথা উল্লেখ করে বলছে, "আমি আটত্রিশ সালে জন্মেছি।" ও জিজ্ঞেস করলে : "আঠারো শো আটত্রিশ নিশ্চয়?" যদি এড্‌ভার্ডা উত্তর দেয় "না, উনিশ শো আটত্রিশ," ও একটুও না ভড়কে ওকে শুদ্ধ করে দেবার জন্যেই যেন বলে : "তোমার ভুল হয়েছে।" আমি যদি কিছু বলি, ও বিনয়ে মনোযোগ দিয়েই শোনে, আমাকে অশ্রদ্ধা করে না।

একটি মেয়ে এসে আমাকে অভিবাদন করলে। আমার মনে নেই ওকে, আর কোনোদিন দেখিওনি ; অবাক হয়ে দু'একটা কথা বললাম, ও হাসল। 'ডিন'-এর

BanglaBook.org

মেয়ে হয়ত। যেদিন দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম ওকে, আমার কুঁড়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিছুক্ষণ দুজনে আলাপও হয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভাল লাগছিল না কিছুই, মদ খেলাম, সবারই সঙ্গে মিশে কলরব শুরু করলাম। আবার দু'একটা ভুল করে ফেলেছি, ছোটখাটো ভদ্রতার বিনিময়ে বাঁধা বুলি আওড়াতে পারি না। বাজে বকি, কখনো বা মুখে কথাই জুয়ায় না–ভারি বিশ্রী লাগে।

পাহাড়ের টিলাটা আমাদের টেবিল, ডাক্তার ধারে বসে ভঙ্গী করে বলছে–"আত্মা? আত্মা আবার কি?" 'ডিন'-এর মেয়ে ওকে 'নাস্তিক বলছিল–বাঃ, মানুষ বুঝি স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে না? লোকে ভাবে নরক বুঝি মাটির তলার কুঠুরি, শয়তান বুঝি সেখানকার অতিথি-সেবক, সেখানকার রাজা। তারপর ও গির্জার খৃষ্টের মূর্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করলে–ধারে-পাশে নাকি কয়েকটি য়িহুদি ও য়িহুদি-মেয়েও আছে–মদের মধ্যে জল–বেশ, বলুক ওরা যা খুশি। কিন্তু যীশুর মাথার চারিদিকে আলোকমণ্ডল! আলোক-মণ্ডল কাকে বলে? তিনটে চুলের সঙ্গে একটা হলদে রঙের খেলনা-চাকা লাগিয়ে দেওয়া শুধু।

দুটি মহিলা দারুণ বিস্মিত হয়ে ওর হাত আঁকড়ে রইল, কিন্তু ডাক্তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বলে চলল–"খুব ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে, না? মানি। কিন্তু যদি এই কথাই বার সাত আট নিজেদের মনে আওড়ান ও একটু পরে ভাবেন এ কথা, তো শিগ্‌গিরিই সব সোজা হয়ে যাবে। ... আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করি।"

এই বলে ও সেই দুটি মেয়ের পায়ের কাছেই ঘাসের ওপর নতজানু হয়ে, মাথাটা পেছনের দিকে ঠেলে গ্লাশটা শেষ করে ফেললে, টুপিটা মাথার থেকে নামিয়ে সামনে রেখে দিলে না পর্যন্ত। ওর ব্যবহারে এ রকম স্বচ্ছন্দতা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম ; ওর সঙ্গেই মদ খেতাম, কিন্তু ওর গ্লাশ একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

এড্‌ভার্ডা দুটি চোখে খালি ওকেই দেখে বেড়াচ্ছে। ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। বললাম–" 'এঙ্কি' খেলব আজ?"

ও একটু চমকাল। উঠে দাঁড়াল।

"তুমি বলে এখন আর ডেকো না। সাবধান!" আস্তে বললে।

আমি তো এখন ওকে মোটেই 'তুমি' বলে ডাকিনি। চলে গেলাম।

আর এক ঘণ্টা ফুরোল। দিন যেন ক্রমেই লম্বা হচ্ছে–আর একটা নৌকা থাকলে আমি কখন একাই দাঁড় বেয়ে বাড়ি চলে যেতাম–কুঁড়েতে ঈশ্বর বাঁধা রয়েছে, আমারই কথা ভাবছে হয়ত। এড্‌ভার্ডার মন এখন আমার থেকে অনেক দূরে, নিশ্চয়ই ; বেড়াতে কি মজা, ও এখন সেই কথাই বলছে, বিদেশ দেখে বেড়াতে কত সুখ। এ কথা ভাবতেই ওর গাল রাঙা হয়ে উঠছে–কথার মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ছে পর্যন্ত।

BanglaBook.org

"সেই দিন আমার চেয়ে অধিকতর বেশি সুখী কেউ হয়নি..."

"অধিকতর বেশি সুখী... ?" ডাক্তার বলল।

"কি?"

"অধিকতর বেশি সুখী!"

"বুঝতে পারছি না।" ও বললে।

"তুমি বললে কি না, অধিকতর বেশি সুখী, তাই।"

"বলেছি নাকি? ভুল হয়ে গেছে। সেইদিন জাহাজে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমার চেয়ে অধিকতর সুখী কেউ নেই। যা নিজে জানি না, দেখিনি, সে-সব জায়গার জন্যেই মন কাঁদে।"

ও দূরে চলে যেতে চাইছে, ও আমার কথা ভাবছে না। ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে যেন পড়তে পেলাম, ও আমাকে ভুলে গেছে। না, কিছুই বলবার নেই এতে, –কিন্তু ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে সেই লেখাটাই পড়লাম। মুহূর্তগুলি কি ভীষণ আস্তেই যে চলেছে। এখুনি আমরা ফিরব কি না কত লোককে জিজ্ঞেস করলাম। ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে যে ; ঈশপ্‌কে কুঁড়েতে একলা বেঁধে রেখে এসেছি–কত লোককে বললাম, কেউই ফিরে যেতে চায় না।

'ডিন'-এর মেয়ের কাছে ফের গেলাম–তৃতীয় বার মনে হল, ও-ই বলে থাকবে যে আমার চোখ ঠিক জানোয়ারের মতো! দুজনে একত্রে মদ খেলাম–ওর চঞ্চল চোখ কখনো জিরোয় না, খালি আমার দিকে তাকায়, আবার ফিরিয়ে নেয়।

বললাম–"আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না এদেশের লোকেরা এই গ্রীষ্মের মতোই স্বল্পায়ু? মানে, তাদের হৃদয়-ব্যাপারে? সুন্দর, কিন্তু ক্ষণিক।"

কথাটা জোরে বললাম, খুব জোরে, –উদ্দেশ্য ছিল। জোরেই বলে চললাম, জিজ্ঞেস করলাম তরুণী মেয়েটা দয়া করে আমার কুটির দেখতে আসবেন কি না। বেদনায় বলে ফেললাম–"ঈশ্বর আপনার ভাল করুন।" নিজের মনে ভাবছিলাম ও যদি আসে, তবে কেমন করে ওকে কি উপহার দেব? বারুদদান ছাড়া ওকে দেবার তো আমার কিছুই নেই।

ও আসবে বললে।

এড্‌ভার্ডা মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, আমাকে যা খুশি তাই বলতে দিচ্ছে। অন্য লোকে যা-যা বলছে তাই শুনছে ; মাঝে মাঝে দু'একটা কথাও বলছে। ডাক্তার তরুণী মেয়েদের হাত দেখে ভাগ্য গুণছে–বকছে ঢের! ওরো হাত দু'খানি ছোট, পাতলা, –আঙুলে একটি আঙটি। আমাকে কেউই চায় না, একটা পাথরের ওপর একা চুপচাপ বসে আছি। সন্ধ্যাও কাবার হয়ে এল। এইখানে আমি একেবারে একটা–নিজের মনে বলি–পাথরের ওপর বসে আছি, আর যে-লোকটিই একমাত্র আমাকে চঞ্চল করে দিতে পারে, সে আমাকে এমনি ভাবে নিঃসম্বল করে বসিয়ে রেখেছে। বেশ, ওর মতো আমিও কিছু গ্রাহ্য করি নে আর।

BanglaBook.org

আমি নির্বাসিত, নিরালা। আমার পেছনে বসে ওরা কথা কইছে শুনতে পাচ্ছি, এড্‌ভার্ডা কেমন হাসছে তা-ও শুনছি ; –চট করে উঠে পড়ে তক্ষুণি পার্টিতে যোগ দিলাম। যেন ক্ষেপে গেছি।

"এক মিনিট।" বললাম–"ওখানে বসে বসে মনে হল আপনাদের কাউকে আমার মাছির খাতাটা দেখানো হয় নি!" মাছির খাতাটা বের করলাম। "এ কথাটা যে কেন আগে মনে হয়নি, তার জন্যে আমার সত্যিই আফশোষ হচ্ছে। দেখুন–আপনারা দেখলে আমি খুব খুশি হব, সবাই দেখুন–লাল আর হলদে মাছি দুইই আছে।" বলে টুপি তুললাম। টুপি তোলাটা অন্যায় হল বুঝলাম, তাড়াতাড়ি ফের মাথায় রাখলাম।

এক মুহূর্তের জন্য গাঢ় নীরবতা–কেউই খাতাটা দেখতে চাইল না। শেষকালে ডাক্তারই হাত বাড়িয়ে নম্রস্বরে বললে–"অশেষ ধন্যবাদ। দেখি, মাছিগুলি কি করে কাগজে জুড়ে রাখা হয়েছে, দেখবার জিনিস বটে, আশ্চর্য।"

ওর প্রতি ধন্যবাদে আমার মন ভরে গেল। বললাম–"ওগুলো আমি নিজেই বানাই।" কি করে কি হ'ল তাই ওকে তখুনি বোঝাতে লাগলাম। খুব সোজা–পালক আর হুকগুলি আমিই কিনেছি, –খুব ভালো তৈরি হয়নি, –আমারই নিজের ব্যবহারের জন্য কি না! দোকানে তৈরি মাঞ্জি কিনতে পাওয়া যায়, –সুন্দর জিনিস।

এড্‌ভার্ডা আমাকে একবার একটি শিথিল চাহনি উপহার দিলে। ওর মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে কথাই কইছে।

"এই যে কয়েকটি পালক!" ডাক্তার বললে, –"দেখ, ভারি সুন্দর কিন্তু।"

এড্‌ভার্ডা তাকাল।

"সবুজগুলি বেশি সুন্দর।" ও বলল–"দেখি ডাক্তার।"

"ওগুলো তোমার কাছে রেখে দাও।" আবেগে বললাম, –"হ্যাঁ, রেখে দাও, আমি বলছি। দুটো সবুজ পালক। আমাকে এই দয়াটুকু কর, আমার স্মৃতিচিহ্ন।"

ও ও-দুটির দিকে তাকাল, বললে–"রোদ্দুরে ধরলে সবুজ আর সোনালি এক হয়ে যায়। আমাকে যদি দাও, তাহলে ধন্যবাদ তোমাকে..."

"আনন্দের সঙ্গে।" বললাম।

ও পালক দুটি নিলে।

খানিক বাদে ডাক্তার ধন্যবাদের সঙ্গে খাতাটা আমাকে ফিরিয়ে দিলে। উঠে পড়ে জিজ্ঞেস করলে–এখন ফিরে যাবার সময় হয়েছে কি?

বললাম, "হ্যাঁ, সত্যিই হয়েছে। ঘরে আমার কুকুর বাঁধা আছে। –আমার একটি কুকুর আছে কি না, ও-ই আমার বন্ধু। ও ওখানে বসে আমার কথা ভাবে, আর যখন ফিরে যাই ও জানলার ওপর ওর সামনের থাবা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে। চমৎকার দিন গেল আজ, –এখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবার যাই চলুন। আপনাদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।"

BanglaBook.org

পারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম এড্‌ভার্ডা কোন্ নৌকাটায় গিয়ে ওঠে–আমি অন্য নৌকায় উঠব ঠিক করলাম। হঠাৎ ও আমাকে ডাকলে। বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম, ওর মুখ রাঙা। আমার কাছে এসে ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে স্নেহে বললে–"পালক দুটির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে এক নৌকায় আসবে না? –তোমার ইচ্ছে!"

নৌকায় ও আমার পাশেই বসল–ওর হাঁটু আমার হাঁটুকে স্পর্শ করছে। ওর দিকে তাকালাম ; তাই ও-ও আমার দিকে তাকাল–একটি মুহূর্তের জন্য। ওর হাঁটু দিয়ে ও আমাকে স্পর্শ করছে–এ ওর দয়া। এই তেতো দিনটা হঠাৎ যেন মিঠে হয়ে উঠল এখন, আবার খুশি লাগছে। কিন্তু হঠাৎ ও জায়গা বদলে আমার দিকে পিছন ফিরে বসে দাঁড়ের কাছে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। প্রায় মিনিট পনেরো আমি ওর কাছে মরে রইলাম।

তারপর এমন একটা কাজ করে ফেললাম যার জন্য আজও অনুতাপ হচ্ছে–আজও ভুলিনি। ওর জুতো খুলে গেল ; আমি ওটা তুলে নিয়ে দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম–ও আমার কাছে বসে আছে এই আনন্দেই হয়ত, হয়ত বা আমিও যে ওর কাছেই আছি, বেঁচে আছি–সে-সম্বন্ধে ওকে সচেতন করে দিতে। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা, –কিছু ভাবলাম না পর্যন্ত, ঝোঁকের মাথায় করে ফেললাম। মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল ; আমি যেন পক্ষাহতের মতো পঙ্গু হয়ে গেছি কিন্তু কি হবে? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ডাক্তার আমাকে বাঁচালে, বললে–"দাঁড় টানুন।"

বলে ডুবন্ত জুতোটার দিকে হাল ঘুরিয়ে দিলে, সেই মুহূর্তেই মাঝি জুতোটা ধরে ফেললে–জল খেয়ে এখুনিই ডুবে যাচ্ছিল ওটা। মাঝির হাতটা কনুই পর্যন্ত ভিজা। তারপর অনেকের মুখ থেকেই তুমুল আনন্দধ্বনি উঠল–জুতোটা বেঁচেছে।

আমার দারুণ লজ্জা করতে লাগল, আমার মুখ শাদা হয়ে গেছে–রুমাল দিয়ে জুতোটা মুছে দিলাম। একটিও কথা কইল না এড্‌ভার্ডা। পরে বললে–"এ-রকম আর কখনো দেখিনি।"

"দেখনি?" বললাম। বলে হাসলাম, এমনি ভান করলাম যেন কোনো বিশেষ কারণেই ঠাট্টাটা করে ফেলেছি। কিন্তু কি-ই বা কারণ? ডাক্তার ঘৃণায় আমার দিকে তাকাল–এই প্রথম।

আরো একটু সময় কাটল–বাড়ির মুখে নৌকা ভেসে চলেছে, ধীরে ধীরে এই ব্যাপারের বিসদৃশতা মুছে গেল ; আমরা গান গাইলাম, ডাঙা এসে গেছে।

এড্‌ভার্ডা বললে–"মদ এখনো ফুরোয় নি, ঢের পড়ে আছে।"

আমাদের আরেকটা পার্টি দিতে হবে, নতুন পার্টি একটি, –একটা প্রকাণ্ড ঘরে নাচ।

পারে নেমে এড্‌ভার্ডার কাছে মাপ চাইলাম।

BanglaBook.org

"তুমি যদি জানতে কুঁড়েতে ফিরে আসবার জন্যে আমার কি দারুণ ব্যাকুলতা হচ্ছিল!" বললাম–"এ দিনটা বড্ড বড়, ভারি দুঃখের।"

"খুব দুঃখের লেফটেনেন্ট, না?"

"মানে, নিজের ও অন্যের কাছে কি বিসদৃশ হয়েই দেখা দিলাম।" কথাটা ঘুরিয়ে বললাম–"তোমার জুতো জলে ফেলে দিলাম পর্যন্ত।"

"হ্যাঁ, এ একটা অসাধারণ ব্যাপার বটে।"

"তোমার ক্ষমা চাই।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এর থেকে কি আর হবে বল? যা হবার হোক, চুপ করে থাকব। আমিই কি গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে গেছি? কখ্খনো না, ওর যাবার পথে একদিন আমি একটু দাঁড়িয়েছিলাম শুধু। কি সুন্দর গ্রীষ্ম এখানে! সূর্যের আলো পেয়ে লোকজন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ওরা ওদের নীল চোখ দিয়ে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওদের ঐ ভুরুর তলায় কিসের অভিসন্ধি? যাক, আমি সবার 'পরেই উদাসীন, –এ ক'দিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরছি খুব, –রাতে আমার কুঁড়ে ঘরে শুধু চোখ মেলে শুয়ে থাকি।

"এড্ভার্ডা, তোমাকে চার দিন দেখিনি।"

"চার দিন? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমি এত ব্যস্ত ছিলাম দেখবে এস।"

একটা বড় ঘরে আমাকে নিয়ে এল। টেবিল চেয়ার সব ওলোটপালোট, ঘরের একেবারে অদলবদল হয়ে গেছে। বেলোয়ারি ঝাড়, স্টোভ–সব কিছুই সুন্দর করে সবুজ পাতা দিয়ে সাজানো। পিয়ানোটা কোণে দাঁড়িয়ে।

এই সব ওর নাচের সরঞ্জাম।

"তোমার কি রকম লাগছে?" ও শুধোয়।

"চমৎকার!"

ঘরের বাইরে এলাম।

বললাম–"এড্ভার্ডা, তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?"

"কি বলছ বুঝছি না," ও অবাক হয়ে বললে, "দেখছ তো কাজে কত ব্যস্ত ছিলাম। কি করে আসি তোমাকে দেখতে?"

"না, আসতে পার না বটে।" সায় দিলাম। এ ক'দিন ভারি অসুস্থ ছিলাম, ঘুমুতে পারিনি, তাই কি রকম আবোল-তাবোল বকছিলাম বুঝি। সমস্ত দিন ধরেই মন অত্যন্ত বেজুত লাগছে। "না, তুমি আসনি বটে, ... কিন্তু, কি যেন হয়েছে, তুমি বদলে গেছ। তোমার ঐ দুটি ভুরুর টানে কি যেন রহস্য রয়েছে, হ্যাঁ, এখন তা বুঝতে পারছি।"

"কিন্তু আমি তো তোমাকে ভুলিনি।" লজ্জার ভান করে ও ওর বাহু আমার বাহুর মধ্যে প্রসারিত করে দিল।

"হয়ত আমাকে ভোলনি। তাই যদি হয় তবে কি বলেছি আমি এ সব।"

"কাল তুমি এক নেমন্তন্ন পাবে। আমার সঙ্গে নাচতে হবে কিন্তু। কেমন, দুজনে আমরা নাচব।"

"আমার সঙ্গে রাস্তায় একটু আসবে?"

BanglaBook.org

"এখন? না, এখন না। ডাক্তার এখুনি এসে পড়বে ; অনেক কাজ এখনো পড়ে আছে। ঘর-সাজানো তাহলে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে?"

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

"ডাক্তারই হাঁকাচ্ছে নাকি?" বলি।

"হ্যাঁ, ওকে একটা ঘোড়া পাঠিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল–"

"ওর খোঁড়া পা-টাকে জিরোতে দিতে, না? আচ্ছা, আমি চললাম। শুভদিন ডাক্তার, আপনাকে দেখে খুশি হলাম ফের। বেশ ভালো তো? আমি যাচ্ছি, মনে কিছু করবেন না..."

সিঁড়িতে নেমে আর একবার পিছন ফিরে তাকালাম। এড্‌ভার্ডা জানালায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে–দুই হাত দিয়ে জানলার পর্দা টেনে ধরেছে–ওর চোখে নিবিড় ঔদাস্য। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাই–চোখে যেন অন্ধকার ছেয়ে এসেছে ; আমার হাতের বন্দুকটা ছড়ির মতোই হালকা। যদি ওকে পেতাম তো একেবারে ভালো হয়ে যেতাম, –এই খালি মনে হচ্ছিল। বনে পৌঁছুলাম ; ফের মনে হল, ওকে যদি পেতাম, –সবার চেয়ে বেশি সেবা করতাম ওকে ; যদি ও অপকৃষ্ট-ই প্রতিপন্ন হত, কোনোদিন তবু ওকে ছাড়তাম না, কোনোদিন না ; আকাশের চাঁদ পর্যন্ত ওকে পেড়ে দিতাম–এই ভেবেই সুখ হত, ও আমার–শুধু আমার। ... থামলাম, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, কয়েকটি ঘাসের ডগা চুম্বন করলাম, এই আশা করে–যেন ওকে পাই ; –পরে উঠে পড়লাম।

মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। সময়ে ওর আচার ব্যবহারেরই যা একটু বদল হয়েছে–ও কিছু নয়। যখন চলে যাই ও আমাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল–যতক্ষণ না দেখা যায় ততক্ষণ ওর চোখ দিয়ে ও আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে–এর বেশি আর কি করবে ও? আনন্দে একেবারে অবশ হয়ে গেলাম, ক্ষুধা পর্যন্ত ঘুচে গেল।

ঈশপ্ আগে আগে ছুটছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। দেখি, কুঁড়ের কিনারায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় শাদা রুমাল বাঁধা। এভা–কামারের মেয়ে।

"শুভদিন, এভা!"

ধুসো পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে–ওর মুখ রাঙা–একটি আঙুল ও চুষছে।

"এ কী এভা? কি হয়েছে?"

"ঈশপ্ আমাকে কামড়েছে।" অপ্রস্তুতের মতো হঠাৎ বলে ফেলে ও চোখ নামাল। ওর আঙুলটি দেখলাম। ও নিজেই কামড়েছে। হঠাৎ কি মনে করে বললাম, "অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছ?"

"না, বেশিক্ষণ নয়।" ও বললে।

আর কোনো কথা নেই, –ওর হাত ধরে ওকে কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

মাছধরা শেষ করেই নাচঘরে এলাম বন্দুক আর ব্যাগ নিয়ে–সব চেয়ে ভালো পোশাকই পরে ছিলাম!

সিরিল্যাণ্ড-এ যখন পৌঁছুলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে–ভেতরে ওদের নাচ শুনতে পাচ্ছি। খানিক বাদে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল–"এই যে আমাদের শিকারী, লেফটেনেন্ট। জন কয়েক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কি মাছ ও পাখী ধরেছি তাই দেখতে লাগল। এড্‌ভার্ডা মৃদু একটু হেসে আমাকে অভিবাদন জানালে–ও নাচছে, ওর সর্বাঙ্গ যৌবনচ্ছটায় আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

"আমার সঙ্গেই প্রথম নাচবে এস!" ও বললে।

দু'জনে নাচলাম, উদ্ভট কাণ্ড কিছুই ঘটল না যা হোক–মাথা ঘুরছিল বটে, কিন্তু পড়িনি। আমার ভারী বুট্ দুটো খুব আওয়াজ করছিল–নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল আর নেচে কাজ নেই। ওদের রঙচঙে মেঝেটা পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু এর বেশি আর কিছু বিতিকিচ্ছি কাণ্ড যে হল না, এজন্য ভারি খুশি ছিলাম!

ম্যাক্-এর সহকারী দুজন খুব নাচছে–ডাক্তার প্রায় প্রত্যেক জোড়া-নাচেই যোগ দিচ্ছে। এ ছাড়া আরো চার জন যুবক ছিল। এক বিদেশী–মুশাফির বণিকও–কি সুন্দর ওর গলা, বাজনার সঙ্গে তাল দিচ্ছে–খানিক বাদে-বাদেই পিয়ানো বাজিয়ে বাজনাওয়ালি মেয়েদের শ্রান্তি লঘু করছে।

রাতের গোড়ার দিকের কথা মনে নেই তত–কিন্তু রাত যতই ঘনিয়ে আসছিল–একটি কথাও তার ভুলিনি। জানলা দিয়ে সূর্য চেয়ে আছে–সিন্ধু-শকুনের দল ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। মদ আর রুটি–গান আর হৈ-চৈ–সমস্ত ঘরে এড্‌ভার্ডার হাসি বিকীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর কি একটাও কথা নেই আজ? ও যেখানে বসে আছে, এগিয়ে গেলাম ; ইচ্ছা হল খুব নম্র হয়ে ওকে দুটি কথা কই–ওর পরনে কালো পোশাক, কন্‌ফারমেশানের সময়কার হয়ত–এখন কিন্তু ওর গায়ে খুব ছোট হয়ে গেছে! কিন্তু নাচবার বেলা ঐ পোশাকে ওকে ভারি চমৎকার মানায়, ইচ্ছা হল এই কথাই ওকে বলি।

"এই কালো পোশাক..." শুরু করলাম।

কিন্তু ও উঠে পড়ে ওর এক মেয়ে-বন্ধুর কোমরে হাত জড়িয়ে চলে গেল। বার দুই তিন এরকম হতে লাগল। বেশ, –তাই বটে। ... কিন্তু তাহলে আমার যাবার বেলায় ও কেন চোখে অমন নিঃশব্দ বেদনা ভরে জানলায় এসে দাঁড়ায়? কেন?

একটি মহিলা আমাকে নাচতে অনুরোধ করলেন। এড্‌ভার্ডা কাছেই বসে ছিল ; জোরে বললাম, "না, আমি এখুনি বাড়ি যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

এড্‌ভার্ডা জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চাইল। বললে–"যাচ্ছ? না, তুমি যাবে না।"

চমকে উঠলাম, নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছি বুঝি–উঠে পড়লাম।

"তোমার কথায় বেশ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে।" উদাসীনের মতো বলে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

ডাক্তার পথ আটকাল, এড্‌ভার্ডা তাড়াতাড়ি পিছু নিলে। গাঢ় গলায় বললে, –"আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমি বলছিলাম, সকলের শেষেই তুমি যাবে–এখন তো মোটে একটা। ... আর, শোন" –ওর দুই চোখ ডাগর হয়ে উঠেছে–"তুমি আমাদের মাঝিকে পাঁচটা ডেলার* দিয়েছ–আমার সেই জুতোটা বাঁচিয়েছিল বলে? এ তোমার বাড়াবাড়ি।" প্রাণ খুলে হেসে ও সবাইকার দিকে তাকাল।

আমি হাঁ হয়ে গেলাম–বিমূঢ়, নির্বাক।

"ঠাট্টায় তোমার বেশ দক্ষতা আছে। আমি কোনোদিন তোমার মাঝিকে ডেলার দিইনি।"

"দাওনি?" ও রান্নাঘরের দরজা খুলে মাঝিকে ডেকে আনলে। "জেকব্, তোমার মনে আছে সেই কোরহোলমার্ণ-এ একদিন তুমি আমাদের নৌকা করে নিয়ে গেছলে, আমার জুতো জলে পড়ে গেল, –তুমি বাঁচালে? মনে নেই?"

"আছে।" জেকব বললে।

"আর তার জন্য তোমাকে পাঁচটা ডেলার দেওয়া হল?"

"হ্যাঁ, আপনি দিয়েছিলেন..."

"আচ্ছা, আচ্ছা, যাও–তাই–যাও।"

কি মানে এই চাতুরীর? আমাকে কী লজ্জা দিতে চায়? পারবে না–লজ্জায় আমি কখনোও নুয়ে পড়ব না। জোরে, স্পষ্ট করে বললাম–"এখানে সবাইকে বলে রাখা ভালো–এ হয় ভুল, নয় মিথ্যে কথা। তোমার জুতো বাঁচাবার জন্যে মাঝিকে ডেলার* দেবার কথা আমার মনেই হয়নি। দেওয়া অবশ্য উচিত ছিল–কিন্তু এ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি তা।"

ভুরু কুঁচকে ও বললে–"নাচ বন্ধ হ'য়ে গেল কেন? ফের শুরু হোক।"

হ্যাঁ–এ-কথার ওর উত্তর দিতে হবে, ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ও একটা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল–আমিও গেলাম।

একটা গ্লাশ মুখের কাছে তুলে ওর স্বাস্থ্য কামনা করলাম।

"আমার গ্লাশ খালি।" ও শুধু বললে।

কিন্তু সামনেই ওর গ্লাশ–ভরা।

"ভেবেছিলাম ঐ বুঝি তোমার গ্লাশ।"

"না, আমার না।" বলে আর কারো সঙ্গে গভীর তত্ত্বালোচনায় ডুবে গেল।

BanglaBook.org

---

* নরওয়ের মুদ্রা

"তাহলে আমাকে মাপ করো।"

অতিথিদের কয়েকজন এই ছোট্ট অভিনয়টি দেখে নিয়েছে।

আমার হৃদয় ছি ছি করে উঠল, আহত সুরে বললাম–"কিন্তু ও-কথা তুমি কেন বললে, আমাকে বুঝিয়ে দাও..."

ও উঠে আমার দুটি হাত ধরে আকুল হয়ে বলল–"আজ না, এখন নয়। আমি এত কষ্ট পাচ্ছি আজ। তুমি আমার দিকে এ রকম করে তাকাচ্ছ কেন? আমরা এককালে বন্ধু ছিলাম..."

বুক ভরে উঠল, নাচওয়ালাদের কাছে গেলাম।

খানিকবাদে এড্‌ভার্ডাও এল, সেই মুসাফির যেখানে বসে পিয়ানোয় একটা নাচের গৎ বাজাচ্ছে সেখানে গিয়ে ও বসল। ওর মুখ দুঃখে করুণ।

নিবিড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে–"কোনোদিন বাজাতে শিখলাম না। যদি পারতাম!"

কি জবাব দেব এর? আমার হৃদয় ওর দিকে এত নুয়ে রয়েছে, ওর দিকে উড়ে গেছে একেবারে। বললাম–"তুমি হঠাৎ এ রকম ম্লান হয়ে গেলে কেন, এড্‌ভার্ডা? দেখে আমার এত কষ্ট হচ্ছে, তুমি যদি জানতে!"

"কেন, জানি না।" ও বলে–"সব কিছুর জন্যই হয়ত! ভালো লাগে না। ইচ্ছে হচ্ছে, সব এবার চলে যায়–সব্বাই। না, না, তুমি না, –শেষ পর্যন্ত খালি তুমি থাক।"

ওর কথা আবার আমাকে তাজা করলে, ঘরে রৌদ্র দেখে আমার চোখ খুশিতে ভরে গেল। 'ডিন'-এর মেয়ে কাছে এসে কথা কইছে–আমার ভালো লাগছে না এখন–খুব কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছি। ইচ্ছে করেই ওর দিকে তাকাই না–ও বলেছিল আমার চোখ নাকি পশুদের মতোই ধারালো। ও এড্‌ভার্ডাকে বলছিল এখন–একবার এক জায়গায়–'রিগা'য় হয়ত–কে একজন ওর পিছু নিয়েছিল রাস্তার পর রাস্তা।

"আমি যে রাস্তায় যাই, ও-ও সেই রাস্তায়ই আসে, আর আমার দিকে চেয়ে হাসে।" ও বললে।

"কেন লোকটা কি অন্ধ?" বললাম, এড্‌ভার্ডাকে খুশি করতে, ঘাড় দুটো নাড়লাম পর্যন্ত।

তরুণী আমার কথার কর্কশতা তখুনি বুঝে ফেলে বললে–"হ্যাঁ, আমার মতো বুড়ি ও কুৎসিত মেয়ের পিছু যে নেয় সে অন্ধই বটে।"

এড্‌ভার্ডা আমাকে কিছু না বলে ওর বন্ধুকে নিয়ে চলে গেল–ওরা একসঙ্গে মাথা নেড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কি সব বলাবলি করছে। তারপর থেকে আমি একেবারে একা।

আরেক ঘণ্টা কাটল ; সিন্ধু-শকুনরা জেগে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে ; খোলা জানলা দিয়ে ওদের ডাক বুকে এসে লাগছে। পাখীদের প্রথম ডাক শুনে আমার শরীর যেন আনন্দে কম্পিত হতে লাগল, ইচ্ছে হল–সেই দ্বীপে ফিরে যাই–একা।

ডাক্তারের মেজাজ খুব দরাজ আজ, সবাইকে খুশি রেখেছে। মেয়েরা ওর সঙ্গ ও সান্নিধ্যে এতটুকু শ্রান্ত হয় না। ঐ জিনিসটাই কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? ওর খোঁড়া পা ও

BanglaBook.org

কৃশ চেহারা দেখে–এই মনে হচ্ছে ও বারে বারে অদ্ভুত ভঙ্গী করে কথাবার্তা কয়, আমি জোরে হেসে উঠি। ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কি না, তাই ওকে সমস্ত কিছু সুবিধা করে দিই–আর আমি নির্জীব হয়ে চেয়ে থাকি। এখানে ওখানে সর্বত্রই ডাক্তার–বলি–"ডাক্তারের কথা শোন সবাই।" আর ও যা বলে সবতাতেই হেসে উঠি।

ডাক্তার বললে–"পৃথিবীকে খুব ভালবাসি আমি। দাঁত ও নখ দিয়ে জীবনকে আমি আঁকড়ে থাকি। আর, যখন মরব, লণ্ডন কি প্যারির কোনোখানে যেন একটু কোণ পাই, আর যেন নাচগানের হল্লা শুনি–সব সময়।"

"চমৎকার।" হেসে-হেসে গড়িয়ে পড়লাম, দম আটকে এল। একটুও মদ খাইনি কিন্তু।

এড্‌ভার্ডাকেও খুশি দেখাচ্ছে।

অতিথিরা সব বিদায় নিচ্ছে–পাশের ছোট্ট ঘরটাতে পালিয়ে গিয়ে চুপ করে বসে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সিঁড়িতে একের পর এক সবাইর বিদায়জ্ঞাপন শুনতে পাচ্ছি–ডাক্তারও বিদায় নিয়ে চলে গেল টের পেলাম। সমস্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। আমার হৃদয় কাঁপছিল, কখন ও আসে।

এড্‌ভার্ডা এল। আমাকে দেখে ভারি অবাক হয়ে গেল–হেসে বললে–"তুমি আছ? শেষ পর্যন্ত যে থেকে গেলে–এ তোমার অসীম দয়া। আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি আজ।

দাঁড়িয়েই রইল।

উঠে পড়ে বললাম–"তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার তাহলে। আশা করি, তুমি আমার ওপর বিরক্ত হওনি, এড্‌ভার্ডা। খানিক আগে তুমি ভারি মনমরা ছিলে, আমার এত খারাপ লাগছিল।"

"ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আর কিছু না বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলল–"ধন্যবাদ! সন্ধ্যাটা ভারি সুখে কাটল।"

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসছিল, বাধা দিলাম।

"কিছু দরকার নেই। আমি নিজেই পথ চিনে যেতে পারব।"

তবুও আমার সঙ্গে ও এল। আমি আমার টুপি, বন্দুক ও ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম, ও ততক্ষণ বারান্দাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোণে একটা ছড়ি ; বেশ দেখা যাচ্ছিল, ভালো করে তাকিয়ে চিনলাম ওটা কার–ডাক্তারের। ছড়িটা দেখে ফেলেছি বলে ও যেন একটু অপ্রস্তুত হল ; –ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল ও এর কিছুই জানে না। পুরো এক মিনিট কেটে গেল–কোনো কথা নেই। হঠাৎ ও অধৈর্যের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে উঠল–"তোমার ছড়ি, –তোমার ছড়ি নিতে ভুলো না।"

আমারই চোখের ওপর ডাক্তারের ছড়িটা ও আমার হাতে তুলে দিল।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম–ছড়িটা ও এখনো ধরে আছে, ওর হাত কাঁপছে। আমি ছড়িটা নিয়ে আবার কোণে তেমনি ঠেসান দিয়ে রেখে দিলাম। বললাম–"এ

BanglaBook.org

তো ডাক্তারের ছড়ি। বুঝতে পাচ্ছি না, কি করে খোঁড়া লোক তার ছড়ি ভুলে ফেলে যেতে পারে।"

"খোঁড়া লোক!" ও চীৎকার করে উঠল–এক পা আমার দিকে এগিয়েও এল–"তুমি খোঁড়া নও, জানি–খোঁড়া হলেও তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না, না কখনোই না। তুমি যাও।"

কিছু বলতে চাইলাম হয়ত, কিন্তু বুক সহসা খালি হয়ে গেছে–মুখে রা নেই, গভীর নমস্কার করে দরজার পেছন দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। সামনের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত তাকিয়ে যেন কি দেখে নিলাম, –চলে গেলাম তারপর।

তাই ও ওর ছড়ি ফেলে রেখে গেছে–মনে হল–ফের ও ফিরে আসবে ছড়িটা নিয়ে যাবার জন্য। আমিই তাহলে এ রাত্রির শেষ অতিথি নই।

আস্তে হেঁটে চলেছি, বনের কিনারে এসে থামলাম। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল ডাক্তার আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বুঝি খুব জোরে পা চালিয়েছে। ওর কথা কইবার আগেই টুপি তুললাম–ওকে পরখ করতে। ও-ও তুলল। বরাবর ওর কাছে গিয়ে বললাম–"আমি তো তোমাকে কোনো অভিবাদন জানাইনি।"

ও চোখের দিকে চেয়ে রইল। –"অভিবাদন জানাওনি?"

"না।"

চুপচাপ।

"তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।" হঠাৎ ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। "আমি আমার ছড়িটা ফিরিয়ে আনতে চলেছি, –ফেলে এসেছি কি না।"

এর কিছু উত্তর দেওয়া যায় না, তাই অন্যদিক দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলাম। ওর সামনে বন্দুকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম–"লাফাও।"

ও যেন একটা কুকুর। ওর লাফাবার জন্য শিস্ দিলাম।

ওর মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে–ওর চোখের দৃষ্টি মাটিতে মিশে গেছে। হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল–অস্ফুট হাসিতে মুখ একটুখানি কোমল হল হয়ত–বললে–"তার মানে? কি বলতে চাও তুমি? কি হয়েছে তোমার?"

কি-ই বা বলব? ওর কথা বুঝি মন ছুয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ও ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল–"তোমার নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে। বল না কি হয়েছে? আমাকে বলতে কি বাধা?"

লজ্জায়, হতাশায় মন নুয়ে পড়ল। ওর শান্ত কথাগুলি আমাকে জন্তুরমতো নাড়া দিলে! ইচ্ছা করল ওর প্রতি আমিও এমনি সদয় হই, –আমার বাহু দিয়ে ওকে জড়ালাম, বললাম–"এর জন্য আমাকে মাপ কর, ডাক্তার। কি-ই বা আমার হবে?

কিছুই হয়নি–তাই তোমার সাহায্যের দরকার নেই কিছু। তুমি এড্‌ভার্ডাকে খুঁজছ, না? বাড়িতেই ওকে পাবে। শিগ্‌গির যাও, নইলে এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে হয়ত।

BanglaBook.org

ও আজ ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে–আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। তোমাকে সব চেয়ে শুভ সংবাদ দিলাম–বাড়িতেই পাবে ওকে, যাও। শিগ্‌গির।"

ডাক্তারকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে বন পেরিয়ে কুটিরে এসে পৌঁছুলাম।

এসেই বিছানার ওপর বসলাম–হাতে বন্দুক, কাঁধে সেই ব্যাগটা। মনে নানারকম আজগুবি চিন্তা ভিড় করছিল। ডাক্তারের কাছে নিজেকে এত খেলো করে দিলাম কেন? গলায় বন্ধুর মতো বাহু রেখেছি, ওর দিকে সস্নেহে চেয়েছি–ভাবতে ভারি রাগ হচ্ছিল এখন, হয়ত এই কথা নিয়ে ও মনে মনে ঠাট্টা করবে–হয়ত এতক্ষণে এই নিয়ে এড্‌ভার্ডার সঙ্গে ও খুব হাসছে। আচ্ছা, ও ওর ছড়িটা দেয়ালের কোণে রেখে এল! হাঁ, আমি যদি খোঁড়া হতাম, তবুও ডাক্তারের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না–কখ্‌খনো না, এড্‌ভার্ডা আমাকে তাই বললে।

মেঝের মাঝখানে এসে, বন্দুকটা খাড়া করলাম। আমার বাঁ পায়ের পাতার কুঁজোর ওপর-পিঠে বন্দুকের মুখটা লাগিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম। পা ভেদ করে গুলিটা মেঝের মধ্যে গিয়ে সেঁধোল। ঈশপ্‌ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

খানিক বাদে দরজায় কে টোকা দিলে।

ডাক্তার।

"তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত।" ও বললে–"তুমি তাড়াতাড়ি চলে গেলে, তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে পর্যন্ত পারলাম না। একি, বারুদের গন্ধ?"

ওর মধ্যে একটুও অস্থিরতা নেই।

"এড্‌ভার্ডার সঙ্গে দেখা হল? ছড়ি পেলে?" শুধোলাম।

"পেয়েছি। কিন্তু এড্‌ভার্ডা শুতে চলে গেছে। ... এ কি, তোমার পা থেকে রক্ত পড়ছে?"

"ও কিছু না। বন্দুকটা সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিলাম, –তাইতেই এ কাণ্ড। কিছু না তেমন। যাও, আমি কি তোমাকে এমনি বসে বসে সব মাগনা খবর দেব নাকি? তুমি বল–ছড়ি ফিরে পেলে?"

ও আমার কথা যেন শুনলও না ; আমার ছেঁড়া বুট ও রক্তাক্ত পায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছড়িটা রেখে ও ওর হাতের দস্তানা খুলে ফেললে।

"চুপ করে বসে থাক–নড়ো না–বুটটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলছি। বন্দুকের এই আওয়াজটাই হয়ত দূর থেকে শুনেছিলাম।"

BanglaBook.org

বন্দুক নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলাম, –পরে কত অনুতাপ হচ্ছে। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বুঝি। কোন কাজই হল না তাতে, শুধু বহুদিন ধরে বিছানায় আটকে রইলাম। কী অস্বস্তির মধ্যে দিয়েই দিন কেটেছে, এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার ধোপানি রোজ এসে কাছে থাকত, খাবার কিনে আনত, ঘর গুছিয়ে দিত–কত দিন! তারপর...

ডাক্তার একদিন এড্‌ভার্ডার কথা পাড়লে। ওর নামটি আবার শুনলাম, ও কি করেছে কি বলেছে সব শুনলাম–যেন এ সবে আমার কিছু এসে যায় না, ডাক্তার যেন বাজে গল্প করছে! এত শিগ্‌গির লোকে ভুলে যেতে পারে, ভাবতে অবাক হয়ে যাই।

"আচ্ছা, এড্‌ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার নিজেরই বা কি মত? সত্য কথা বলতে কি, আমি ওর কথা কতদিন ভাবিনি। দাঁড়াও, তোমাদের মধ্যে একটা কিছু হয়েছে, –তোমরা এত কাছাকাছি থাকতে। একদিন সেই দ্বীপে চড়ুইভাতির সময় তুমি ছিলে ভোজদাতা আর ও তোমার সহচরী। অস্বীকার করো না ডাক্তার, তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু বোঝাপড়া হয়েছে। না, থাক, আমার কথার উত্তর দিয়ে কাজ নেই–আমাকে কেন বলতে যাবে? এস, অন্য কথা পাড়ি। আবার কবে বাইরে বেরুতে পারব?"

কি বললাম তাই ভাবছিলাম বসে। পাছে ডাক্তার কিছু বলে বসে–তার জন্য এত ভয় কেন? এড্‌ভার্ডা আমার কে? আমি ওকে ভুলে গেছি।

ঘুরে ফিরে আবার এড্‌ভার্ডার কথা উঠল, –ওকে বাধা দিলাম। কিন্তু, শুনতে এত ভয় কিসের?

"কেন এমনি করে কথার মাঝে থেমে যাচ্ছ?" ও বললে, –"আমি ওর নাম বলি, এ কি তোমার সহ্য হয় না?"

বললাম–"আচ্ছা, এড্‌ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার সত্যিকারের মত কি, বল। শুনব।"

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল ও। –"সত্যিকারের মত?"

হয়ত তোমার কাছ থেকে আজ কিছু নতুন কথা শুনব। তুমি হয়ত ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছ, তোমাকে হয়ত ও গ্রহণ করেছে। তোমাকে অভিনন্দিত করব নাকি? না? সে কি?"

"তুমি বুঝি এই ভয় করছিলে?"

"ভয়? ডাক্তার–"

চুপচাপ।

BanglaBook.org

"না।" ও বললে–"প্রস্তাবও করিনি, আমাকে ও গ্রহণও করে নি। তুমিই হয়ত করেছ, কেমন? এডভার্ডার কাছে প্রস্তাব চলে না–যাকে ও খুশি তাকেই নেয়। ও কি শুধু একটি মেঠো মেয়ে ভাব? শিশুকালে ও শাসন পায়নি–একেবারে খামখেয়ালি, বড় হয়েও। উদাসীন? তাই বা কি করে বলি? উত্তপ্ত? –আমি বলি, বরফ। তবে কি ও? একটুকরো মেয়ে, ষোলো কি সতেরো–ঠিক তাই। ঐ ঠুনকো একটুখানি মেয়েকে বুঝতে যাও, দিশেহারা হয়ে গিয়ে নিজের বোকামিতে হাসবে। ওর বাপ পর্যন্ত ওকে বশে আনতে পারেনি ; বাইরে ও বাপের কথা একটু আধটু শোনে বটে, কিন্তু আসলে ও-ই কর্ত্রী। ও বলে, তোমার চোখ ঠিক জানোয়ারের মতো..."

"তোমার ভুল হয়েছে ; ও নয়। আর কেউ।"

"আর কেউ? কে আবার?"

"তা জানি না। ওর মেয়ে-বন্ধুদের কেউ–এড্‌ভার্ডা না।"

"দাঁড়াও, এড্‌ভার্ডাই..."

"তুমি যখন ওর দিকে তাকাও ও তাই ভাবে, ও বলে। কিন্তু তোমার কি তাতে মনে হল যে তুমি ওর এক চুল কাছে এগিয়েছ? না। যত খুশি যেমন খুশি ওর দিকে তাকাও, ও দেখে ফেলে আপন মনে বলবে–ঐ লোকটা আমার দিকে খুব চোখ মারছে, ভাবছে ওতেই আমাকে বেঁধে ফেলবে! এই ভেবে শুধু একটি চাউনি বা একটি কথার খোঁচায় তোমাকে দশ মাইল দূরে ঠেলে দেবে। তুমি কি ভাবছ আমি তাকে চিনি না? কত বয়েস ওর?"

"'৩৮ সালে ও জন্মেছে, –ও তো বলে।"

"মিথ্যে কথা। আমি একদিন এমনি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওর বয়েস কুড়ি, যদিও পনেরো বলে ওকে চালানো যায়। ও সুখী নয়–ওর ঐ ছোট্ট মাথার মধ্যে অনেক কিছুর বিপ্লব চলেছে। যখন ঐ পাহাড় আর সমুদ্রের পানে তাকিয়ে বেদনায় মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে ওঠে–তখন, সেইখানেই ওর দুঃখ। কিন্তু অহঙ্কারে চোখের জল ফেলল না কোনোদিন। একটু বেশি রকম কল্পনাপ্রিয়–ও ওর রাজপুত্রের প্রতীক্ষা করছে। তুমি নাকি একজনকে একবার একটা পাঁচ ডেলার-এর নোট দিয়েছিলে–সত্যি? কি ব্যাপার?"

"ঠাট্টা করেছিল। কিছু নয়।"

"কিছু বৈ কি। আমারো সঙ্গে এমনি করেছিল একবার, বছরখানেক আগে। ডাক-জাহাজে আমরা তখন যাচ্ছিলাম–জাহাজ ডাঙায় ভিড়েছে। বৃষ্টি পড়ছিল, ভারি ঠাণ্ডা। কোলে ছেলে নিয়ে একটি মেয়ে ডেক-এ বসে কাঁপছিল। এড্‌ভার্ডা তাকে শুধোল–'বড্ড শীত করছে তোমার?' করছে বৈ কি। 'ছোট্ট খোকাটিরো?' হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এড্‌ভার্ডা বললে–'ক্যাবিনের মধ্যে যাও না কেন?' মেয়েটি বললে–ডেক-এর এই বাইরে-দিকটার টিকিট আমার।' এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল। বললে–'এই মেয়েটির ডেক-এর বাইরে-দিকের টিকিট।' তাতে কি? কিন্তু ওর চাউনি বুঝতে তো দেরি হল না! খুব বড়লোক তো নিজে নই, যাই পাই তার জন্যে

BanglaBook.org

কী ভীষণ খাটতে হয়, এক আধলা খরচ করবার আগে দুবার ভাবি–চলে গেলাম সেখান থেকে। মেয়েটিকে কেউ সাহায্য করুক এই যদি এড্‌ভার্ডা চায়, তবে ও নিজেই দিক না। ও আর ওর বাপ আমার চেয়ে ঢের বড়–টাকায়! সত্যি-সত্যি এড্‌ভার্ডাই দিল। সেদিক দিয়ে ও চমৎকার–কে বলে ওর হৃদয় নেই? কিন্তু আমি ঐ মেয়েটি ও তার ছেলের সেলুন-ভাড়া দিই এই তো সর্বান্তঃকরণে চাইছিল–ওর দুই চোখে তো তাই পড়ছিলাম। তারপর কি হল, ভাবতে পার? মেয়েটি উঠে ওকে ধন্যবাদ জানালে। 'ধন্যবাদ আমাকে নয়।' এড্‌ভার্ডা বললে–'ঐ ভদ্রলোকটিকে।' আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। মেয়েটি আমাকেও ধন্যবাদ দিলে ; –কি বলব? চলে গেলাম শুধু। ঐ ওর রকম! কিন্তু ওর সম্বন্ধে আরো কত কথা বলা যায়। মাঝিকে সেই পাঁচ ডেলার–ও নিজেই দিয়েছিল তা। তুমি যদি দিতে তবে ও ওর দুই বাহু দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করে সেখানেই চুম্বন করত। একটা ছেঁড়া জুতোর জন্যে এতগুলি টাকা খরচ করলে তুমি ওর মনে নিশ্চয় রাজপুত্রেরই মতো বিরাজ করতে–তা ওর ভারি মনোমত হত–তোমার কাছ থেকে ও তাই আশা করছিল। তুমি তা করলে না–ও নিজে তোমার নামে তাই করলে। ঐ ওর ধরণ–খামখেয়ালি, কিন্তু ভারি হিসেবি।"

"এমন কি কেউ নেই যে, ওকে জয় করতে পারে?" শুধোলাম।

সে-প্রশ্ন এড়িয়ে ডাক্তার বললে–"ওর দরকার শাসন। বড্ড বাড় ওর, যা খুশি তাই ও করে, আর সব সময়েই জেতে। কেউ ওকে অমান্য করে না, –কিছু-না-কিছু করবার হাতের কাছে আছেই ওর। আমি ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করি, দেখেছ? পাঠশালার মেয়ে, খুকি! ওকে হুকুম করি, ওর কথা বলার ধরণকে নিন্দা করি, কড়া চোখ রাখি–ও কি কিছু বোঝে না, ভাব? গর্বিত, কঠিন–প্রত্যেকবার ওর ঘা লাগে, প্রত্যেকবার অহঙ্কারে ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কিন্তু ওর সঙ্গে অমনিই ব্যবহার করা উচিত। তুমি যখন এখানে প্রথম এলে–আমি তখন ওর সঙ্গে প্রায় এক বছর মিশছি–সব শুধরে আসছিল ; বিরক্ত হতে-হতে বেশ বুঝ হয়ে উঠছিল ও। তুমি এসে সব উল্টে দিলে–সব। এমনি করেই যায় সব–একজন ছাড়ে আরেকজন এসে তুলে নেয়। তোমার পরে তৃতীয় আরেকজন আসবেন, –নিশ্চয়ই–তুমি তাঁকে চেন না।"

মনে হল, ডাক্তার কিসের যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে। বললাম–"এত কষ্ট করে আমাকে এ লম্বা গহ্বলবার কি দায় পড়েছে তোমার, ডাক্তার? কেন? ওর শিক্ষা সম্বন্ধে আমাকেও কিছু সাহায্য করতে হবে নাকি।"

আবার একেবারে আগুন। আমার কথায় কান-ও পাতলা না, বলে চলল–"জিজ্ঞেস করেছিলে, কেউ ওকে পেতে পারে কি না। কেন পারবে না? ও ওর রাজপুত্রের প্রতীক্ষা করছে, সে এখনো আসেনি। বারে-বারে ও ভাবে, তাকে পেয়েছি বুঝি, বারে-বারে ওর ভুল ভাঙে। তোমাকেও ভেবেছিল–বিশেষ জানোয়ারের চোখের মত তোমার চোখ। হা হা! তোমার ইউনিফর্মটা সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে, কাজে

BanglaBook.org

লাগত। কেন ওকে পাবে না? কতদিন ওকে দেখেছি, বেদনায় দুই হাত মুচড়ে-মুচড়ে ও কার প্রতীক্ষা করছে, কে এসে ওকে কেড়ে নিয়ে যাবে, ওর প্রাণ আর সর্বদেহের ওপর রাজত্ব করবে... হ্যাঁ, একদিন সে আসবে হঠাৎ–একেবারে অসাধারণের মতো। ম্যাক্ ভ্রমণে বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে ওর। অনেকদিন আগে এমনি একবার বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে একটি লোক নিয়ে এসেছিল।"

"লোক নিয়ে এসেছিল?"

"সে কোনো কাজের নয়।" মলিন হাসি ডাক্তারের মুখে–"আমারই বয়সী সে–আমারই মতন খোঁড়া। রাজপুত্র হতে পারল না।"

"তারপর চলে গেল? কোথায় চলে গেল?" ওর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম।

"চলে গেল? কোথায়? –জানি না।" অস্পষ্ট ডাক্তারের কথা–"অনেকক্ষণ বাজে বকছি আমরা। তোমার পা–তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে বেরুতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, চললাম, বিদায়!"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কুটিরের বাইরে নারীকণ্ঠ–রক্ত যেন মাথায় উঠে এল–এড্‌ভার্ডা।

"গ্লাহ্‌ন–গ্লাহ্‌নের অসুখ, শুনলাম।"

ধোপানি বাইরে ছিল, বললে–"প্রায় সেরে উঠেছেন।"

ওর মুখে আমার নামোচ্চারণ যেন একেবারে হৃদ্‌পিণ্ডে এসে লাগল, ও দুবার আমার নাম বলেছে, কত ভালো লাগছে তাতে। পরিষ্কার মিষ্টি ওর গলা!

টোকা না দিয়েই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ঢুকে আমার দিকে চাইল ও। হঠাৎ মনে হল–যেন সেই পুরানো দিনের মতো–সেই রং-করা জ্যাকেট গায়ে, কোমর সরু দেখাবার জন্য সেই নীচু করে ঘাগরা পরা। ওকে আবার দেখলাম, সেই দৃষ্টি মুখ, কপালের নীচে দুটি বাঁকানো ভ্রু-ধনু, দুটি শিথিল হাত ; –আমার মাথা ঘুরে উঠল। ভাবলাম ওকে আমি চুম্বন করেছি! উঠে দাঁড়ালাম।

"আমি এলেই তুমি দাঁড়াও। কেন? বোস, তোমার পায়ে লাগবে। কেন বন্দুক ছুঁড়েছিলে বল তো? আমি কিছুই জানতাম না, সবে শুনলাম। এতদিন কেবল ভেবেছি : গ্লাহ্‌নের কি হল? –আর আসে না। সত্যিই কিছু জানতাম না, জানতাম না। প্রায় একমাসের ওপর তুমি ভুগছ, অথচ কেউ আমাকে কিছু বলেনি। কেমন আছ এখন? ভারি শুকিয়ে গেছ কিন্তু, চেনা যাচ্ছে না। তোমার পা–তুমি খোঁড়া হয়ে যাবে নাকি? ডাক্তার বলছে, কিছু ভয় নেই, পা ঠিক থাকবে। সত্যি, যদি খোঁড়া না হও, কি সুখী যে হই, কত ভালোবাসি তোমাকে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। না বলে হঠাৎ চলে এলাম বলে ক্ষমা করেছ আশা করি–ছুটে আসছি..."

আমার কাছে নুয়ে এল–এত কাছে–মুখের ওপর ওর নিশ্বাস পাচ্ছি। ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালাম। ও একটু সরে গেল। ওর দুটি চোখ ভিজা!

বললাম–"বন্দুকটা ঐ কোণে ছিল, বোকার মত এমনি ধরে ছিলাম, হঠাৎ গুলি ছুটল। হঠাৎ–"

মাথা নেড়ে ও বললে–"হঠাৎ। দেখি, বাঁ পা, –ডান না হয়ে বাঁ-ই বা কেন? হাঁ, হঠাৎ–"

"সত্যিই হঠাৎ।" বললাম–"কি করে জানব বাঁ না ডান? দেখ না, বন্দুকটা যদি এমনি থাকে, তবে কোন পায়ে লাগে? ডান? যা-তা কাণ্ড–"

অদ্ভুত ভাবে তাকায়। চারিদিকে চেয়ে বলে–"ভালো আছ তাহলে? খাবারের জন্য ঐ মেয়েটাকে কেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও নি? কি খাচ্ছ?"

আরো কতক্ষণ আলাপ হ'ল। বললাম–"যখন তুমি এলে, তোমার সমস্ত দেহে চাঞ্চল্য, চোখে অপূর্ব জ্যোতি, তুমি তোমার হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে

BanglaBook.org

দিয়েছিলে। কিন্তু তোমার চোখ আবার ম্লান হয়ে এসেছে। কিছু কি অপরাধ করেছি?"

স্তব্ধ!

"মানুষ সব সময়েই একরকম থাকতে পারে না..."

বললাম–"একটা কথা আমাকে বল। তোমাকে কী আঘাত দিলাম–ভবিষ্যতে শোধরাতে পারব তাহলে–"

ও জানলা দিয়ে দূর আকাশের দিকে চাইল, ব্যথিত স্বরে বললে–"কিছুই না, গ্লাহ্ন। শুধু-শুধু মনে ভাবনা আসে। তুমি রাগ করেছ? কেউ অল্প দেয়–কিন্তু তাদের পক্ষে সেটুকুন দেওয়াই কত দুঃসাধ্য–কেউ বা ঢেলে দেয়, একটুও যায় আসে না তাতে–এদের মধ্যে কে সত্যিই বেশি দেয়–বলতে পার? অসুখে তুমি ভারি মলিন হয়ে গেছ। আমরা কেন এ সব বাজে বকছি? হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললে–মুখ ওর খুশিতে রাঙা–"শিগ্‌গিরই তুমি ভালো হয়ে যাবে। আবার দেখা হবে আমাদের।"

ও হাত বাড়িয়ে দিল।

কি যে মাথায় এল–হাত নিলাম না। আমার হাত দুটো পেছনে রেখে উঠে দাঁড়ালাম–নীচু হয়ে নমস্কার জানালাম–দয়া করে আমাকে যে দেখতে এসেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ।

"তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারলাম না, মাফ কোরো।"

ও চলে গেলে চুপ করে বসে রইলাম বিছানায়। ইউনিফর্মটা ফিরিয়ে দেবার জন্য একটা চিঠি লিখলাম।

BanglaBook.org

বনে প্রথম দিন।

শ্রান্ত–অথচ সুখী ; সমস্ত প্রাণী কাছে এসে মুখের দিকে তাকাচ্ছে, গাছের পোকা, পথের পোকা। সুপ্রভাত, তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল! অরণ্য যেন আমার মধ্যে মর্মরিত হচ্ছে, ওর প্রতি নিবিড় স্নেহ অনুভব করলাম–আমি যেন আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় গলে যাচ্ছি! বন্ধু অরণ্য, হৃদয় থেকে তোমার জন্যে শুভকামনা করছি, সুখী হও!

থামি, সমস্ত পথ ঘুরি ফিরি, সমস্ত কিছুর নাম ধরে ডাকি, চোখ জলে ভরে ওঠে। পাখী, গাছ, পাথর, ঘাস, পিঁপড়ে–সবাইকে সম্বোধন করি। উঁচু পাহাড়ের দিকে তাকাই, ভাবি, ওরা যেন আমাকে ডাকে! 'এই যাচ্ছি–' কথা কয়ে উঠি। ঐ বাজপাখীটার বাসা চিনি। পাহাড়ের উপরে ওদের শব্দ শুনে মন উড়ে চলে।

দুপুরে নৌকা নিয়ে একটা ছোট দ্বীপে এসে ভিড়লাম। আমার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু, পেলব বৃন্ত–বেগুনি রঙের ফুল–বুনো ঘাস ও কাঁটা-গাছ ভিড় করে আছে, ঠেলে চলেছি। একটা পশু নেই, –মানুষও না। পাহাড়ের নীচে সমুদ্র ধীরে ফেনায়িত হচ্ছে, দূরে পাহাড়ের ওপর দলে-দলে পাখীরা উড়ছে, চেঁচাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে সমুদ্র যেন আমাকে প্রিয়ার মত আলিঙ্গন করে ধরেছে ; ধন্য এই জীবন ও পৃথিবী ও আকাশ, ধন্য আমার শত্রু ধন্য–আমি এখন আমার নিদারুণ শত্রুকেও বিনীত সম্ভাষণ করতে পারি, তার জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে পারি।

ম্যাক্-এর নৌকা থেকে একটা শব্দ ভেসে এল–পরিচিত গানের সুর, সমস্ত মন যেন রৌদ্র লেগে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। দাঁড় বেয়ে চলে জেলেদের কুটির পেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরি। দিন মরে এসেছে, ঈশপের সঙ্গে একত্রে খাওয়া সেরে আবার বনে বেরিয়েছি। আমার মুখে মৃদু বাতাসের স্পর্শ লাগছে। আমার মুখ স্পর্শ করেছে বলে বাতাসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওদের বলিও সে কথা, ধন্যবাদে আমার শিরায় রক্তধারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমার হাঁটুর ওপর ঈশপ্ ওর একটি থাবা তুলে দেয়। দেহে ক্লান্তি নামে, ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘণ্টা বাজছে। বহুদূরে সমুদ্রের মাঝে একটা পাহাড়, দুইবার প্রার্থনা করি, একবার আমার জন্য, আরেকবার কুকুরের জন্য ; –পাহাড়ে যাই।

টকটকে লাল আকাশ–আমার চোখের সুমুখে সূর্য, নমস্কার। রাত্রি যেন আলোকের সঙ্গে প্রতিধ্বনি করছে। আমি ও ঈশপ্–সব শান্ত, সুষুপ্ত। আমরা আর ঘুমুব

BanglaBook.org

না–শিকারে বেরুব, কুকুরকে বলি–আমাদের মাথার ওপরে লাল সূর্য হাসছে, ফিরে যাব না আর। ... মনে পাগল চিন্তার ভিড় জমে।

উত্তেজিত, অথচ দুর্বল–মনে হল কে যেন আমাকে চুম্বন করছে, ঠোঁটে তার চুম্বন লেগে আছে। বাঃ, কেউ নেই তো। "ইসেলিন্!" ঘাসের ওপর অস্ফুট একটি শব্দ–হয়ত একটি শুকনো পাতা খসল, হয়ত বা পদধ্বনি কার। বনের মধ্যে অপরূপ চাঞ্চল্য–নিশ্চয়ই এ ইসেলিন্-এর নিশ্বাস! এখানেই ওর বাসা, এখানে ও হলদে-জুতো-পরা নীল-কুর্তি-গায়ে কত শিকারীর প্রার্থনা শুনেছে। চার পুরুষ আগেও ওর জানলায় বসে বনে বনে শিঙা-নাদের প্রতিধ্বনি শুনত। ছিল বলগা হরিণ, নেকড়ে আর ভালুক–অসংখ্য শিকারী। তারা সবাই দেখেছে কেমন করে ও ছোট্টটি থেকে ডাগর হ'ল, ওরা সবাই ওর জন্য প্রতীক্ষা করে গেছে। কেউ কেউ দেখেছে ওর চোখ, কেউ শুনেছে ওর গলা–কিন্তু এক রাতে এক বিনিদ্র গেঁয়ো শিকারী উঠে পড়ে লুকিয়ে ওর ঘরে গিয়ে ওর কোমরের সুমুখের সাদা মখমলটি দেখে এল। যখন সবে ওর বারো বছর বয়েস, ডাণ্ডাস্ এল। স্কচ, জেলে–দেদার জাহাজ ওর। ছেলে ছিল একটা। যখন ইসেলিন্ ষোলো হ'ল, ডাণ্ডাস্‌কে দেখলে। ঐ ওর প্রথম প্রেমিক...

এমনি সব আজগুবি চিন্তা–মাথা ভারী হয়ে আসে। চোখ বুজে ইসেলিন্-এর চুম্বনের প্রতীক্ষা করি। ইসেলিন্, অন্তরঙ্গ, তুমি কি এখানে? ডাইডেরিক্‌কে কি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছ?... মাথা আরো ভারী হয়, ঘুমের তরঙ্গের ওপর ভাসি।

কে যেন কথা কইছে, যেন সপ্তর্ষি আমার রক্তের ছন্দে গান গাইছে। –ইসেলিন্-এর গলা : "ঘুমোও, ঘুমোও।"

আমি আমার প্রথম প্রেমের গল্প বলি, প্রথম রাত্রির। মনে আছে দরজা বন্ধ করে রাখতে ভুলে গেছলাম। আমার ষোলো বছর বয়েস, বসন্তের বেলা তখন, মিঠে বাতাস। ডাণ্ডাস্ এল, ঈগলের পাখার ঝাপটের মতো। শিকারে বেরুবার আগে ওর সঙ্গে একদিন মোটে দেখা হয়েছিল, পঁচিশ ওর বয়েস, অনেক দূর থেকে এসেছে। বাগানে আমার পাশে-পাশেই হাঁটল, আর যেমনি আমাকে ছুঁল, ভালবাসলাম। কপালে ওর দুটি লাল দাগ, ইচ্ছে হ'ল ঐ দুটো দাগের ওপর চুমু দিই।

শিকারের পর বিকেলে ওকে বাগানে খুঁজতে বেরুলাম–যদি ওকে না পাই, ভারি ভয় করছিল। আপন মনে ওর নামটা আস্তে একটু আওড়ালাম, ও যেন না শোনে! ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে–"মাঝ রাতের এক ঘণ্টা বাদে।"

চলে গেল।

"এক ঘণ্টা বাদে মাঝ রাতের," নিজের মনে বললাম–"কি তার মানে? জানি না। হয়ত ও দূর দেশে চলে যাচ্ছে, হয়ত মাঝ রাতের এক ঘণ্টা বাদেই, কিন্তু আমার তাতে কি?"

তারপর–আমার দরজা বন্ধ করে রাখতে হঠাৎ ভুলে গেলাম...

মাঝরাতের এক ঘণ্টা বাদে ও আসে।

BanglaBook.org

"দোর কি বন্ধ ছিল না?" শুধোই।

"এখন বন্ধ করে দিচ্ছি।" ও বলে।

দরজা বন্ধ করে দেয়। শুধু আমরা।

কি বিশ্রী ওর ভারী বুটের শব্দ! "আমার ঝিকে জাগিয়ে দিয়ো না।" বলি। "চেয়ারটা পর্যন্ত নড়বড়ে, বসলেই আওয়াজ হয়। না না, ঐ চেয়ারটায় বসো না, ভাঙা।"

"তোমার পাশে বসি তাহলে?"

"বসো।" বলি।

শুধু ঐ চেয়ারটা ভাঙা বলে–

সোফায় আমরা দুজনে বসি।

"ঠাণ্ডা গা তোমার।" আমার হাত ধরে ও বললে–"তুমি সত্যিই কি কালিয়ে গেছ!" আমাকে ঘিরে ওর বাহু।

ওর বাহুবন্ধনে তপ্ত হয়ে উঠলাম। তাই আরো একটু বসলাম দুজনে। একটা মোরগ ডেকে উঠল।

"শুনলে, মোরগ ডাকছে?" ও বললে–"ভোর হয়ে এল।"

আমাকে ও ছুঁল! হারিয়ে গেলাম।

"সত্যিই কি মোরগ ডাকছে?" ঢোক গিলে বললাম।

ওর কপালে সেই দুটি জ্বরে-পোড়া লাল দাগ! উঠতে চাইলাম ; দিল না উঠতে, ধরে রইল। সেই দুটি মিষ্টি দাগে চুমু দিলাম–ওর সামনে চোখ বুজে আছি।

ভোর হয়ে গেল। উঠলাম–সব অচেনা–এ যেন আমার ঘরের দেয়াল নয়, নিজের জুতো যেন চিনতে পাচ্ছি না–একটা আকুল শিহরণে যেন সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। কি এ? হাসি পেল। কটা এখন? জানি না–শুধু মনে আছে দোরে খিল দিতে ভুলে গেছলাম।

ঝি আসে।

"ফুল গাছে এখনো জল দেওয়া হয়নি।" বলে।

ফুলের কথা ভুলে গেছি।

"তোমার পোশাক কুঁচকে গেছে–" ও বলে।

হাসি পেল। গত রাত্রে বোধ হয়।

দরজার কাছে একটা গাড়ি দাঁড়ায়।

"বেড়ালটার জন্যে দুধ নিই।" ও বলে।

ফুলের কথা ভাবি না, না পোশাক, না বেড়ালের।

শুধোই, "ডাণ্ডাস্ এল কি না দ্যাখ তো। ওকে আসতে বল, ওর জন্যে বসে আছি।"

... ভাবি, এসে আজও কি দোর বন্ধ করে দেবে?

দরজায় কে টোকা দেয়। খুলে দরজাটা নিজেই বন্ধ করি, ওকেই বরং একটু সাহায্য করা হ'ল।

BanglaBook.org

'ইসেলিন্।' ও ডাকে। পুরো এক মিনিট ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে।

'তোমাকে ডেকে পাঠাই নি।' কানে-কানে বলি।

'পাঠাও নি?'

ব্যথা পাই যেন, বলি, 'না, পাঠিয়েছিলাম। তোমার জন্যে এত অপেক্ষা করছিলাম। একটু থাক।'

ওরই জন্য চোখ ঢেকে রইলাম। ও আমাকে ছেড়ে দিল না ; ওর কাছে সরে এসে লুকিয়ে আছি।

'মোরগ ডাকছে।' ও বললে।

'না, কোথায় মোরগ?'

ও আমার বুক চুম্বন করল।

'দাঁড়াও দোর বন্ধ করে দিয়ে আসি।' ও উঠতে চাইল।

উঠতে দিলাম না। বললাম কানে-কানে–দরজা বন্ধ আছে।

আবার সন্ধ্যা–চলে গেল ডাণ্ডাস্। আয়নার সামনে দাঁড়ালাম, দুটি প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু আমাকে সম্ভাষণ করছে–হৃদয় দুলে কেঁপে শিউরে উঠছে। আমার চোখ যে এত সুন্দর তা তো জানিনি আগে, নিজের ঠোঁটের ওপর আয়নায় চুমু দিলাম–

এই আমার প্রথম রাত্রি-প্রভাত ও সন্ধ্যা। আরেক সময় তোমাকে ভেণ্ড্ হার্লুফ্সেন্-এর গল্প করব। ওকেও ভালবাসতাম, ঐ দূরে দ্বীপে ও থাকত–এখান থেকে দেখা যায়–কতদিন বিকেলে নৌকা করে ঐ পারে গেছি, ওর কাছে। স্টেমার-এর গল্পও বলব তোমাকে। ছিল পুরুত, কিন্তু ভালবাসতাম। সবাইকেই ভালবাসি...

আধ ঘুমের মধ্যে মোরগের ডাক শুনি–নীচে, সিরিল্যাণ্ড-এ।

শোন ইসেলিন্! আমাদের জন্যেও মোরগ ডাকছে–

সুখে চেঁচিয়ে উঠি, দুই হাত বাড়িয়ে দিই। জাগি। ঈশপ্ও নড়ে উঠেছে। চলে গেল–দারুণ বেদনায় বলে ফেলি, চারপাশে তাকাই। কেউ নেই–ফাঁকা। ভোর হয়ে গেছে, নীচে সিরিল্যাণ্ড-এ এখনো মোরগ ডাকছে।

কুঁড়ের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে–এভা। হাতে একটা দড়ি, কাঠ আনতে যাচ্ছে। মেয়েটির জীবনের এই ভোরবেলা, তরুণ ওর দেহ–নিশ্বাসে ওর বুক দুলছে, রোদ এসে পড়েছে।

"তুমি ভেবো না..." কথা শেষ করতে পারে না।

"কি ভাবব না এভা?"

"যে তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এ পথে এসেছি। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে–" লজ্জায় ওর মুখ ঈষৎ রাঙা হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

পা-র ব্যথাটা কিছুতেই সারছে না, রাতে মাঝে মাঝে টন্‌টন্ করে–জেগে থাকি। হঠাৎ চিড়িক্ দিয়ে ওঠে, বাদলা নামলেই বাতে ধরে। ঢের দিন হয়ে গেল। কিন্তু খোঁড়া হলাম না একেবারে।

দিন যায়।

ম্যাক্ ফিরেছে, খবর পেলাম। আমার নৌকা নিয়ে গেল ; বেজায় অসুবিধায় পড়তে হ'ল কিন্তু–শিকার কিছুই জুটছে না। কিন্তু হঠাৎ নৌকাটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল কেন? ম্যাক্-এর দুজন লোক এক বিদেশী লোককে নিয়ে সকালবেলা নৌকা করে হাওয়া খায়।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা।

"আমার নৌকাটা নিয়ে গেল।" বললাম।

"নতুন লোক এসেছে।" বললে ও–"সকালে বেড়াতে নিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে আনতে হয়। সমুদ্র দেখছে।"

ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোক। স্টিমারে হঠাৎ ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে–ওকে সবাই ব্যারন্ বলে ডাকে। ম্যাক্-এর বাড়িতে ওকে দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। ও আসাতে বেশ একটা সোরগোল পড়ে গেছে যা হোক।

মাংসের জন্যে ভারি অসুবিধা হচ্ছে, বিকেলের জন্যে এড্‌ভার্ডার কাছে কিছু চাইব ভাবলাম। চললাম সিরিল্যাণ্ড-এ। এড্‌ভার্ডার পরনে নতুন পোশাক, ও আরো একটু ঢ্যাঙা হয়েছে–ওর পোশাকের ঝুল আরো একটু লম্বা হয়েছে।

"উঠতে পাচ্ছি না, মাফ কর।" এইটুকু শুধু বললে, হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

"ওর শরীর ভালো না।" ম্যাক্ বললে–"ঠাণ্ডা লেগেছে। একটুও সাবধানতা নেয় না। ... তোমার নৌকা চাইতে এসেছ বুঝি? ওটার বদলে তোমাকে আরেকটা দেব–পুরানো, তা হোক–এখানে একজন নতুন লোক এসেছেন কি না–বৈজ্ঞানিক, তায় অতিথি, বুঝছই তো।"... তাঁর একটুও সময় নেই, সারাদিন খাটেন, সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। এক্ষুণি যেয়ো না, আসুন তিনি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হবে। এই ওঁর কার্ড–মুকুট-ছাপ-মারা–তিনি ব্যারন্। ভারি চমৎকার লোক। হঠাৎ দেখা হ'ল।"

যাক, খেতে বললে না। খালি যাচাই করতে এসেছি, বাড়ি ফিরে যাব এবার, ঘরে কিছু মাছ হয়ত এখনো আছে। খুব খাওয়া হ'ল... বেশ।

ব্যারন্ এল। বেঁটে, প্রায় চল্লিশ, চিমসে মুখ, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে, পাতলা কালো-দাড়ি। চোখা চোখ, জোরালো চশমা। শার্টের বোতামেও পাঁচ-মুখো মুকুটের

BanglaBook.org

ছবি। একটু নীচু হ'ল, কৃশ হাতে নীল শিরা ফুলে উঠেছে, হাতের নখগুলি হলদে। "খুব খুশি হলাম, লেফ্‌টেনেন্ট। আপনি কি এ জায়গায় বরাবর আছেন?"

"কয়েক মাস।"

বেশ ভদ্র। ম্যাক্ ওকে ওর সব মাপকাঠি, তৌল-দাঁড়ি, সমুদ্রের নানান খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলতে অনুরোধ করলে–ও-ও খুশি হয়ে বলে চলল–কোথায় কি রকম কাদা, কোথায় কি ঘাস। বারে-বারেই আঙুল দিয়ে মোটা চশমাটা নাকের ওপর ঠিক মতো বসাচ্ছে। ম্যাক্ খুব উৎফুল্ল। এক ঘণ্টা কাটল।

ব্যারন্ আমার সেই দুর্ঘটনার কথাও বললে–সেই বন্দুক নিয়ে বিতিকিচ্ছি কাণ্ডটা। ভালো হয়ে গেছি কি? শুনে খুশি হলাম।

কিন্তু কে ওকে বলেছে এ কথা? বললাম, "কার কাছে শুনলেন?"

"কে আবার? শ্রীমতী ম্যাক্। তুমিই নও?"

এড্‌ভার্ডা লজ্জার ভান করল।

বেচারা আমি–এতদিন ধরে কি দারুণ বেদনা বুক চেপে ছিল, বিদেশীর শেষ কথা শুনে ভারি সুখ হ'ল। এড্‌ভার্ডার দিকে তাকাইনি, কিন্তু মনে-মনে ওকে ধন্যবাদ দিলাম। ধন্যবাদ, তুমি আমার কথা বলেছ, তোমার জিভ দিয়ে আমার নাম উচ্চারণ করেছ–নাই বা রইল তার কিছু দাম–ধন্যবাদ!

বিদায় নিলাম। এড্‌ভার্ডা চুপ করে বসেই রইল, ওর যে অসুখ। উদাসীনের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে।

ম্যাক্ উৎসুক হয়ে ব্যারনের সঙ্গে বকে চলেছে। কন্‌সাল ম্যাক্-এর গল্প করছে এখন : "সে-কথা তোমাকে এখনো বলিনি বুঝি? এই হীরেটা রাজা কার্ল জোহান্ আমার ঠাকুরদার বুকে নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, কেউই দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিল না। যেতে যেতে জানলা দিয়ে একবার চাইলাম, এড্‌ভার্ডা দাঁড়িয়ে দুই হাতে পর্দা সরিয়ে দেখছে–দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী! নমস্কার করতে ভুলে গেলাম, অপ্রতিভ হয়ে চলে গেলাম তাড়াতাড়ি।

বনে এসে পড়েছি। "দাঁড়াও," নিজেকে বলি। বিধাতা, এর শেষ কোথায়? মনে আর কোনো অহঙ্কার নেই। এড্‌ভার্ডার করুণা আমার প্রতি সাতদিন বর্ষিত হয়েছিল–ফুরিয়ে গেছে! সেই সাতদিনের সম্বল নিয়ে আর কতদূর পথ ভাঙব? এবার থেকে হৃদয় কেঁদে বেড়াবে–ধূলো, হাওয়া, মাটি!...

ঘরে গিয়ে মাছ পেলাম, খেলাম।

একটা পাঠশালার ক্ষুদে মেয়ের জন্য জীবন দগ্ধ করছ, দুর্বহ তোমার রজনী! তপ্ত বাতাস হা হা করছে, গত বছরের দীর্ঘশ্বাস! অনির্বচনীয় নীল আকাশ, পাহাড় ডেকেছে আমাকে। আয় ঈশপ্...

এক সপ্তাহ কাটে। কামারের নৌকা ভাড়া করে মাছ ধরে চালাই। ব্যারন্-এর সমুদ্র-ভ্রমণ বুঝি সাঙ্গ হয়েছে, বাড়িতেই আছে আজকাল, এড্‌ভার্ডার সঙ্গে থাকে। কারখানায় দেখেছিলাম একদিন। একদিন সন্ধ্যায় আমারই কুঁড়ের দিকে আসছিল

BanglaBook.org

ওরা, জানলা থেকে সরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলাম। ওদের একত্র দেখে কিছুই মনে হয় না, একটু কাঁধ দোলাই শুধু। একদিন রাস্তার ওপরেই দেখা–অভিবাদনের বিনিময় হ'ল ; ব্যারন্‌ই আমাকে আগে দেখলে, ইচ্ছে করে অভদ্র হবার জন্যে টুপিতে শুধু দুটো আঙুল ঠেকালাম। ওদের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলাম–তাচ্ছিল্য করে চেয়েও গেলাম একবার।

অনেক দিন কাটল।

অনেকগুলি দিন কাটেনি? মনমরা হয়ে গেছি–সেই স্নেহার্দ্র ধূসর পাথরটিও পর্যন্ত বেদনা ও হতাশার চোখে আমার দিকে চাইছে ; বৃষ্টি –আবার বাতে ধরেছে, বাঁ পায়ে। এই বেরুবার সময়–

ঈশপ্‌কে বেঁধে রেখে ছিপ আর বন্দুক নিয়ে বেরুলাম। মন ভারি অস্থির।

"ডাকের জাহাজ কবে আসবে রে?" একটা জেলেকে শুধোলাম।

"ডাকের জাহাজ? তিন হপ্তার মধ্যে–"

"ইউনিফর্মটার জন্যে অপেক্ষা করছি।" বললাম।

ম্যাক্‌-এর সহকারীর সঙ্গে দেখা। অভিবাদন হ'ল। বললাম–"তোমরা আর তেমনি হুইষ্ট খেল? সত্যি করে বল না।"

"হ্যাঁ, প্রায়ই।"

চুপচাপ।

"অনেক দিন যাইনি।" বললাম।

মাছ ধরতে বেরুলাম। ভিজা দিন ; মশারা ঝাঁক বেঁধেছে, ওদের তাড়াবার জন্য সমস্তক্ষণ তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে হয়। কয়েক ক্ষেপ বেশ হ'ল। দুটো জলো-পাখীও শিকার করলাম।

কামার সেখানে কি কাজ করছে। বললাম–"আমার ওদিকে যাচ্ছ?"

"না।" ও বললে–"ম্যাক্‌ আমাকে একটা কাজ দিয়েছে, অনেক রাত জাগতে হবে।"

কামারের বাড়ির কাছ দিয়ে ঘুরে গেলাম। একা এভা দাঁড়িয়ে।

"সমস্ত মন দিয়ে তোমাকে চাইছিলাম" –ওকে দেখে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছি, ও কিন্তু বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না–"তোমার ঐ দুটি চোখ আর এই যৌবন খুব ভালবাসি। আজ সমস্ত দিন তোমাকে না ভেবে আরেক জনের কথা ভেবেছি বলে শাস্তি দাও আমাকে। তোমাকে দেখতেই এলাম, তোমাকে দেখলে ভারি সুখ হয়। কাল রাতে তোমাকে ডাকছিলাম, টের পেয়েছিলে?"

"না।" ও যেন ভয় পেয়ে গেছে।

"ডাকছিলাম–এড্‌ভার্ডা, –জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা–কিন্তু সেই তোমাকেই। জেগে উঠলাম, শুনলাম–সত্যি সত্যিই, তোমাকেই ডাকছিলাম। ভুলে এড্‌ভার্ডা নামটা মুখে এসেছে। তুমিই আমার প্রিয়া, এভা। কি সুন্দর লাল তোমার ঠোঁট! এড্‌ভার্ডার চেয়ে কত সুন্দর তোমার দুটি পা–দেখ, চেয়ে দেখ।" ওর স্কার্টটা একটু তুলে ওর পা দুটি ওকে দেখালাম।

BanglaBook.org

ওর মুখ খুশিতে ভরে উঠেছে, চলে যেতে চাইল। আবার কি ভেবে ওর বাহুটি আমার কাঁধের ওপর রাখল।

একটু সময় কাটে। একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে দুজনে খানিক কথা কই, কত কথা। বললাম–"তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না যে, জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা ভালো করে কথা বলতে পর্যন্ত শেখেনি? –ও বলে, 'অধিকতর বেশি সুখী।' নিজের কানে শুনেছি। ওর কপাল খুব সুন্দর, সেই কথা বলছ? আমার মোটেই তা মনে হয় না। বিচ্ছিরি কপাল। হাত পর্যন্ত ধোয় না।"

"খালি ওরই কথা কইবে?"

"না না। ভুল হয়ে গেছল।"

আরো একটু সময়। কি যেন ভাবি, চুপ করে থাকি।

"তোমার চোখ ভিজা কেন?" এভা শুধোয়।

বলি–"সুন্দর ওর কপাল, মিষ্টি দু'খানি হাত ; একবার শুধু কেন জানি একটু ময়লা ছিল। সবই ভুল বলেছি।" হঠাৎ রাগ করে দাঁত খিঁচিয়ে বলি–"সমস্তক্ষণ তোমারই কথা ভাবছিলাম, এভা। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, ঈশপ্‌কে প্রথম দেখে ও বললে : 'ঈশপ্? সে তো প্রকাণ্ড পণ্ডিত–ফ্রিজিয়ান্।' শুনলে–কি বোকা! সেই দিন ঐ কথাটা ও নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে এসেছিল!"

"হ্যাঁ," –এভা বলে–"তাতে কি?"

"মনে হচ্ছে, আরো বলেছিল ঈশপের মাস্টারের নাম জ্যান্‌থাস! হা হা হা!"

"বটে?"

"কি বোকা! এতগুলি লোকের সামনে বললে জ্যান্‌থাস ঈশপের মাস্টার! তোমার মন নিশ্চয়ই আজ ভালো নেই এভা, নইলে এই কথা শুনে হাসতে হাসতে তোমার পেট ফাটত।"

"হ্যাঁ, এটা মজার কথা বটে।" এভা বলে ; জোর করে হাসতে যায়। পরে বলে–"আমি তোমার মতো অত ভালো বুঝি না।"

"তুমি কি এমনি চুপ করে বসে থাকবে নাকি? কথা কইবে না?" ওর চোখে কি অপার সারল্য! আমার চুলের মধ্যে ওর হাতখানি গুঁজে দেয়।

"চমৎকার তুমি।" ওকে বুকের ওপর টেনে আনলাম। "তোমার ভালবাসার ক্ষুধায় আমি জর্জরিত হচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

"হ্যাঁ।" ও বলে।

ওর সম্মতি আর আমি শুনতে পাই না, ওর নিশ্বাসে অনুভব করি। আমার আলিঙ্গনে ও আত্মদান করে।

একঘণ্টা বাদে ওকে বিদায়চুম্বন জানাই–চলি। দরজার সামনে ম্যাক্।

ম্যাক্ নিজে।

চমকে উঠে চারিদিকে তাকায়, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই থাকে–কিছু বলতে পারে না।

BanglaBook.org

"আমাকে দেখবেন বলে আশা করেননি নিশ্চয়।" টুপি তুলে বলি।

এভা নড়ে না।

ম্যাক্ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে–"তোমার ভুল হয়েছে, তোমাকে খুঁজতেই আমি এখানে এসেছি। তোমাকে জানাতে এসেছি যে, পয়লা এপ্রিল থেকে এখানে আধমাইলের মধ্যে পাখী মারা বারণ হয়ে গেছে। তুমি আজ দুটো পাখী মেরেছ–সবাই দেখেছে।"

"দুটো জলো-পাখী শুধু।"

"যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, তুমি আদেশ অমান্য করেছ।"

"করেছি। আইনের কথা মনে ছিল না।"

"কিন্তু মনে থাকা উচিত ছিল।"

"মে মাসে ঐ জায়গায় আমি আরো দুটো পাখী মেরেছিলাম, সে আপনারই হুকুমে। সেই চড়ুইভাতির দিনে।"

"সে আলাদা কথা।" ম্যাক্ বলে।

"তাহলে আপনাকে কি করতে হয় জানেন?" "খুব।"

যাবার পথে এভা আমার পিছু-পিছু একটু এল, মাথায় রুমাল বাঁধা–ঐ দূর দিয়ে চলে গেল। ম্যাক্ বাড়ির মুখে পা বাড়িয়েছে!

ভাবলাম–নিজেকে বাঁচাবার জন্য হঠাৎ কি-সব বাজে কথা পাড়া। কি চোখা চোখ! দুটো গুলি, দুটো পাখী, জরিমানা–কী এ সব? উনিই যেন সবকিছুর কর্তা।

বৃষ্টি এসেছে, বড়-বড় ফোঁটা–ভারি সুকোমল। টুনটুনিরা উড়ে চলেছে। বাড়ি এসে ঈশপকে ছেড়ে দিলাম, ঘাস চিবোতে লাগল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সামনে সমুদ্র, বৃষ্টি হচ্ছে–পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। পাইপ টানছি, অনেকক্ষণ–ধোঁয়া কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠছে–তেমনি আমারো যত আজগুবি চিন্তা! মাটির ওপর কতগুলি শুকনো ডাল পড়ে আছে–কোনো পাখীর ঝরা নীড়। তেমনি আমার জীবন।

দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার মনে আছে।

সমুদ্র আর বাতাস কথা কয়ে উঠেছে, ওদের আর্তনাদ যেন আর শোনা যায় না। জেলে-নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে–কোথায় তাদের ঘর কে জানে, কোথায় চলেছে ওরা। ফেনিল সমুদ্র মাথা কুটছে–যেন কোটি দৈত্য পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যেন বা কোন আনন্দ-উৎসব। হয়ত বা মীনকুমার তার সাদা ডানা দিয়ে সমুদ্রকে আঘাত করছে! সুদূর–একাকী সমুদ্র!

একা আছি, এই আমার সুখ ; আমার চোখে কারু চোখ পড়ে না। আর কেউ আমাকে দেখছে না ভাবতে বেশ নিরাপদ লাগে–পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসি। ভাঙা চীৎকার করে পাখী উড়ে যায়, বাইরে বৃষ্টি পড়ে, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মধুর একটি উত্তাপ ও বিরাম উপভোগ করছি–কত সুখ! জামার বোতামগুলি লাগাই, এই উত্তাপটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! খানিক বাদে ঘুমিয়েই পড়ি। সন্ধ্যা। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ি ফিরি। আমার সামনে পথের ওপর এড্‌ভার্ডা দাঁড়িয়ে–অদ্ভুত! একেবারে ভিজে গেছে, যেন বহুক্ষণ ধরে ভিজছে–অথচ মুখে হাসি। হঠাৎ রেগে উঠি মনে মনে, বন্দুকটা মুঠির মধ্যে চেপে ধরে ওর দিকে এগোই। ও তেমনি হাসে।

"সুপ্রভাত।" ও-ই আগে বলে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে ঠাট্টার সুরে বলি–"সুন্দরী, তোমাকে অভিবাদন।"

ঠাট্টার সুর শুনে ও একটু চমকে ওঠে। ভীরু ওর হাসি, আমার দিকে তাকায়। "পাহাড়ে গেছলে আজ?" শুধোয়। "তাহলে নিশ্চয়ই ভিজেছ। আমার সঙ্গে একটা রুমাল আছে, নিতে পার দরকার হ'লে–দিয়ে দিতে পারি। ... তুমি কি আমাকে চেন না?"

চোখ দুটি ধীরে নামায়, রুমাল নিই না বলে যেন দুঃখিত হয়।

"রুমাল?" রেগে বলি–"আমার জামা আছে গায়ে, তুমি তা ধার নেবে? দিয়ে দিতে পারি এটা যে চায় তাকেই দিতে পারি, একটা জেলে-মেয়ে চাইলেও।"

ও ওর সমস্ত মন ঢেলে শুনছে, তাই ওকে কুৎসিত দেখাচ্ছে ভারি–ঠোঁট দুটো বুজে রাখতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। হাতে রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা রেশমি রুমাল–এই মাত্র ঘাড়ের থেকে খুলে নিয়েছে। জামাটা গায়ের থেকে খুলে ফেলি।

BanglaBook.org

ও বলে ওঠে–"মাথা খাও, জামাটা খুলো না, পর ফের। এত রাগ করেছ কেন আমার ওপর? সত্যি, পর জামা, একেবারে ভিজে যাবে যে।"

জামা গায়ে দিলাম।

"কোথায় যাচ্ছ?" গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"কোথাও না। ... কেন যে তুমি জামাটা তখন খুলে ফেললে..."

"ব্যারন্-এর সঙ্গে আজ কি হ'ল। এই বিশ্রী দিনে নিশ্চয়ই বেরোয় নি।"

"গ্লাহ্ন, একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছিলাম..."

বাধা দিয়ে বললাম, –"তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ো।"

দুজনের দিকে দুজনে তাকাই। ও কথা বলতে গেলেই ওকে বাধা দেব। হঠাৎ ওর মুখ যেন বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলি–"সত্যি কথা বলছি, তুমি এই মহাত্মাটিকে বিদায় দাও, এড্ভার্ডা। ও তোমার উপযুক্ত নয়। এ কয়দিন ধরে ও অনবরত ভাবছে তোমাকে বিয়ে করবে কি না–এ কি তোমার প্রশয় দেওয়া উচিত?"

"না, ও-সব কথা রাখ। গ্লাহ্ন, তোমাকে আমার খালি মনে পড়ে। তুমি আরেক জনের জন্যে এমনি শুধু-শুধু জামা খুলে ভিজে মরবে–কেন? তোমার কাছে আমি এসেছি..."

নিষ্ঠুর হয়ে বলি–"তার চেয়ে ডাক্তারের কাছে যাও। তার বিরুদ্ধে তোমার নিশ্চয়ই কিছু বলবার নেই। টাটকা যৌবন, বুদ্ধিমান–তুমি আর একবার ভেবে দেখলে পার।"

"কিন্তু দাঁড়াও, এক মিনিট, একটা কথা শোন।"

ঈশপ্ আমার জন্য ঘরে অপেক্ষা করছে। টুপিটা তুলি, একটু নুয়ে পড়ে ফের ওকে বলি–"সুন্দরী, তোমাকে অভিবাদন।"

চলতে পা বাড়াই।

ও কেঁদে ওঠে–"তুমি আমার মন ছিঁড়ে ফেলছ টুকরো-টুকরো করে। তোমার কাছে এসেছিলাম আজ, তোমার জন্যে এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি আসতেই হাসলাম। কাল সারাদিন ভারি বিমনা ছিলাম, সমস্তক্ষণ কি ভাবছিলাম, মাথা ঘুরছিল–তোমারই কথা ভাবছিলাম খালি। আজ ঘরে বসেছিলাম, কে এল। জানতাম কে, তবু চোখ তুললাম না। 'দেড় মাইল দাঁড় টেনেছি।' ও বললে। বললাম–'শ্রান্ত হও নি?' 'ভীষণ!'–ও বললে–'হাতে ফোসকা পড়েছে।' একটু বাদে ও বললে–'কাল রাতে আমার জানালার ও-পিঠে কে ফিসফিস করে কি কথা কইছিল। নিশ্চয়ই তোমার ঝি, আর ঐ গুদাম ঘরের কেউ–বেশ ভাব দুজনের!' 'হ্যাঁ, শিগ্গিরই ওদের বিয়ে হবে।' বললাম। 'কিন্তু তখন যে রাত দুটো।' 'তাতে কি? সমস্ত রাত্রিই তো ওদের।' সোনার চশমাটা নাকের ওপর আর একটু তুলে ও-বললে–'কিন্তু রাত দুটোয়–কি বল। এটা কি ভালো দেখায়?' তবু চোখ তুললাম না, তেমনি আরো দশ মিনিট কেটে গেল। 'একটা শাল এনে তোমার পায়ে জড়িয়ে

BanglaBook.org

দেব?' ও শুধোল। 'না, ধন্যবাদ।' 'যদি তোমার একখানি হাত আমাকে ধরতে দাও।' কিছু বললাম না আমি, কি যেন ভাবছিলাম, কার কথা। আমার কোলের ওপর ছোট্ট একটা বাক্স রাখলে, বাক্সের মধ্যে একটা ব্রোচ্। তাতে মুকুটের ছাপ-মারা, দশটা পাথর বসানো তাতে... গ্লাহ্ন, সেই ব্রোচ্টা সঙ্গে নিয়ে এসেছি, দেখবে? পায়ের নীচে ফেলে ওটাকে টুকরো-টুকরো করে গুঁড়ো করে দিয়েছি–এই দেখ। ...

'এই ব্রোচ্ নিয়ে আমি কি করব?' জিজ্ঞেস করলাম। 'পর।' ও বললে। ব্রোচটা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম–'আমাকে একা থাকতে দিন। আমি অন্য একজনের কথা ভাবছি।' 'কে সে?' 'বনের শিকারী।' –বললাম–'আমাকে সে দুটি মরা পাখীর পালক দিয়েছিল, স্মৃতিচিহ্ন ; আপনার ব্রোচ্ ফিরিয়ে নিন।' কিন্তু কিছুতেই নেবে না। এই প্রথম ওর দিকে তাকালাম, ওর চোখ জ্বলছে। 'আমি কক্ষনো ফিরিয়ে নেব না, তোমার যা ইচ্ছা কর, গুঁড়ো করে ফেল।' ও বললে। দাঁড়ালাম, জুতোর গোড়ালির তলায় ওটাকে রাখলাম, গুড়ো করে ফেললাম। সে হচ্ছে সকাল বেলা। ... বহুক্ষণ বাদে রাস্তায় ওর সঙ্গে ফের দেখা হ'ল। জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাচ্ছ?' 'গ্লাহনের সঙ্গে দেখা করতে।' –বললাম–"তাকে বলতে সে যেন আমাকে না ভোলে। ... একটা থেকে এইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দূর থেকে দেখতে পেলাম, তুমি দেবতার মতো দেখতে। তোমার ঐ দেহ ভালবাসি, তোমার চিবুক, তোমার কাঁধ–তোমার সমস্ত। ... কেন এত অধীর হচ্ছ? তুমি শুধু চলে যেতে চাও, শুধু ; আমি যেন তোমার কেউ নই, আমার দিকে একবার ফিরেও চাইবে না। ..."

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওর কথা ফুরোল, হাঁটতে লাগলাম। নৈরাশ্যে একেবারে শ্রান্ত হয়ে গেছি, হাসলাম–আমি নিষ্ঠুর।"

নুয়ে পড়ে বললাম–"তাই নাকি? এই আমার সঙ্গে তোমার কথা?"

আমার এই ঘৃণায় ও বিমুখ হয়ে উঠল। বললে–"তোমার সঙ্গে কথা? কই না তো, কোন কথা ছিল না তো।"

ওর স্বর কাঁপে–কাঁপুক, কিছুই এসে যায় না আমার।

পরদিন সকালে এড্ভার্ডা তেমনি কুঁড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে বেরুতেই দেখা হ'ল।

সারা রাত ভেবে মন ঠিক করে ফেলেছি। একটা খেয়ালি, বাজে জেলে-মেয়ের পেছনে কতদিন ঘুরব? –ও আমার সমস্ত হৃদয় শুষে নিয়েছে। ঢের হয়েছে। তবু মনে হ'ল ওর প্রতি এই নির্মম আচরণের ফলেই ওর কাছে যেন আরো এগিয়ে এসেছি–ওর এতক্ষণ ধরে বক্তৃতা দেওয়ার পর বললাম কি না–"তাই না কি? এই আমার সঙ্গে তোমার কথা?" ওকে ঘৃণা করতে পেরেছি বলে ভালো লাগে।

বড় পাথরটার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এখুনিই যেন আমার কাছে ছুটে আসবে–এত অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে! –ও ওর বাহু মেলে ধরেছে, নীচু হয়ে হাত কচ্লাতে লাগল এবার। টুপি তুলে ওকে নিঃশব্দে নমস্কার করলাম।

BanglaBook.org

"তোমাকে একটি কথা তবু বলতে এসেছি, গ্লাহ্‌ন" –অনুনয় করে ও বলছিল–"শুনলাম তুমি কামারের বাড়ি যাও। একদিন সন্ধ্যায় গেছলে–এভা একা ছিল।"

চম্‌কে উঠলাম, বললাম–"তোমাকে কে বললে?"

ও চেঁচিয়ে উঠল–"আমি গোয়েন্দা নই, বাবার মুখে কাল বিকেলে শুনলাম। কাল রাতে ভিজে যখন বাড়ি ফিরলাম, বাবা বললেন : 'তুমি ব্যারনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ আজ।' বললাম : 'না।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বললাম : 'গ্লাহ্‌নের কাছে।' তখন বাবা বললেন।"

বলি–"এখানেও তো এভা আসে।"

"এখানে আসে? এই ঘরে?"

"হ্যাঁ, কত দিন। বসে বসে দুজনে কত গল্প করেছি।"

"এখানেও?"

চুপচাপ।

নিজেকে বলি, "কঠিন হও।" তারপর : "আমার ওপর তোমার যখন এত দরদ, তখন আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? কাল তোমাকে বলেছিলাম ডাক্তারকে বিয়ে করতে–ভেবে দেখেছ সে-কথা? ঐ ব্যারন-রাজপুত্র একেবারে অসম্ভব–"

রাগে ওর চোখ জ্বলে ওঠে ; বললে–"না, নয়–তুমি কী জান তার? তোমার চেয়ে ঢের ভালো, তোমার মতো সে গ্লাশ বাটি ভাঙে না, জুতোতে হাত দেয় না কারুর। ভদ্রসমাজে কি করে মিশতে হয় সে তা জানে–তুমি একেবারে বাজে, বুনো–অসহ্য। বুঝলে?"

বুকে এসে ওর কথা বেঁধে। মাথা নত করে বলি–"বুঝেছি। তোমাদের ভদ্রসমাজে মিশবার উপযুক্ত আমি নই। বনে থাকি সেই আমার সুখ। এখানে নিজের মনে একা থাকি, মানুষের ভিড়ে গেলেই ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। দুই বছর ধরেই তো এই বন-নির্বাসন–"

ও বললে–"এর পর তুমি যে কী সর্বনাশ করবে কে জানে! সব সময়ই তোমার ওপর চোখ রাখা অসম্ভব।"

কি নিষ্ঠুর ওর কথা–এখনো ফুরোয়নি, আরো আছে। ও বললে–"এভাকে এনে রাখতে পার, তোমার ওপর চোখ রাখবে। কিন্তু বেচারির যে বিয়ে হয়ে গেছে–"

"এভা? এভার বিয়ে হয়ে গেছে? বল কি?"

"হ্যাঁ, হয়ে গেছে।"

"কার সঙ্গে?"

"তুমি তা জান নিশ্চয়ই। ও-ই কামারের বৌ।"

"আমি তো জানতাম ওর মেয়ে।"

BanglaBook.org

"না, ওর স্ত্রী। তুমি কি ভাবছ আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

তা ভাবিনি ; একেবারে অবাক হয়ে গেছি। এভার বিয়ে হয়ে গেছে!

"বেশ পছন্দ করেছ যা হোক।" এড্‌ভার্ডা বললে।

এর শেষ নেই ; রেগে বললাম–"তুমিও পছন্দ করে ডাক্তারকে নাও গে, যাও। বন্ধুর পরামর্শ শোন, তোমার ঐ রাজপুত্তুর একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ।" রেগে তার বিষয়ে ঢের মিথ্যা কইলাম, ওর বয়েস বাড়িয়ে বললাম–ওর মাথায় প্রকাণ্ড টাক, রাত-কানা, নিজের আভিজাত্য দেখাবার জন্য শার্টের বোতামে মুকুটের ছাপ নিয়ে বেড়ায়। "ওর সঙ্গে আলাপ করতে পর্যন্ত ইচ্ছে যায় না।" বললাম–"কিছুই ওর নেই, ও একটা ভুয়ো, যা তা!"

"ও অনেক, ও অনেক।" এডভার্ডা বললে–"তুমি তো একটা বুনো জানোয়ার, তুমি ওর কি জান? দাঁড়াও–ও নিজে এসে তোমার সঙ্গে কথা কইবে, আমিই ওকে বলব এখানে আসতে। তুমি ভাবছ আমি ওকে ভালবাসি না–তোমার ভুল। আমি ওকে খুব ভালবাসি। এভা যদি চায় ও আসুক না এখানে–হাঃ হাঃ–আসুক ও–আমার তাতে কিছুই এসে যাবে না, –আমি পালাই..."

কয়েক পা খুব জোরে ফেলেই একবার পেছনে তাকাল, মড়ার মতো ম্লান মুখে–আর্তনাদ করে উঠল–"তোমার মুখ আর দেখব না।"

গাছের পাতা হলদে হচ্ছে–আলুর চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ; ফুল ধরেছে। আবার শিকারে বেরিয়েছি–খোলা আকাশ, নিস্তব্ধ ; সুশীতল রাত্রি, স্বচ্ছ ভাষা, এবং বনে-বনে সুমধুর মর্মরধ্বনি। পৃথিবী বিশ্রাম নিচ্ছে–বিশাল পৃথিবী, প্রশান্ত পৃথিবী।

"সেই দুটো জলো-পাখী মেরেছিলাম, তার কি হ'ল ম্যাক্‌-এর কাছ থেকে কিছুই জানতে পেলাম না।" ডাক্তারকে বললাম।

ও বললে–"তার জন্যে তুমি এড্‌ভার্ডাকে ধন্যবাদ দাও! আমি জানি, ও-ই তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

"সে-জন্যে তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারব না।" –বললাম। মধুর গ্রীষ্ম! পাণ্ডুর অরণ্যের শিয়রে তারার মালিকা দোলে, –রোজ রাতেই একটি করে নতুন তারা চোখ চায়। ম্লান চাঁদ–বিষণ্ন একটি রজতলেখা!

"এভা, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?"

"তুমি কি তা জানতে না?"

"না তো।"

নীরবে ও আমার হাত স্পর্শ করলে।

"কি করব তাহলে এখন?"

BanglaBook.org

"তুমিই জান। এখুনি যাচ্ছ না তো। যতক্ষণ তুমি আমার কাছে থাক, ততক্ষণই খুব ভালো লাগে।"

"না, এভা।"

"হ্যাঁ, যতক্ষণ তুমি কাছে থাক।"

ওকে ভারি নিঃসঙ্গ লাগে–আমার হাত তেমনি নিবিড় স্নেহে ধরে থাকে।

"না, এভা, তুমি যাও–আর না!"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রাত যায়, দিন আসে। তারপর তিন দিন চলে গেল। এভা মোট নিয়ে আসে। ও কতদিন একা-একা এত ভার মাথায় নিয়ে বন পেরিয়ে বাড়ি গেছে–তাই ভাবি।

"তোমার মোট নামিয়ে রাখ, এভা। দেখি, তোমার চোখ তেমনি নীল আছে কি না।"

ওর চোখ লাল।

"না, মুখ ভার করো না এভা, হাস।" আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না, "আমি তোমার–তোমার।"

সন্ধ্যা। এভা গান গায়, তাই শুনি–সমস্ত দেহ-প্রাণ তপ্ত হয়ে ওঠে।

"তুমি আজকে সন্ধ্যায় গান গাইছ।"

"খুব ভালো লাগছে।"

ও আমার থেকে একটু বেঁটে, তাই একটু লাফিয়ে ও আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

"এ কি, এভা, তোমার হাত ছড়ে গেছে?"

"ও কিছু না।"

ওর মুখ আশ্চর্য-রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"এভা তোমার সঙ্গে ম্যাক্-এর কথা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, একবার।"

"কি বললে ও? তুমিই বা কি বললে?"

আমাদের সম্বন্ধে এখন সব কড়াকড়ি করেছেন আজকাল... আমার স্বামীকে দিনরাত খাটাচ্ছেন–আমাকেও। আমাকে এখন মুটে-মজুরের কাজে লাগিয়েছেন।"

"কেন এ-সব করছে?"

এভা চোখ নামায়।

"কেন এ-সব ও করছে, এভা?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি বলে।"

"কিন্তু কি করে ও জানল?"

"আমিই ওকে বলেছিলাম।"

চুপচাপ।

"এভা, ও যেন তোমার প্রতি নিষ্ঠুর না হয়, ভগবান তাই করুন।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। কিছু না।"

BanglaBook.org

ওর কণ্ঠস্বর যেন বনের মধুর মর্মরসঙ্গীত।

অরণ্য আরো পাণ্ডুর–শরৎ কাছে এসেছে ; আকাশে আরো কয়েকটি তারা চোখ মেলেছে–চাঁদ এখন যেন স্বর্ণলেখা! শীত নেই–একটি শীতল নিস্তব্ধতা, বনের অন্তরে যেন দুর্নিবার প্রাণ-চাঞ্চল্য! গাছগুলি যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। তারপর এল একুশে আগস্ট–তিনটি কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নিঃসাড় রাত্রি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তুষারাহত প্রথম রাত্রি।

ন'টায় সূর্য ডোবে। মরা অন্ধকার মাটির বুক জুড়ে বসে–একটি তারাও দেখা যায় না, দুঘণ্টা বাদে চাঁদের আভাস জাগে–একটুখানি। বনে বেড়াই, সঙ্গে বন্দুক আর কুকুর–আলো জ্বালাই। কুয়াশা নেই।

"শীতের প্রথম রাত।" –সমস্ত অরণ্য আমার অন্তরে শিহরিত হচ্ছে!

"মানুষ, পশু ও পাখী, তোমাদের ধন্যবাদ, বনে এই নির্জন রাত্রিটির জন্য ধন্যবাদ তোমাদের। এই অন্ধকার ও এই বনমর্মরের জন্য ধন্যবাদ–নিঃশব্দতার এই কোমল সঙ্গীত–সবুজ পাতা, মুমূর্ষু পাতা–ধন্যবাদ! এই যে প্রাণধরণের ছন্দ–মাটির ওপরে কুকুর নিশ্বাস ফেলছে–চড়ুই-পাখীর ওপরে বন্য বিড়াল থাবা তুলেছে–সব-কিছুর জন্য ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ধরণীর হৃদয়ের এই অবারিত স্তব্ধতার জন্য, তারার–ঐ আধখানা চাঁদের–ধন্যবাদ সব কিছুর জন্য।"

দাঁড়িয়ে শুনি। কেউ নেই। ফের বসে পড়ি।

ধন্যবাদ–এই একাকী রাত্রি, পাহাড়, সমুদ্র ও অন্ধকারের দুর্নিবার স্রোত–আমার আপন বুকের মধ্যে। এই জীবন পেয়েছি বলে ধন্যবাদ–এই যে নিশ্বাস নিচ্ছি অন্তত আজ রাতটি যে বাঁচলাম, ধন্যবাদ–ধন্যবাদ। পুব ও পশ্চিম–শোন তোমরা! যে-নিঃশব্দতা আমার কানে কথা কইছে, এ স্তব্ধতা যেন প্রকৃতির রক্ত! যেন এ-পার থেকে বহুদূরে কে তরী টেনে চলেছে–শেষহীন উত্তরের দিকে–ধন্যবাদ সে-তরীতে আমিই যাত্রী, আমিই!"

স্তব্ধতা। ফার-গাছের শাখা ভেঙে পড়ে। –তাই ভাবি। চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে–শেষ রাতে বাড়ি ফিরি।

শীতের দ্বিতীয় রাত্রি–সেই অপূর্ব স্তব্ধতা, সুকোমল শান্তি। গাছে ঠেস দিয়ে বসে ভাবি–তাকিয়ে থাকি।

যন্ত্রচালিতের মতো একটা গাছের দিকে এগিয়ে যাই, চোখের ওপর ঘন করে টুপি টেনে দিই, গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই, ঘাড়ের তলায় হাত রেখে। তাকাই আর ভাবি–যে-আগুন করেছিলাম তার শিখা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, খেয়াল নেই। মুহ্যমান হয়ে খালি আগুন দেখি–আগে পা অবশ শ্রান্ত হয়ে আসে, বসে পড়ি। কি করছি! –আগুনের দিকে এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি কেন?

ঈশপ্ মাথা তুলে কি শোনে–কার পদশব্দ যেন ; গাছের আড়ালে এভা এসে দাঁড়ায়।

"আজ বিকেলটা খুব খারাপ যাচ্ছে–মনে একটুও সুখ নেই।" –বলি।

BanglaBook.org

সহানুভূতিতে ও কিছু বলে না।

"তিনটে জিনিস আমি খুব ভালবাসি।" বলি–"যে-প্রেম হারিয়েছি, সে প্রেমের স্বপ্ন ভালবাসি, ভালবাসি তোমাকে, আর এই জায়গাটুকুকে।"

"এর মধ্যে সব চেয়ে কা'কে ভালবাস?"

"সেই স্বপ্ন।"

আবার স্তব্ধতা। ঈশপ্ এভাকে চেনে, এক পাশে ঘাড় কাৎ করে ওর দিকে তাকায়। বলি–"রোজ একটি মেয়েকে পথে দেখি, তার প্রেমিকের সঙ্গে বাহুবদ্ধ হয়ে বেড়ায়। আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি হেসে উঠল–আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না।"

"কেন হাসল?"

"জানি না। আমাকে দেখেই হয়ত। কেন জিজ্ঞেস করছ?"

"তুমি চেন তাকে?"

"হ্যাঁ, আমি নমস্কার করলাম।"

"আর, ও তোমাকে চেনে না?"

"না, এমন ভাব দেখাল যেন চেনে না। ... ওখানে বসে তুমি আমার মনের সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বা'র করবে নাকি? তার নাম তোমাকে কিছুতেই বলব না।"

চুপচাপ।

ফের বলি–"কি দেখে হাসছিল? ও একটা ফ্লার্ট। –আমি ওর কি ক্ষতি করেছি?"

"তোমাকে দেখে ও হেসেছিল–ও খুব নিষ্ঠুর।" এভা বলে।

"না, নিষ্ঠুর নয়। কেন তুমি তাকে নিন্দা করছ? কোনোদিন ও কঠিন হয়নি, ও যে আমার দিকে চেয়ে হেসেছে–সে ওর দয়া, ওর অধিকার আছে। চুপ কর, যাও এখান থেকে, আমাকে একা থাকতে দাও। শুনছ?"

এভা ভয় পেয়ে চলে যায়। অনুতাপ হয়, ওর কাছে বসে পড়ে বলি–"বাড়ি যাও এভা–তোমাকেই, তোমাকেই আমি ভালবাসি। লোকে কখনো স্বপ্ন ভালবাসে? তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু এখন বাড়ি যাও লক্ষ্মীটি, কাল আমিই তোমার কাছে যাব–মনে রেখো, আমি তোমারই। ভুলো না–বিদায়!" এভা বাড়ি চলে যায়।

BanglaBook.org

শীতের তৃতীয় রাত্রি–নিদারুণ। আলো জ্বালি।

"এভা, কেউ চুল ধরে যদি হেঁচড়ে টেনে নেয়, বেশ লাগে এক-এক সময়। কি সহজেই মানুষের মন দুমড়ে দেওয়া যায়! পাহাড়, মাঠ–সমস্ত কিছুর উপর দিয়ে মানুষকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়–যদি কেউ শুধোয়–কি হচ্ছে? সে আনন্দে বলে ওঠে : 'আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চুলে ধরে।' যদি কেউ বলে : 'তোমাকে রক্ষা করব?' সে জবাব দেয় : 'না।' যদি তারা বলে : 'কি করে এ যন্ত্রণা সইছ?' সে বলে : 'আমি সইতে পারি, যে-হাত আমাকে চুলে ধরে টানছে সেই হাতকেই আমি ভালবাসি।' এভা, জান–আশা করে চেয়ে থাকায় কী সুখ?"

"জানি বোধ হয়।"

"চমৎকার এই আশা–ভারি অদ্ভুত! ধর, একদিন ভোরবেলা পথে বেরুলে ; আশা–তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়? –হয় না। কেন হয় না? কেননা সে হয়ত সেই ভোরবেলা কোনো কাজে ব্যস্ত আছে। ... একদিন পাহাড়ে আমার এক বুড়ো অন্ধ ল্যাপ্-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল–আটান্ন বছর ধরে ও চোখে কিছু দেখেনি, তখন তার বয়স সত্তর। ওর মাথায় কি করে যেন ঢুকেছে যে, আস্তে-আস্তে ও একটু-একটু করে চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। যদি এমনি উন্নতি হতে থাকে তবে ও কয়েক বছরের মধ্যেই সূর্যকে আবিষ্কার করে ফেলবে। ওর চুল এখনো কালো, কিন্তু চোখ একেবারে সাদা। ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে বসে তামাক খেতাম, অন্ধ হবার আগে যত জিনিস ও দেখেছিল সব কিছুর গল্প করত। ওর আশা এখনো অটুট আছে, যেমন অটুট ওর স্বাস্থ্য। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলত–'এই দক্ষিণ, আর এই উত্তর। এই পথ ধরে চল, বরাবর খানিকটা এগিয়ে ঐ দিকে বেঁকে যেয়ো।' বলতাম–'ঠিক।' বুড়ো খুশি হয়ে হেসে বলত–'নিশ্চয়, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে কিছু ঠাহর হত না ; –একটু-একটু করে চোখে এখন আলো আসছে।' এই বলে নীচু হয়ে তেমনি ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে ঢুকত–ছোট্ট ঘরটি ওর। আগুনের পাশে গিয়ে আস্তে বসত–মনে সেই আশা, কয়েক বছর বাদেই ও একেবারে ভালো হয়ে যাবে, আকাশ ওর দিকে চেনা বন্ধুর মতো চেয়ে অভিবাদন জানাবে... এভা, আশা জিনিসটা সত্যিই কি মজার! ধর, এইখানে আমি বসে আছি, আর ভাবছি যাকে সত্যিই আজ রাস্তায় দেখিনি, তাকে যেন ভুলে যাই।"

"কি যে মাথামুণ্ডু বলছ!"

"কাল আমি একেবারে বদলে যাব দেখবে। আজ আমাকে একা থাকতে দাও। কাল হতে তুমি আমাকে চিনবেই না–কাল হাসব, তোমাকে চুমু খাব। শুধু আজকের

BanglaBook.org

এই রাতটা, তারপর আমি একেবারে তোমার। আর কয়েক ঘণ্টা মোটে বাকি। শুভরাত্রি, এভা।"

"শুভরাত্রি।"

একটি শুকনো ডাল ভেঙে পড়ে। অতলস্পর্শী সমুদ্রের মতো এই রাত্রি। চোখ বুজি।

একঘণ্টা বাদে আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন ছন্দে দুলে ওঠে–আমি যে এই বিস্তৃত স্তব্ধতার সঙ্গে এক সুরে অনুরণিত হচ্ছি। ভাঙা চাঁদের পানে তাকাই–ওর প্রতি পরম অনুরাগ অনুভব করি, আমি যেন প্রথম প্রেমের ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হচ্ছি–এমনি মনে হয়। "ঐ আমার চাঁদ" ধীরে বলি–"আমার সুধাংশু।" ওর দিকে চেয়ে-চেয়ে হৃদয় আবেগে স্পন্দিত হয়। হঠাৎ পথচারী বাতাস আসে–বলে উঠি–কে? কেউ না। বাতাস আমাকে ডাকে, আমার প্রাণ শব্দ করে ওঠে–মনে হয় যেন অতীত পরিচয়ের সব বন্ধন কাটিয়ে কোন্ অদৃশ্য মহানিঃশব্দতার মধ্যে এসে পড়েছি–আমার চোখ ভিজে ওঠে–কাঁপি–ঈশ্বর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছেন। আবার বিদেশী বাতাস বিদায় নেয়–মনে হয় কে যেন বনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে...

দারুণ শ্রান্তি বোধ হয়, ঘুমিয়ে পড়ি।

কী অতন্দ্র বেদনায় জ্বলছিলাম?

যাক, কেটে গেছে।

BanglaBook.org

শরৎ এসেছে। কি চঞ্চলপদেই গ্রীষ্ম বিদায় নিল! বেশ ঠাণ্ডা পড়ে এসেছে, বনে গান গাই, গুলি ছুঁড়ি, মাছ ধরি। এক-এক দিন সমুদ্র থেকে প্রগাঢ় কুয়াশা ভেসে আসে–নিবিড় অন্ধকার। একদিন তো বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ডাক্তারের বাড়ি এসে উঠলাম। ঢের লোক ছিল–মেয়েদের আগে দেখেছি–ছোকরারা নাচছে–পাগলা-ঘোড়ার মতো।

একটা গাড়ি এসে দোরের কাছে থামল। গাড়িতে এড্‌ভার্ডা। আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠেছে।

আমি বললাম–"যাই।" –ডাক্তার আমাকে যেতে দেবে না।

এড্‌ভার্ডা আমাকে দেখে যেন বিরক্ত হয়েছে, আমার কথা বলবার সময় ও চোখ নামিয়ে নিল ; –পরে অবশ্যি কথা কইলে, এমন কি সেধে দু'একটা প্রশ্নও করলে। ভারি ম্লান মুখখানা–ওর মুখে কুয়াশা লেগে আছে। গাড়ি থেকে নামল না।

"আমি একটা খবর দিতে এসেছি।" ও বললে–"গির্জেয় গেছলাম, কাউকে পেলাম না সেখানে, তোমাদের এতক্ষণ ধরে খুঁজছি। কাল আমাদের ওখানে ছোট-খাটো একটা পার্টি হবে–আসছে সপ্তাহে ব্যারন্‌ চলে যাচ্ছে–আমার ওপর নিমন্ত্রণ করার ভার। নাচও হবে ; –কাল, বিকেলে।"

সবাই ওকে ধন্যবাদ জানালে।

আমাকে বললে ও–"তুমি কিন্তু আবার গা-ঢাকা দিয়ো না। শেষ মুহূর্তে এক চিঠি পাঠিয়ো না যেন–যেতে পারব না, ক্ষমা কোরো। ও সব চলবে না।" –এ-কথা ও আর কাউকে বললে না। খানিক বাদে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

এই অপ্রত্যাশিত দেখায় মন গোপনে কী অপরিমেয় আহ্লাদে ভরে গেছে। ডাক্তার ও তার অতিথিদের থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চললাম। কি অপার করুণা ওর–অনির্বচনীয়। কি করে এর প্রতিদান দেব? আমার দুই হাত অসহায় লাগছে–মধুর অবসাদে ভরে উঠেছে। ভাবি, এইখানে দাঁড়িয়ে আমি, আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এসেছে–এই নিরুপায় আনন্দের প্রাবল্যে চোখে আমার অশ্রু দুল্‌ল। কি করব বলতে পার?

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা জেলের সঙ্গে দেখা ; শুধোলাম–"ডাকের জাহাজ কাল আসবে?"

ডাকের জাহাজ আসছে হপ্তার আগে আসছে না।

আমার সব চেয়ে যেটা ভালো জামা সেটা বেছে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলাম–একেবারে চক্‌চকে করে তুলেছি। মাঝে-মাঝে ছেঁদা হয়ে গেছে, সেলাই করতে বসলাম।

BanglaBook.org

তারপর বিছানায় শুলাম একটু–একটুখানি শুধু। হঠাৎ কি মনে হতেই একেবারে লাফিয়ে উঠে মেঝের ওপর এসে দাঁড়ালাম। ছল–সমস্ত ছল! সেখানে যদি আমি গিয়ে না পড়তাম, তাহলে কখনো ও আমাকে নিমন্ত্রণ করত না। আর, ও তো আমাকে স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছে যেন শেষ মুহূর্তে ওকে একটা চিঠি পাঠাই–কোনো ছুতো করে যাওয়া বন্ধ রাখি...

সারা রাত ঘুম হ'ল না, ভোরবেলা বনে চলে এলাম–

শীতার্ত, নিদ্রাহীন। আবার পার্টি! তাতে কি? আমি যাবও না, চিঠিও পাঠাব না। ম্যাক্ বেশ সমঝদার লোক–ব্যারনের জন্যই এই পার্টি। কিন্তু আমি যাচ্ছি না, ঠিক জেনো।

চরাচরব্যাপী কুজ্ঝটিকা। মাঝে-মাঝে বাতাস এসে ঘুমন্ত কুয়াশা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

সন্ধ্যা ; অন্ধকার হয়ে আসছে–কুয়াশায় সব ডুবে গেছে–কে পথ দেখাবে, রোদের একটি টুকরোও নেই কোথাও! তাড়াতাড়ি নেই, আস্তে-আস্তে বাড়ি চলেছি। ভুল পথ ধরলাম বুঝি বনে–অচেনা জায়গায় এসে পড়েছি। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বন্দুকটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কম্পাসটা দেখি। পথ ঠিক ঠাহর করে পা চালাই।

কি-একটা কাণ্ড হয়ে গেল–

কুয়াশার মধ্যে কি বাজনা শুনতে পাচ্ছি–আমি কোন্‌খানে? সিরিল্যাণ্ড-এ এসে পড়েছি যে। যে-পথ এতক্ষণ এড়িয়ে চলছিলাম, আমার কম্পাস কি আমাকে সেই পথই দেখিয়ে দিল? কে চেনা গলায় আমাকে ডাকে–ডাক্তার। বাড়ির ভেতরে যেতে হয়।

হায়, আমার কম্পাসটা নষ্ট হয়ে গেছে... অদৃষ্ট!

BanglaBook.org

সারা সন্ধ্যা ধরেই ভাবছিলাম পার্টিতে না এলেই ভালো ছিল। আমি যে এসেছি, কেউ একবার চেয়েও দেখল না–এত ব্যস্ত সবাই ; এড্‌ভার্ডা একটু অভিনন্দন করলে না পর্যন্ত। খুব করে মদ খেতে লাগলাম ; আমাকে কেউ চায় না এরা–তবু চলে গেলাম না।

ম্যাক্ বেশ অমায়িক, খুব হাসছে–সুন্দর সেজেছে। একবার এ-ঘরে আরেকবার ও-ঘরে–এমনি ছুটোছুটি করছে, অভ্যাগতদের সঙ্গে ফস্টি-ইয়ার্কি করছে, মাঝে-মাঝে একটু নাচছেও। ওর দুই চোখের তলায় যেন কি একটা লুকোনো ইশারা।

সমস্ত ঘরটার মধ্যে গান ও বাজনার জোয়ার চলেছে। বড় নাচঘরটা ছাড়া আরো পাঁচটা ঘর এই সব নিমন্ত্রিতদের দিয়ে একেবারে ঠাসা। আমি যখন এসে পৌঁছুলাম, রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পরিচারিকারা মদের গ্লাশ আর চুরুট নিয়ে ছুটোছুটি করছে–কিছুরই অভাব নেই। বাতিদানে নতুন বাতি জ্বলছে।

এভা রান্নাঘরে থেকে সাহায্য করছিল বুঝি–একবার ওকে দেখলাম। এভা পর্যন্ত এখানে!

ব্যারন্-এর ওপরেই সবাইর চোখ–যদিও আজ ও বেশ নম্র–বেশি চাল দিচ্ছে না, এড্‌ভার্ডার সঙ্গে খুব বকছে, চোখে-চোখে রাখছে, আত্মীয়ের মতো সম্বোধন করছে, – মদও খেল দুজনে। ওর প্রতি তেমনি বিতৃষ্ণা অনুভব করছি, কঠিন ও কটু দৃষ্টি নির্মল না করে ওর দিকে তাকাতে পারছি না। কিছু জিজ্ঞেস করলে দু'এক কথায় জবাব দিচ্ছি।

সে-সন্ধ্যার একটা কথা আজো মনে আছে। একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিলাম–কোনো গল্পই বলছিলাম হয়ত–শুনে ও হাসছিল। হাসবার মতো বিশেষ কিছুই নয়–তবু ব্যাপারটাকে এমন ভাবে বলছিলাম যে ও হেসে উঠেছিল–মনে নেই সে-কথা। যাই হোক, চোখ ফিরিয়ে দেখি পেছনে এড্‌ভার্ডা। ও যেন আমাকে চিনতে পেরেছে–এতক্ষণে।

তারপরে দেখলাম ও সেই মেয়েটিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে–আমি ওকে কি বলেছি! সমস্ত সন্ধ্যা অস্থির হয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর করে এখন এড্‌ভার্ডার এই ভীতু চাহনিটি পেয়ে যে কত সুখী হলাম কেমন করে বলব? মন খুব ভালো লাগল, কত জনের সঙ্গে কত কথা কইলাম!

বাইরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। এভা কি নিয়ে যেন ও-ঘরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ছুঁয়ে হেসে চলে গেল। একটিও কথা হ'ল না। যেই ওর পেছনে যাচ্ছিলাম, বারান্দায় এড্‌ভার্ডা–আমাকে দেখছে। ও-ও কিছু বললে না। ঘরের মধ্যে গেলাম।

BanglaBook.org

হঠাৎ এড্‌ভার্ডা জোরে বলে উঠল–"লেফটেনেন্ট গ্লাহ্‌ন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চাকর-বাকরদের সঙ্গে রসিকতা করে!" কেউ-কেউ শুনল। যেন ঠাট্টা করে বলছে, তাই ও হাসল একটু, কিন্তু বিবর্ণ ওর মুখ।

এর কিছু প্রতিবাদ করলাম না, শুধু আবছা গলায় বললাম–"হঠাৎ দেখা হয়ে গেল–ও আসছিল, বারান্দায় হঠাৎ..."

কিছুক্ষণ কাটল, এক ঘণ্টা হয়ত। একটি মহিলা তার পোশাকের উপর একটা মদের গ্লাশ উল্টে ফেলে দিলেন। যেমনি দেখা, এড্‌ভার্ডা চেঁচিয়ে উঠল–"কি হ'ল? গ্লাহ্‌ন নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে।"

'মোটেই নয়'–গ্লাহ্‌ন তখন ঘরের আরেক কোণে বসে গল্প করছে।

ব্যারন্‌ মেয়েদের নিয়ে খুব মেতেছে–ওর জিনিস-পত্র সব প্যাক্‌ করা হয়ে গেছে, তাই সেগুলো দেখাতে পারা গেল না বলে ওর আপশোসের অন্ত নেই–শ্বেত-সাগরের আগাছা, কোরহোলমার্ণ-এর মাটি–সমুদ্রের তলা থেকে কত রকম পাথর! মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে ওর জামার বোতাম দেখছে–পাঁচমুখ-ওয়ালা রাজমুকুট–ও ব্যারন্‌ই বটে। ডাক্তার কিন্তু চুপচাপ বসে আছে–খালি মাঝে-মাঝে এড্‌ভার্ডার ভাষার ভুল ধরছে।

এড্‌ভার্ডা বললে–"যদ্দিন না আমি মরণের দেশ পেরিয়ে যাই।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে–"কি পেরিয়ে?"

"মরণের দেশ! –তাই কি বলে না?"

"আমি তো শুনেছি মরণের নদী। তুমি কি তাই বলতে চাও?"

দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ভাব করে আলাপ শুরু করি–যুদ্ধের কথা, ক্রিমিয়ার অবস্থা, ফ্রান্সের ঘটনা, সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়াঁ, –মহিলাটি সব খবর রাখে–আমাকে বহু খবর দিলে। একটা সোফায় বসে দুজনে গল্প করি।

এড্‌ভার্ডা আসে, আমাদের সমুখে দাঁড়ায়। হঠাৎ ও বলে–"তুমি আমাকে মাপ কর, লেফ্‌টেনেন্ট। আমি ও-রকম কাজ আর করব না।"

একটু হাসল, আমার দিকে যদিও চাইল না।

বললাম–"জোমফ্‌ এড্‌ভার্ডা, চুপ কর।"

আবার ওর চোখ কুটিল হয়ে উঠেছে। বললে–"রান্নাঘরে যাচ্ছ না যে? এভা সেখানে আছে–তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।"

ওর চোখে কী ঘৃণা!

"তোমার কি একটুও ভয় হচ্ছে না যে তোমার কথার মানে লোকে অন্য ভাবে নেবে ভুল বুঝবে?"

"কি করে? –হয়ত, কিন্তু, কি করে আর অন্য অর্থ হবে তবে?"

"না বুঝে-শুঝে কি-সব বাজে বকছ তুমি! যেন তুমি আমাকে সত্যি-সত্যিই রান্নাঘরে যেতে বলছ, লোকে হয়ত তাই ভাববে, কিন্তু তা তো নয়–তুমি তো এত অবুঝ নও।"

BanglaBook.org

চলে গেল–আবার এসে বললে–"কিছুই ভুল বুঝবার নেই লেফ্‌টেনেন্ট–ঠিকই শুনেছ তুমি, আমি তোমাকে সত্যি-সত্যিই রান্নাঘরে যেতে বলছি।"

"একি এড্‌ভার্ডা!" শিক্ষয়িত্রী চেঁচিয়ে উঠেছে।

আবার আমরা যুদ্ধ ও ক্রিমিয়ার অবস্থা নিয়ে গল্প শুরু করলাম। সব কেমন যেন গুলিয়ে গেছে–যেন মাটিতে কোথাও অবলম্বন নেই। সোফা ছেড়ে উঠে চলে যাচ্ছিলাম, ডাক্তার এসে বাধা দিল।

বললে–"এতক্ষণ তোমার প্রশংসা শুনছিলাম।"

"প্রশংসা? কার কাছে?"

"এড্‌ভার্ডা প্রশংসা করছিল। ঐ কোণে দাঁড়িয়ে ও তোমাকে দীপ্ত মুগ্ধ চোখে দেখছে। সেই চোখ আমি ভুলব না–প্রেমে পরিপূর্ণ দুটি চোখ! জোরে বলছিল পর্যন্ত যে, ও তোমাকে ভালবাসে।"

"বেশ, বেশ! হেসে বললাম। ... সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যারন্‌-এর কাছে গিয়ে নীচু হয়ে ওর কানে-কানে কিছু বলতে চাইলাম–আর যেই ওর কানের কাছে মুখ এনেছি, এক গাদা থুতু ছিটিয়ে দিলাম। ও লাফিয়ে উঠে আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। পরে দেখলাম এই কথা আবার এড্‌ভার্ডাকে বলছে–এড্‌ভার্ডার মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেছে! ওর হয়ত তখন মনে পড়ছিল সেই ওর জুতো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেই গ্লাশ বাটিগুলো ভেঙে ফেলেছিলাম–নিশ্চয়ই ভাবছিল সে-সব! ভারি লজ্জিত বোধ করছিলাম–যে-দিকে ফিরি সেই দিকেই বিরক্ত ও বিস্মিত চোখ আমার পানে চেয়ে আছে। বিদায় বা ধন্যবাদ কিছুই না জানিয়ে চুপে-চুপে সিরিল্যাণ্ড থেকে পিট্‌টান দিলাম।

BanglaBook.org

ব্যারন্ চলে যাচ্ছে–বেশ ভালো কথা। আমি আমার বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে এড্ভার্ডার আর ওর সম্মানে একটা গুলি ছুঁড়ব। একটা পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে পাহাড়টাকে উড়িয়ে দেব–ওর আর এড্ভার্ডার সম্মানে। যেই জাহাজ পাল তুলে চলতে শুরু করবে অমনি একটা পাহাড়ের ঢিপি গড়িয়ে এসে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে ভীষণ শব্দ করে উঠবে। আমি জানি, কোন্খান থেকে পাহাড়ের ঢিপি সোজা সমুদ্রের মধ্যে গড়িয়ে আসে–দিব্যি রাস্তা হয়ে গেছে। নীচে একটি ছোট নৌকাঘর।

কামারকে বলি–"আরো দুটো পাহাড় বিঁধবার সূঁচ চাই।"

কামার তৈরী করতে বসে যায়।

এভা ম্যাক্-এর একটা ঘোড়া নিয়ে কারখানা থেকে জাহাজঘাটের মধ্যে খালি ছুটোছুটি করছে। ওকে মুটে-মজুরের কাজ দেওয়া হয়েছে–ময়দার বস্তা নিয়ে বেড়ানো। ওর সঙ্গে দেখা–তাজা চোখের কি মিষ্টি চাহনি! কি সুস্নিগ্ধ ওর হাসি! রোজ সন্ধ্যায়ই ওর সঙ্গে দেখা হয়।

"তোমাকে দেখে মনে হয় এভা, তোমার মনে কোনো দুঃখ নেই। তুমি আমার প্রিয়া।"

"তোমার প্রিয়া! আমি অশিক্ষিতা–তাহলেও আমি তোমার বাধ্য থাকব চিরকাল। ম্যাক্ দিন-কে-দিন ভারি কড়া হচ্ছে, কিন্তু আমি তা কেয়ার করি না। মাঝে-মাঝে দারুণ খাপ্পা হয়ে ওঠে, কিন্তু আমি কোনো কথারই জবাব দিই না। একদিন আমার হাত ধরে শাসিয়েছিল। শুধু একটা চিন্তাই আমাকে পীড়া দেয়।"

"কি?"

"ম্যাক্ তোমাকে ভয় দেখায়। আমাকে বলে : 'তোমার মাথায় কেবল লেফ্টেনেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে।' বলি : 'হ্যাঁ, আমি তার।' তখন সে বলে : 'আচ্ছা, দাঁড়াও, –শিগ্গিরই ওকে তাড়াচ্ছি।' কাল-ই এ কথা বলেছিল!"

"বলুক গে–দেখাক ভয়। ... এভা, তোমার পা দুটি আরেকবার দেখতে দেবে? –সেই ছোট্ট দুখানি পা। চোখ বুজে থাক, আমি দেখি।"

চোখ বুজে ও আমার ঘাড়ের ওপর মুখ রাখে। কাঁপে। ওকে বনে নিয়ে যাই। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়।

BanglaBook.org

পাহাড়ে বসে পাহাড় খুঁড়ি। স্বচ্ছ শরৎ আমাকে বেষ্টন করে হাসছে। আমার পাহাড় ভাঙবার শব্দ বেজে চলেছে। ঈশপ্ আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। হৃদয় সান্ত্বনায় ভরা–কেউ জানে না যে এই নির্জন পাহাড়ের ওপর একা বসে আছি।

উড়ো-পাখীরা বিদায় নিয়েছে–সুখে উড়ে এসেছিল ; আবার ফিরে আসবে বলে তোমাদের অভ্যর্থনা করছি। সব মধুরতর লাগছে ; –একটা ঈগল দুই ডানা বিস্তৃত করে পাহাড়ের ওপর উড়ে চলেছে।

সন্ধ্যা। হাতুড়িটা ফেলে রেখে একটু জিরোই। আবছায়া–উত্তরে চাঁদ ওঠে, প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে পাহাড়গুলি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। –পূর্ণিমা ; যেন একটা উজ্জ্বল দ্বীপ–অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। ঈশপ্ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"কি ঈশপ্? আমি না হয় বেদনায় শ্রান্ত ; –আমি তা ভুলে যাব একদিন, নিশ্চয়ই। চুপ করে শুয়ে থাক, ঈশপ্। আমিও চুপ করে থাকব। এভা আমাকে শুধোয় : 'তুমি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাব?' বলি : 'সব সময়।' এভা আবার বলে : 'আমাকে ভাবতে তোমার ভালো লাগে?' বলি : 'সব সময়েই ভালো লাগে।' এভা বলে : 'তোমার চুলে পাক ধরেছে।' বলি : 'হ্যাঁ, পাক ধরতে শুরু করেছে।' এভা বলে : 'নিশ্চয়ই তোমার মাথায় কিসের চিন্তা–তাই।' বলি : 'হতে পারে।' তারপর এভা বলে : 'তাহলে তুমি আমার কথাই খালি ভাব না... 'ঈশপ্, চুপ করে থাক–তোমাকে আর একটা গল্প বলছি..."

হঠাৎ ঈশপ্ দাঁড়িয়ে উঠে জোরে নিশ্বাস ফেলে, আমার জামা ধরে টেনে নিয়ে চলে। উঠে পড়ি। বনের মধ্যে আকাশে রক্তের আভা দেখে শিউরে উঠি। জোরে পা ফেলে চলি–সমুখে দেখি, ভীষণ আগুন। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকি... আরো একটু এগোই–আমার কুঁড়ে ঘরে আগুন লেগেছে।

এই আগুন লাগানো নিশ্চয়ই ম্যাক্-এর কাজ–গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। সব পুড়ে গেল–আমার পাখীর বাসা, পাখীর পালক, হরিণের চামড়া–সব। কি আর করব এখন? খোলা আকাশের তলে শুয়ে দুই রাত্রি কাটাই, আশ্রয় খুঁজতে কোথাও যাই না, সিরিল্যাণ্ড-এও নয়। শেষে একটা পোড়ো জেলে-বাড়ি ভাড়া করলাম। রাস্তার ওপর শুয়ে ঘুমোই। আর কি–আমার অভাব মিটে গেছে।

এড্ভার্ডা একদিন সংবাদ পাঠাল যে, আমার বিপদের কথা শুনে ও দুঃখিত হয়েছে–ওর বাবার হয়ে সিরিল্যাণ্ড-এ আমাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

এড্‌ভার্ডার মনে লেগেছে! দয়ালু এড্‌ভার্ডা। কোনো জবাব দিলাম না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি আর আশ্রয়হীন নই–এড্‌ভার্ডাকে চিঠি দিলাম না ভেবে খুব গর্ব অনুভব করছি। রাস্তায় ওকে হঠাৎ দেখলাম, সঙ্গে ব্যারন্‌–বাহুতে বাহু বেঁধে বেড়াচ্ছে দুজন। ওদের দুজনের মুখের দিকে চেয়ে নমস্কার করলাম।

এড্‌ভার্ডা থেমে জিজ্ঞাসা করলে : "তাহলে আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে না?"

"নতুন জায়গা পেয়েছি, সেইখানেই আছি বেশ।" বললাম।

ও আমার মুখের দিকে তাকাল, ওর বুক দুলছে। –"আমাদের কাছে এলে তোমার কিছু ক্ষতি হত না হয়ত।"

ধন্যবাদ তোমাকে, এড্‌ভার্ডা। কিন্তু কথা বলতে পারছিলাম না।

ব্যারন্‌ আস্তে আস্তে হাঁটছে।

এড্‌ভার্ডা বললে–"তুমি বুঝি আমার সঙ্গে আর দেখা করতে চাও না।"

"আমার ঘর পুড়ে গেছে শুনে তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছ, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, এড্‌ভার্ডা। তোমার বাবা বিমুখ হ'লেও তোমার এই করুণা অতুলনীয়।" টুপি তুলে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

হঠাৎ ও বললে–"তুমি কি আমার মুখ আর দেখবে না গ্লাহ্‌ন?"

ব্যারন্‌ ওকে ডাকছে।

বললাম–"ব্যারন্‌ তোমাকে ডাকছেন, যাও।" আবার সসম্ভ্রমে টুপি তুললাম।

আবার পাহাড়ে চলে এসেছি, আবার গর্ত করছি। কিছুতেই আর আত্মসংযম হারাচ্ছি না। এভার সঙ্গে দেখা হ'ল। চেঁচিয়ে উঠলাম : "কি বলেছিলাম তখন? ম্যাক্‌ আমার কি করতে পারে? আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আবার ঘর পেয়েছি..." এভা একটা আলকাতরার গামলা নিয়ে যাচ্ছিল। "কি খবর, এভা?"

ম্যাক্‌ তার নৌকায় আলকাতরা লাগাতে ওকে হুকুম করেছে। ওর ওপর লোকটা ভারি চোখা চোখ রাখছে–ওর সমস্ত কথা শুনতেই ও বাধ্য।

"কিন্তু ঐ নৌকাঘরের মধ্যে কেন? জাহাজঘাটে হ'লেও তো পারত।" বললাম।

"ম্যাক্‌ তাই যে বলেছে, নৌকাঘরে..."

"এভা, এভা, তোমাকে ওরা দাসী বানিয়েছে, তুমি একটুও অভিযোগ কর না? তুমি হাসছ, তোমার হাসিতে কি অপূর্ব মাদকতা–কিন্তু তবু, তুমি ওদের দাসী।"

খুঁড়ছি–হঠাৎ কি দেখে তাক লেগে যায়! কে যেন এখানে এসেছিল। পায়ের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করি–এ যে ম্যাক্‌-এর লম্বা-মুখো জুতোর দাগ। ও এখানে কেন এসেছিল? চারদিকে তাকালাম–কেউ নেই।

আবার হাতুড়ি পিটিয়ে শাবল দিয়ে গর্ত করতে লাগলাম। স্বপ্নেও ভাবিনি–

BanglaBook.org

ডাকের জাহাজ এসে গেছে। আমার ইউনিফর্মটা এনেছে নিশ্চয়ই। এই জাহাজে চড়েই ব্যারন্ তার মালপত্র নিয়ে পাড়ি দেবে। এখন বস্তাতে বোঝাই হচ্ছে, বিকেলেই নোঙর তুলবে।

বন্দুক নিই–প্রত্যেকটা পিপেয় বারুদ বোঝাই করি। ঠিক হয়েছে, মাথা নাড়ি। পাহাড়ে গিয়ে গর্তগুলিও বারুদ দিয়ে ভর্তি করি। সব তৈরি। চুপ করে প্রতীক্ষা করি।

অনেকগুলি ঘণ্টা কেটে যায়। জাহাজের চাকা ঘুরছে দেখতে পাই ; সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে, এই ছাড়ল বুঝি। আরো কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে–চাঁদ এখনো ওঠেনি, সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে উন্মাদের মতো আর্ত চোখ মেলে চেয়ে থাকি।

দেশলাই জ্বালি। এক মিনিট কাটে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গর্জন শোনা যায়–পাথরগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে চারিদিকে বিকীর্ণ হতে থাকে–সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠেছে–যেন সমস্তটা পাহাড় রসাতলে চলেছে। চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি ওঠে। বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বারুদভরা পিপে লক্ষ্য করে আবার ছুঁড়ি–দ্বিতীয় বার–সেই আর্তনাদ যেন দিকে-দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যে-জাহাজটা চলে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত পাহাড়গুলি যেন চীৎকার করে উঠেছে। আরো সময় যায়–বাতাস স্তব্ধ হয়ে আসে, প্রতিধ্বনি আর জাগে না, পৃথিবী যেন ঘুমুচ্ছে–এমনি মনে হয়। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়

উত্তেজনায় তখনো কাঁপছি। তাড়াতাড়ি বন্দুক আর শাবল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে যাই–হাঁটু দুটো কাঁপে। সোজা পথ ধরি। ঈশপ্ শুধু মাথা নাড়ছে আর বারুদের গন্ধে হাঁচছে!

নীচে নৌকাঘরের কাছে এসে একেবারে থ হয়ে যাই–চীৎকার করতে পারি না। একটা নৌকা ভাঙা পাথরের চাপে গুঁড়িয়ে গেছে–এভা, একপাশে এভা পড়ে আছে–একেবারে পিষে গেছে, চেনা যাচ্ছে না। এভা আর নেই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আর কি লিখব? বহুদিন আর গুলি ছুঁড়িনি। খাওয়া নেই–শুধু চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। এভার মৃতদেহটা ম্যাক্-এর সাদা রং-করা নৌকা করে গির্জায় নিয়ে গেল–গির্জায় গেলাম।

এভা মরে গেছে। তার ছোট মাথাটি তোমাদের মনে আছে–সেই কোঁকড়ানো কোমল চুলে ভরা? এত আস্তে-আস্তে ও আসত, মাথাটি একপাশে হেলিয়ে মৃদু-মৃদু হাসত। মনে আছে সেই হাসিতে কি মাদকতা ছিল! চুপ কর, ঈশপ্! বহুদিনের পুরানো এক আষাঢ়ে গল্প মনে পড়ে, ইসেলিন্-এর সময়কার গল্প–স্টেমার তখন পুরুত।

রাজপ্রাসাদে বন্দী একটি মেয়ে। এক রাজপুত্রকে ভালবাসত। কেন? বাতাসকে শুধোও, তারাকে, জীবনদেবতাকে–এরা ছাড়া আর কে জানে কাকে বলে ভালবাসা? রাজপুত্র ছিল তার বন্ধু, তার প্রিয়তম–সময় যায়... একদিন আরেকজনকে দেখে রাজপুত্র ভাবলে তাকেই সে ভালবাসে।

সে প্রেমে কি অপূর্ব মদিরতা ছিল। মেয়েটি ছিল ওর জীবনের আশীর্বাদ, ওর মনের বিহঙ্গম... মেয়েটির আলিঙ্গন কি মধুর উত্তাপে ভরা! রাজপুত্র বলত : 'তোমার হৃদয় আমাকে দাও।' মেয়েটি দিত। রাজপুত্র বলত : 'আরো কিছু চাইব?' অসহ্য সুখে মেয়েটি বলত : 'হ্যাঁ।' তাকে মেয়েটি সব দিত... সব ; কিন্তু তবু রাজপুত্র ওকে ধন্যবাদ দিত না, কৃতজ্ঞতা জানাত না।

কিন্তু আরেকজনকে সে ভালবাসত বন্দী ভৃত্যের মতো, পাগলের মতো, ভিক্ষুকের মতো। কেন? পথের ধূলোকে শুধোও, যে পাতা ঝরে তাকে, জীবনদেবতাকে–এরা ছাড়া আর কে বলবে কাকে বলে ভালবাসা? মেয়েটি ওকে কিছুই দিত না, কিছুই না–তবু মেয়েটিকে সে কত সুস্নিগ্ধ অভিবাদন কত ধন্যবাদ জানিয়েছে। মেয়েটি বলত : 'আমাকে তোমার বুদ্ধি দাও, বন্ধুত্ব দাও।' রাজপুত্র দুঃখিত হত, কেন ও তার জীবন চাইছে না?

মেয়েটি থাকত রাজপ্রাসাদে... ...

"ওখানে বসে কি কর তুমি? শুধু বসে থাক আর হাস?"

"দশ বছর আগেকার পুরানো কথা ভাবি। তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

"তাকে তোমার এখনো মনে আছে?"

"এখনো।"

সময় যায়।

BanglaBook.org

"তুমি ওখানে বসে কি কর, কুমারী? কেন বসে থাক, কেন হাস?"

"একটা কাপড়ে সূতো দিয়ে তার নাম লিখছি।"

"কার নাম? –যে তোমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে?"

"হ্যাঁ, যাকে আমি কুড়ি বছর আগে দেখেছিলাম!"

"তাকে তোমার এখনো মনে আছে?"

"এখনো।"

আরো সময় যায়।

"ওখানে বসে কি কর, বন্দিনী?"

"দিনে-দিনে বুড়িয়ে যাচ্ছি... আর সেলাই করবার চোখ নেই। দেয়াল থেকে চুন বালি খসাই, তাই দিয়ে একটা পেয়ালা তৈরী করছি, তাকে উপহার দেব।"

"কার কথা বলছ?"

"আমার যে প্রিয়তম, যে আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে!"

"তাই কি তুমি হাস... সে তোমাকে বন্দী করে রেখেছে বলে?"

"সে এখন কি বলবে তাই খালি ভাবছি। সে হয়ত বলবে : 'দেখ দেখ, আমার প্রিয়া আমাকে একটি পেয়ালা উপহার দিয়েছে–এই বিশ বছরেও সে আমাকে ভোলেনি!"

আরো সময় কাটে।

"বন্দিনী, এখনো চুপ করে বসে আছ. আর হাসছ?"

"বুড়িয়ে গেছি, চোখে আর দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ভাবছি।"

"যাকে চল্লিশ বছর আগে দেখেছিলে?"

"যাকে প্রথম যৌবনে দেখেছিলাম। হয়ত চল্লিশ বছর আগেই।"

"সে যে এতদিনে মরে গেছে... তা কি তুমি জান ন? তুমি মলিন, জরাগ্রস্ত ; তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ না, তোমার ঠোঁট দুটো সাদা হয়ে গেছে... তুমি আর নিশ্বাস ফেলছ না..."

তাই। বন্দিনী মেয়ের গল্প। দাঁড়াও, ঈশপ্... একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। একদিন মেয়েটি তার প্রিয়তমের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল, সে হঠাৎ নতজানু হয়ে লজ্জায় পুলকিত হয়ে উঠেছিল। এক দিন!

তোমাকে কবর দিচ্ছি, এভা... তোমার কবরের উপর বালিতে বেদনায় চুম্বন করছি। যখনই তোমার কথা ভাবি স্বপ্নে-স্বপ্নে স্মৃতি রঞ্জিত হয়ে উঠে। তোমার হাসির কথা যখন ভাবি, যেন আনন্দে স্নান করে উঠি। তুমি আমাকে সব দিয়েছিলে... বিনামূল্যে... তুমি সৃষ্টির প্রাণবন্ত শিশু ছিলে। কিন্তু যারা আমাকে তাদের একটি দৃষ্টিও উপহার দেয় না, তাদের কথাই আমার মন জুড়ে থাকবে? কেন? শুধোও বৎসরের প্রতিটি দিবস ও রাত্রিকে, সমুদ্রের জাহাজগুলিকে, জীবনদেবতাকে...

BanglaBook.org

একজন বললে... "তুমি আজকাল আর শিকারে যাও না? ঈশপ্ তো বনে খুব ছুটোছুটি করছে... একটা খরগোশের পিছু।"

বললাম... "আমার হয়ে ওটাকে মেরে এস।"

কয়েকদিন গেল। ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা... আমাকে ডাকলে। চোখ বসে গেছে... মুখ পাঁশুটে। ভাবলাম... সত্যিই কি আমি আর সবাইর মনের অবস্থা বুঝতে পারি? পারি হয়ত।

নিজেকেই জানি না।

ম্যাক্ সেই দুর্ঘটনার কথা তুললে, সেই পাহাড়-ভেঙে-পড়ার কথা। ভাগ্যের বিড়ম্বনা বই আর কিছুই অপরাধ নেই ওতে।

বললাম... "আমার আর এভার মধ্যে যদি কেউ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে চায় এবং কোনো অসদুপায়ে যদি তার সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে তার ওপরে ভগবানের অভিশাপ পড়ুক।"

ম্যাক্ সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। কবরের কথা নিয়ে প্রশংসা করলে। 'কিছুই বাদ যায়নি।'

আমি ওর কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার চাতুরীকে প্রশংসা না করে পারি না।

পাহাড়-পড়ার দরুণ যে নৌকাটা চুরমার হয়ে গেছে, তার জন্য ও কিছু ক্ষতিপূরণ চায় না। ওর দয়া।

বললাম... "সেই নৌকা, আলকাতরার বাক্স ও ব্রাস্টার জন্যে কিছু চাই না আপনার?"

"না না... কি বলছ পাগলের মতো?" ওর দুই চোখে ঘৃণা।

এড্ভার্ডাকে আর দেখিনি... তিন সপ্তাহ কেটে গেল। হ্যাঁ, একবার শুধু দেখেছিলাম... দোকানে। রুটি কিনতে গিয়েছিলাম। ও কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে নেড়ে-চেড়ে কতকগুলি কাপড়ের ছিট দেখছে।

আমি অভিবাদন করলাম, ও শুধু ফিরে তাকাল, কথা কইল না। বুঝে হ'ল, যতক্ষণ ও আছে, আমার রুটি কেনা হবে না। আমি দোকানির কাছে কিছু বারুদ আর গুলি চাইলাম। ওরা যখন তা মেপে দিচ্ছিল দুচোখ ভরে এড্ভার্ডাকে দেখছিলাম তখন।

ধূসর পোশাক... এখন তা কত ছোট হয়ে এসেছে, বোতামের গর্তগুলো ছেঁড়া... ওর সমতল বুকটা চঞ্চল হয়ে দুলছে। এক গ্রীষ্মেই কত বদল হয়েছে ওর! চিন্তাকুল দুটি ভুরু, ... ওর ললাটের প্রান্তে যেন দুটি জীবন্ত রহস্য!... ওর সমস্ত

BanglaBook.org

গতিভঙ্গীই এখন মন্থর হয়ে এসেছে। ওর হাত দুটির দিকে তাকালাম, ওর লীলায়িত আঙুলগুলি মনকে আবার দ্রুত নাড়া দিয়েছে। ... এখনো ওর কাপড় দেখা শেষ হল না?

ইচ্ছা করছিল ঈশপ্ এসে কাউন্টারের পিছন থেকে ওর দিকে ধাওয়া করে, তাহলে আমি ঈশপকে একটু বকে ওর কাছে একটু ক্ষমা চাই। তখন কি বলবে ও?

"এই যে আপনার... " দোকানি বললে।

দাম দিলাম, জিনিসগুলি নিয়ে আবার অভিবাদন জানালাম। ও তাকাল, কিন্তু এবারো কোনো কথা কইল না। ভালো, ভালো। –ভাবলাম ও যে ব্যারন্-এর প্রিয়া...

রুটি না নিয়েই চলে গেলাম।

কতদূরে এসে সেই জানলার দিকে তাকালাম। কেউ আমাকে দেখছে না।

তারপর একরাত্রে বরফ নেমে এল, কুঁড়েতে বেজায় শীত। উনুন একটা ছিল বটে, কিন্তু কাঠগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ; জ্বলছিল না। দেয়াল ফুঁড়ে পর্যন্ত ঠাণ্ডা আসছে। শরৎ আর নেই, দিনগুলি ছোট হয়ে এসেছে। দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে বরফ একটু গলে বটে, রাত্রে নিবিড় বেদনার মতো আবার তা সঞ্চিত হয়... জল ঝরে পড়ে। সব ঘাস, সব পোকা মরে গেল।

সমস্ত লোক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে... দুই চোখে তাদের আলোকের প্রতীক্ষা! বন্দর চুপচাপ... সূর্য অনন্তকালের জন্য সমুদ্রের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটি নৌকার শব্দ। দাঁড় বেয়ে একটি মেয়ে এল।

"কোথায় ছিলে এতদিন?"

"কোথাও না তো!"

"কোথাও না? আমি তোমাকে চিনি, গত গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

নৌকাটা ভিড়ালো, পারে নেমেই ছুটে এল।

"তুমি ছাগল চরাচ্ছিলে, মোজার ফিতে বাধবার জন্যে নীচু হয়েছিলে... সেই রাত্রি।"

ওর গাল দুটি রাঙা হয়েছে, লজ্জায় একটু হাসছে।

"তুমি রাখালি। আমার ঘরে এস, তোমাকে ভালো করে দেখি একটু। তোমার নাম পর্যন্ত আমি জানি... হেন্‌রিয়েট্!"

কোন কথা না বলেই ও চলে যায়। এই শীত ওকে পর্যন্ত গ্রাস করেছে। ও-ও যেন অচেতন হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

এই প্রথম ইউনিফর্মটা পরে সিরিল্যাণ্ড-এ গেলাম। সমস্ত হৃদয় দুলছে। সব মনে পড়ে... সেই এড্‌ভার্ডা ছুটে এসে সবারই সামনে আমাকে আলিঙ্গন করেছিল। এখন সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এখানে-সেখানে ; সমস্ত চুল পেকে গেছে আমার, আমারই দোষ! হ্যাঁ, আমারই দোষ বই কি। আজ যদি ওর পা দুটি ধরে আমার সমস্ত হৃদয় ওর কাছে উজার করে ঢেলে দিই, তাহলে মনে মনে ও আমাকে কী ঠাট্টাই না করে! হয়ত আমাকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দেবে, মদ আনাবে... এবং যেই ও আমার সঙ্গে খাবে বলে গ্লাশটা ঠোঁটের কাছে তুলবে, তখুনি বলবে : "লেফ্‌টেনেন্ট, এতকাল আমরা একসঙ্গে ছিলাম বলে তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তা কখনো ভুলব না।" হয়ত আমি একটু খুশি হয়ে উঠব, হয়ত আবার একটু আশা হবে! ও পান করবার একটু ভান করে গ্লাশটা নামিয়ে রাখবে... একটুও না খেয়ে। আর ও যে ভান করছে, তা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে লুকোবে না। বরং চেষ্টা করবে, আমি যেন ওর সেই ভান ধরে ফেলতে পারি! ঐ ওর ধরন।

বেশ... শেষ-বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে।

রাস্তা ধরে চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম... আমার পোশাক ওকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে, ঝালরগুলো এখনো নতুন, জ্বলজ্বলে আছে। তলোয়ারটা বারে-বারে মেঝের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে ঝন্‌ঝন্ করে উঠবে। যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম... মনে মনে বললাম... কী-ই বা না হতে পারে? এখনো আশা আছে। মাথা তুলে হাত প্রসারিত করে দিলাম। আর বিনয় নয়... অহঙ্কার! আমি আর কোনো কিছু গ্রাহ্য করি না, যা হবার হবে। নিজের থেকে প্রেমভিক্ষা করবার আর আমার দুর্বলতা নেই। আমাকে ক্ষমা কোরো প্রিয়তম, আমি আর তোমার পাণিপ্রার্থী নই।

উঠানে ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা ; চক্ষু কোটরে সেঁধিয়েছে, মুখ বিবর্ণ।

"চলে যাচ্ছ? সত্যি? ইদানিং তোমার সময় ভালো যাচ্ছিল না। তোমার ঘর পুড়ে গেল।" –ম্যাক্ হাসল।

পরে বললে–"ভেতরে যাও, এড্‌ভার্ডা আছে। তোমাকে এখান থেকেই আমি বিদায় জানিয়ে দিচ্ছি। জাহাজ ছাড়বার আগে ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

মাথা নীচু করে চলে গেল–যেন কি ভাবছে।

এড্‌ভার্ডা নিরালায় বসে আছে–কিছু একটা পড়ছে বোধ হয়। আমার দিকে চেয়েই একটু চমকাল–আমার ইউনিফর্মটা ওর চোখে পড়েছে। একটু লজ্জিতও হ'ল হয়ত বিস্মিতও।

BanglaBook.org

"তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছি।" কোনোরকমে বললাম যা হোক।

ও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। –"চলে যাচ্ছ? এখুনি।?

"হ্যাঁ, ঘাটে জাহাজ ভিড়লেই।" হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরি, দুটি হাতই–আনন্দে সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসে, ডাকি : "এড্‌ভার্ডা!," আর ওর দিকে চেয়ে থাকি।

একটি মুহূর্ত শুধু! ও তেমনি উদাসীন, পাষাণ। আমাকে বাধা দেয়, নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আমি যেন ওর সামনে ভিক্ষুকের মতো দাঁড়িয়ে আছি ; ওর হাত ছেড়ে দিই, ও সরে দাঁড়ায়। মনে আছে তখন শুধু যন্ত্রচালিতের মতো বলে যাচ্ছিলাম : "এড্‌ভার্ডা এড্‌ভার্ডা!" কতক্ষণ ধরে বলছিলাম জানি না। ও যখন বললে–"কেন ডাকছ? কি বলতে চাও।" তখন কিছুই বলতে পারলাম না।

ও ফের বললে–"তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছ? আগামী বছরে কে তবে আসবে তোমার জায়গায়?"

"আরেক জন। তার জন্যে আবার ঘর তৈরি হবে।"

চুপচাপ। ও ওর বই-র জন্য হাত বাড়িয়েছে।

ও বললে–"বাবা বাড়ি নেই বলে আমি দুঃখিত। তিনি এলে তাঁকে বলব যে তুমি এসেছিলে।"

কিছু বললাম না। এগিয়ে গিয়ে ওর একখানি হাত আবার ধরলাম, আবার বললাম–"বিদায়, এড্‌ভার্ডা!"

ও বললে–"বিদায়।"

দোর খুললাম, যেন যাবার জন্যই। ও এরই মধ্যে ফের বই নিয়ে পড়তে বসেছে, সত্যি-সত্যিই পড়ছে, পাতা উল্টোচ্ছে। আমাকে বিদায় দিয়ে ওর বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, ওর কিছুই এসে যায় না।

একটু কাশলাম।

ও পেছনে তাকিয়ে যেন আশ্চর্য হয়ে বললে–"তুমি এখনো যাওনি। ভেবেছিলাম চলে গেছ বুঝি।"

বললাম–"এই যাচ্ছি।"

হঠাৎ ও উঠে আমার কাছে এল। বলল, –"যাবার সময় তোমার কাছে কিছু একটা চাই যা আমার কাছে তোমার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। একটা জিনিস চাইতে ভারি ইচ্ছা হয় কিন্তু সাহস হয় না। তোমার ঈশপ্‌কে দেবে আমাকে?"

স্বচ্ছন্দে বললাম–"হ্যাঁ, দেব।"

"তাহলে কালকে ওকে নিয়ে এসো, কেমন আসবে তো?"

চলে গেলাম।

জানলায় ফিরে চাইলাম। কেউ নেই। সব ফুরিয়ে গেছে.

BanglaBook.org

শেষ রাত্রি কুটিরে এই আমার। সারারাত বসে বসে ভাবলাম, মুহূর্ত গুনলাম, ভোর হতেই আমার শেষ খাবারটুকু তৈরি করলাম। ভারি ঠাণ্ডা দিন।

ও কেন আমাকে কাল নিজে গিয়ে কুকুরটা উপহার দিয়ে আসতে অনুরোধ করল? বিদায়ের অন্তিম ক্ষণে শেষবার ও কি আমাকে কিছু বলতে চায়? আমার তো আশা করবার আর কিছুই নেই। আর, ঈশপ্-এর সঙ্গে ও কেমনই বা ব্যবহার করবে?

ঈশপ্, ঈশপ্ তোমাকে ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট দেবে। আমার ওপর চটে ও তোমাকে মারবে, একটু আদরও করবে হয়ত, কিন্তু বেত মারবে নিশ্চয়ই, কারণ থাক্ বা না থাক্ ; তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে–

ঈশপ্‌কে নিজের কাছে ডাকলাম, আদর করলাম, আমার আর ওর মাথা দুটো একত্র পাশাপাশি রেখে চুপ করে বসে রইলাম, তারপর বন্দুকটা কুড়িয়ে নিলাম। ও আনন্দে শব্দ করে উঠেছে ; ভেবেছে–আমরা এখুনি শিকারে বেরুব বুঝি। আবার দুজনের মাথা একসঙ্গে রাখি ; আস্তে আস্তে বন্দুকের মুখটা ঈশপ্-এর ঘাড়ের ওপর রেখে ঘোড়া টিপে দিই।

একটা লোক ভাড়া করে আনলাম–ঈশপ্-এর মৃতদেহটা এড্‌ভার্ডার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

BanglaBook.org

বিকেলের দিকে জাহাজ ছাড়বে।

ঘাটে এসে দেখলাম আমার যা-কিছু জিনিসপত্র সমস্তই জাহাজে তোলা হয়েছে। ম্যাক্ আমার হাত ধরে খুব উৎসাহ দিচ্ছিল–দিব্যি আকাশের অবস্থা, পরিষ্কার, –ও-ও যেতে পারলে খুবই খুশি হত না কি।

ডাক্তার এল, সঙ্গে এড্ভার্ডা। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল বোধ হচ্ছিল।

"তোমার যাত্রা নিরাময় হোক।" ডাক্তার বললে।

এড্ভার্ডা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে–"দয়া করে যে-কুকুর পাঠিয়েছ–তার জন্যে ধন্যবাদ।" ঠোঁট দুটো চেপে বললে ; ওর দুটি ঠোঁটই সাদা।

ডাক্তার একজনকে জিজ্ঞেস করলে–"জাহাজ কখন ছাড়বে?"

"এই আধঘণ্টার মধ্যে।"

এড্ভার্ডা চঞ্চল হয়ে একবার এ-দিক আরেকবার ও-দিক পানে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ ও বললে–"ডাক্তার, এবার বাড়ি চল। যার জন্যে এসেছিলাম তা তো হয়ে গেল–আর কি!"

ডাক্তারের দিকে তাকালাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

বললাম–"বিদায়। প্রত্যেকটি দিনের জন্যে ধন্যবাদ।"

এড্ভার্ডা বোবার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল! পরে জাহাজের দিকে।

জাহাজে উঠলাম। এড্ভার্ডা এখনো পারে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে উঠতেই ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল–"বিদায়।"

ফের পারের দিকে তাকালাম। এড্ভার্ডা তখুনি ফিরে তাড়াতাড়ি বাড়ির মুখে চলেছে, ডাক্তারকে ফেলেই। ওই ওকে শেষ দেখলাম।

মন বিমর্ষ হয়ে উঠল।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে। ম্যাক্-এর সেই সাইনবোর্ডটা এখনো দেখা যাচ্ছে : 'নূন ও পিপে।' খানিক পরেই মুছে গেল। চাঁদ ও তারারা ভিড় করে এসেছে, দূরে আমার অসীম অরণ্য। ঐ সেই কারখানাটা–ঐ, ওখানে আমার কুটির ছিল, পুড়ে গেল একদিন, ঐখানে বোধহয় সেই প্রকাণ্ড পাথরটা আজো নিঃশব্দে পড়ে আছে। আমার ইসেলিন্, আমার এভা–বিদায়।

BanglaBook.org

সময় কাটাবার জন্য এতটা লিখলাম। সেই নর্ডল্যাণ্ড-এর গ্রীষ্মের কথা ভাবতে কত আনন্দ লাগে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুনে যেতাম–সময় কেমন স্বচ্ছন্দে কাটত। সব বদলে গেছে। এখন আর সময় কাটে না।

সময় যেন থেমে গেছে। ভাবতে অবাক হয়ে যাই। আর আমার কিছু চাকরি-বাকরি নেই, রাজার মতো স্বাধীন–লোকের সঙ্গে দেখা হয়, গাড়ি চড়ি ; চোখ বুজে আকাশের স্বপ্ন দেখি, চিবুকটা দিয়ে চাঁদকে যেন আদর করি, আর–ভাবি, লজ্জায় ও যেন হাসছে। সব-কিছুই হাসে মনে হয়। মদের বোতল খুলি, স্ফূর্তিবাজ লোকেরা এসে জড়ো হয়।

এড্‌ভার্ডার কথা আর ভাবি না। ওকে ভুলবই বা না কেন? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমার কোনো দুঃখ আছে? সোজা বলি–"না।" কোনো দুঃখ নেই।

কোরা শুয়ে শুয়ে আমাকে দেখে। আগে ছিল ঈশপ্, এখন কোরা। তাকের ওপর ঘড়িটা টিক-টিক করে, আমার জানালার বাইরে সমস্ত নগরীর অশ্রান্ত গর্জন শোনা যায়।

হঠাৎ দরজায় কার টোকা শুনি, পিওন আমার হাতে একটা চিঠি দেয়। চিঠিতে মুকুটের ছবি দেওয়া। এ চিঠি কে পাঠিয়েছে বুঝতে দেরী হয় না, হয়ত এই লেখিকাটিকে কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকব।

কিন্তু ভিতরে কিছুই লেখা নেই, শুধু সবুজ পাখীর দুটি পালক।

দুটি সবুজ পালক ; সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে। নিজেকে বলি, তাতে কি? এতে ব্যথিত বোধ করবার কি আছে!

জানলা দিয়ে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল বুঝি। জানলা বন্ধ করে দিলাম।

ভাবি–পাখীর ঐ পালক দুটো, ওদের আমি চিনি–নর্ডল্যাণ্ড-এ একটি ছোট দিনের ছোট ঘটনা মনে পড়ে। ওদের আবার দেখতে পেয়ে বেশ লাগছে! হঠাৎ যেন কার একখানি মুখ দেখি, যেন কার কণ্ঠস্বর শুনি, কে যেন বলছে : "এই তোমার পালক ফিরিয়ে নিয়ে যাও, লেফ্‌টেনেন্ট।"

ঘরের মধ্যে ভারি গরম বোধ হয়–জানলা বন্ধ করেছিলাম কেন? আবার খুলে দাও... দরজাও খোল। উন্মুক্ত করে দাও। সবাই আমার ঘরে অতিথি হয়ে আসুক।

দিন যায়, কিন্তু সময় কাটে না।

কোথায় যেতে চাই–আফ্রিকায় কিম্বা ভারতবর্ষে। আমার স্থান বনে–নির্জনতায়।

–সমাপ্ত–

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org